মহাভারত

বিরাটপর্ব্ব

কাশীরাম দাস

সূচিপত্র

পঞ্চ-পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা 4
পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট রাজসভায় প্রবেশ 8
বিরাট-গৃহে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও বিরাট-রাণী সুদেষ্ণার সহিত কথোপকথন 11
দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন 12
সুদেষ্ণার নিকট দ্রৌপদীর নিয়ম কথন ও সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে আশ্রয় প্রদান 14
শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ 15
দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা 16
ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক বধের মন্ত্রণা 21
কীচক বধ 23
কীচকের ঊনশত ভ্রাতা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছন ও ভীমহস্তে তাহাদের নিধন 26
দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের ভয় 27
পাণ্ডবদিগের অন্বেয়ণার্থ দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ 29
নিজ রাজ্যে সুশর্ম্মা যাত্রা ও বিরাটের দক্ষিণ গো-গৃহ আক্রমণ 32
ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মোচন 35
উত্তর গো-গৃহে কুরুসৈন্য কর্ত্তৃক গো- হরণ 37
কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন সহ উত্তরের গমন 40
অর্জ্জুন সম্বন্ধে কৌরবদিগের অনুমান 42
উত্তরকে অর্জ্জুনের অভয় ও আশ্বাস প্রদান 44
কৌরবগণের অর্জ্জুন বিষয়ক পরস্পর তর্ক বিতর্ক 44
অর্জ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন ও উত্তরের অস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন 46

www.bengaliebook.com

অর্জ্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ কুন্তীর শিব পূজা লইয়া বিরোধ..... 49
অর্জ্জুনের বীভৎসু ও অন্যান্য নামের বিবরণ..... 52
অর্জ্জুনের অবশিষ্ট নামের ও ক্লীবত্বের বিবরণ..... 53
অর্জ্জুনের রণসজ্জা..... 55
দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের শ্লেষোক্তি 58
কর্ণের আত্মশ্লাঘা 59
কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা..... 59
অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক কর্ণকে র্ভৎসনা 60
দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগবিতণ্ডা ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা 61
ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য..... 62
অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন..... 63
অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরকে কুরুসৈন্যের পরিচয় প্রদান 66
অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন..... 67
সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন 71
অর্জ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন 72
দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভব..... 73
অশ্বত্থামার যুদ্ধ ও পরাজয়..... 74
কর্ণের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ও পলায়ন 75
শকুনির লাঞ্ছনা 76
ভীষ্মের যুদ্ধ ও পরাজয়..... 77
দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্যের মোহপ্রাপ্তি..... 80
রণভূমে চামুণ্ডার আগমন..... 82

www.bengaliebook.com

দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের নানা দুরবস্থা 84
শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ..... 86
বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা-ক্রীড়া..... 87
বিরাট রাজার নিকট উত্তরের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণন..... 90
বিরাট-সিংহাসন পার্ষতী সহ যুধিষ্ঠিরের উপবেশন 91
উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ 95
ব্যাস-বর্ণন ও ফলশ্রুতি কথন..... 96

www.bengaliebook.com

পঞ্চ-পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন ভয়েপূর্ব্ব পিতামহগণ।।
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক যাপন করিল কোন্ মতে।।
কহেন বৈশম্পায়ন, শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ।।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী সহিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত।।
বলেন সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান, পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত বৎসর।
অজ্ঞাতে রহিব কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর।।
বরষ মধ্যেতে যদি প্রকাশিত হব।
পুনশ্চ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাব।।
বিচারিয়া কহ ভাই ইহার বিধান।
অজ্ঞাত থাকিব এক বর্ষ কোন স্থান।।
সেই দিন হবে কালি রজনী প্রভাতে।
বিচারিয়া যুক্তি কহ আমার সাক্ষাতে।।
এত শুনি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
তোমার পার্থবীর উপেক্ষা করিয়া।।
মোর আগে কে যুঝিবে পৃথিবীর মাঝ।
হেন জন চক্ষে নাহি দেখি ধর্ম্মরাজ।।
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
তোমার নিয়মে বঞ্চিলাম নৃপবর।।
পাণ্ডবের পতি তুমি, পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে, সবে সেই পথি।।
কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সবে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি।।
অজ্ঞাত থাকিব এক বরষ লুকায়ে।
ততদিন যথাস্থানে সবে রহ গিয়ে।।
বিধাতা করিল মোর এমত কুদিন।
মৃত্যু সম নির্ব্বাহিব ব্রাহ্মণ বিহীন।।
মেলানি করিয়া দ্বিজগণে নৃপবর।
দু-নয়নে বহে অশ্রুধারা ঝর ঝর।।
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার।।
বিপদকালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হৈলে শত্রুগণে বিজয় করিবে।।
বড় বড় রাজগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি রাজ্য লভে মন্ত্রণা করিয়া।।
অসুরের ভয়ে ইন্দ্র রহেন লুকায়ে।
বলিরে ছলিলা হরি বামন হইয়ে।।
উপায় করিয়া ইন্দ্র অসুরে মারিল।
কাষ্ঠমধ্যে থাকি অগ্নি খাণ্ডব দহিল।।
তুমিহ এখন রাজা বুঝ কালগতি।
ধৈর্য্য ধরি পুনরপি শাস বসুমতী।।
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজায়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে দ্বিজগণ যায়।।
তবে ধর্ম্মরাজ সব ভ্রাতৃগণে লয়ে।
এক ক্রোশ দূরে যান সে বন ছাড়িয়ে।।
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ প্রতি।
কোথায় অজ্ঞাতরূপে করিবে বসতি।।
রম্যদেশ দেখি সবে রব গুপ্তবেশে।
একস্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে।।
এতশুনি সবিনয়ে কহ ধনঞ্জয়।
ধর্ম্মের বরেতে রাজা নাহি কোন ভয়।।

অজ্ঞাত রহিব সবে, কে পাবে নির্ণয়।
দেশ নাম কহি রাজা, যথা মনে লয়।।
পাঞ্চাল বিদর্ভ মৎস্য বীহ্লীক ও শাল্ব।
মগধ কলিঙ্গ শূরসেন কাশী মল্ল।।
এই সব দেশ, তব যথা লয় মনে।
অজ্ঞাতে রহিব তথা ভাই পঞ্চ জনে।।
রাজা বলে, মৎস্যদেশে বিরাট নৃপতি।
সত্যশীল শান্ত ধর্ম্মশীল মহামতি।।
তথায় বঞ্চিতে মন হতেছে আমার।
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয় বিচার।।
সবারে দেখিব, সবে থাকিব গুপ্তেতে।
অন্য জন কেহ যেন না পারে লক্ষিতে।।
বৃকোদর কহে তবে চাহিয়া রাজায়।
কহ কোন্ বেশে রাজা বঞ্চিবে তথায়।।
নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম, নহে কোন ক্লেশ।
বিচারিয়া নরপতি কহ উপদেশ।।
ইহা সম দুঃখ আর নাহিক রাজন।
রাজা হয়ে পরবশ, পরের সেবন।।
মহাপাপে দুঃখ যথা পায় পাপিগণ।
কোন্ কর্ম্ম নির্ব্বাহিবে, বল রাজন।।
রাজা বলে, কহি আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাট সভাতে।।
বলাইব কঙ্ক নাম, পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্বনীত।।
মণিরত্ন যত আছে, জানি তার মূল্য।
যুধিষ্ঠিরের সৃহৃদ ছিনু প্রাণ তুল্য।।
কহিয়া শাস্ত্রের কথা তুষিব রাজারে।
এরূপে বঞ্চিব ভাই বিরাট-নগরে।।
ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম্ম-নরনাথ।
কহ ভাই কোন্ বেশে বঞ্চিবে অজ্ঞাত।।
পদ্মপুষ্প হেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
রক্ষোহীন হৈল ক্ষিতি তোমার ক্রোধেতে।।
হিড়িম্বক বক জটাসুর কির্ম্মীরাদি।
নিষ্কণ্টক কৈলে মারি সাগর অবধি।।
কিরূপে বঞ্চিবে ভাই বিরাট নগরে।
এত শুনি কহে ভীম ধর্ম্মের গোচরে।।
বল্লব নামেতে আমি হব সূপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার।।
পরিচয় দিয়া তেজ দেখাব রাজনে।
মল্লযুদ্ধে হারাইব যত মল্লগণে।।
বৃষ ব্যাঘ্র হিংস মেষ মহিষ কুঞ্জর।
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর।।
যুধিষ্ঠির গৃহে পূর্ব্বে ছিনু সূপকার।
কৌতুকে রাখেন মোরে রাজা দয়াধার।।
এত বলি পরিচয় দিব বিরাটেরে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত নৃপ যুধিষ্ঠিরে।।
পার্থ প্রতি চাহিয়া বলেন নরবর।
কই ভাই কিবা মতে বঞ্চিবে বৎসর।।
অগ্নিরে নিরোগ কৈলে জিনি পুরন্দর।
জিনিলে বাহুর বলে ধরা একেশ্বর।।
দেব মধ্যে ইন্দ্র যথা, দানবেতে বলি।
ত্রিভুবনে পূজ্য যথা রুদ্রেতে কপালী।।
আদিত্যেতে বিষ্ণু যথা স্থিরে মেরুবৎ।
গ্রহমধ্যে চন্দ্র যথা গজে ঐরাবত।।
ঋষিমধ্যে শুদ্ধ যথা শুকদেব মুনি।
আয়ুধেতে বজ্র যথা শব্দে কাদম্বিনী।।
তাদৃশ পাণ্ডব মধ্যে অর্জ্জুন প্রধান।
পরাক্রমে তুমি বাসুদেবের সমান।।

www.bengaliebook.com

ত্রিভুবনে বিস্তারিত যার রূপ গুণ।
কি মতে লুকাবে ভাই কহত অর্জ্জুন।।
দুই হস্তে ধনুর্গুণ ঘর্ষণের চিহ্ন।
কিমতে লুকাবে ভাই সব্যসাচী চিহ্ন।।
অর্জ্জুন বলেন, দেব আছয়ে উপায়।
নপুংসক-বেশে আমি আচ্ছাদিব কায়।।
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ আচ্ছাদনে।
মস্তকে ধরিব বেণী, কুণ্ডল শ্রবণে।।
রাজা জিজ্ঞাসিলে দেব এই পরিচয়।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পাণ্ডব- আলয়।।
রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
নৃত্যগীতে বিজ্ঞ আমি, জাতি নপুংসক।।
শিখাইতে পারি আমি অন্তঃপুর বালা।
এই বৃত্তিজীবি জানি, নাম বৃহন্নলা।।
নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়।
কত ভাই লুকাইবে কিমত উপায়।।
দুঃখ ক্লেশ নাহি জান, অতি সুকুমার।
বালকের প্রায় তুমি পালিত আমার।।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর।
ভ্রাতৃগণ প্রাণ-তুল্য গুণের সাগর।।
নকুল বলিল, দেব কর অবধান।
এই পরিচয় দিব বিরাটের স্থান।।
অশ্ববৈদ্য নাহি কেহ আমার সমান।
অশ্বের চিকিৎসা জানি, গ্রন্থিক আখ্যান।।
কড়িয়ালি দিব আমি যে ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে।।
এইরূপে গুপ্ত করি আপনার কায়।
বৎসরেক মহারাজ বঞ্চিব তথায়।।
তবে জিজ্ঞাসেন রাজা সহদেব প্রতি।
বিবিধ বিচারে বিজ্ঞ, বুদ্ধে বৃহস্পতি।।
জননী কুন্তীর সদা অতি প্রিয়তর।
কি মতে বঞ্চিবে ভাই অজ্ঞাত বৎসর।।
সহদেব কহে, তবে শুন নৃপবর।
বিরাট রাজার গবী আছে বহুতর।।
গোধন রক্ষক হই, জাতি যে গোয়াল।
মৎস্যদেশে বলাইব নাম তন্তিপাল।।
দ্রৌপদীরে কহে তবে নৃপতি কাতর।
কিমতে বঞ্চিবে কৃষ্ণা অজ্ঞাত বৎসর।।
রাজকন্যা রাজত্নী দুঃখিনী আজন্ম।
নাহি জান সাধারণ স্ত্রীলোকের কর্ম্ম।।
পুষ্পমাল্য আভরণ ভার নাহি সয়।
কিরূপে অধীনা হয়ে রবে পরালয়।।
প্রাণাধিক প্রিয় তোমা দেখি অনুক্ষণে।
পর আজ্ঞা বহনেতে বঞ্চিবে কেমনে।।
কৃষ্ণা বলে, চিন্তা রাজা না করিহ মনে।
যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাট ভবনে।।
তোমা সবাকার মনে নাহি হবে দুঃখ।
সদাই দেখিব রাজা সবাকার মুখ।।
বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণা নামেতে।
তার স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে।।
তারে কব সৈরন্ধ্রীর বেশ কর্ম্ম জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী।।
এত শুনি হৃষ্ট চিত্তে ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্য-হস্তে করেন অর্পণ।।
আছিল যতেক দাস দাসী দ্রৌপদীর।
পাঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দেন যুধিষ্ঠির।।
ইন্দ্রসেন আদি করি যতেক সারথী।
রথ লয়ে সবে চলি যাহ দ্বারাবতী।।

পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবে সবারে।
না জানি কোথায় গেল পঞ্চ সহোদরে।।
কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কাননে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা পশিলা নির্জ্জনে।।
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ।
অজ্ঞাত সময়ে হতে পারে নানা ক্লেশ।।
বহু অপমান হৈলে তাহা সম্বরিবে।
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবে।।
ক্ষত্রমধ্যে অগ্নিসম তোমা পঞ্চ জনে।
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে।।
গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে থাক ভালমতে।
রাজসেবা করি সদা রবে রাজপ্রীতে।।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য শয়ন।
বিশ্বাস করিবে নাহি নৃপে কদাচন।।
রাজার সম্মুখে আর পশ্চাতে না রবে।
তাঁর বামপার্শ্বে কিম্বা দক্ষিণে থাকিবে।।
কোন কার্য্য হেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে।
আপনার প্রাণপণে করিবে সত্বরে।।
অন্তঃপুর নারীসহ না কহিবে কথা।
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্ব্বথা।।
হরষেতে মত্ত নাহি হয়ে কদাচন।
রাজা সনে না কহিবে রহস্য বচন।।
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে।
লাবালাভ না বিচারিয়া আদেশ পালিবে।।
ভ্রাতা বন্ধু পুত্রে নাহি নৃপতির প্রীত।
সেই সে আপন, কর্ম্ম করে মনোনীত।।
আমি কি কহিব তুমি জানহ সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আসিও কুশলে।।
এত শুনি উঠি তবে ভাই পঞ্চ জন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন।।
কাম্যবন ছাড়ি যান যমুনার পার।
বামেতে শাল্বের দেশ, দক্ষিণে পাঞ্চাল।।
শূরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে বলি যান বিরাটের দেশ।।
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেলা ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্তা হয়ে কৃষ্ণা বলেন বচন।।
চলিবার শক্তি আর নাহিক নৃপতি।
আজি নিশি এক ঠাঁই করহ বসতি।।
নিকটে না দেখি, দূরে বিরাট নগর।
কালি প্রাতে গুপ্তভাবে যাব নৃপবর।।
নৃপতি বলেন, কালি হইব অজ্ঞাত।
অনর্থ ঘটিবে, হৈলে লোকেতে বিদিত।।
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীর স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয়।।
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত-স্কন্ধে যে ইন্দ্রাণী আনন্দে।।
নগর বিরাট আছে অতি অল্প দূর।
হেনকালে বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর।।
সশস্ত্র নগরে যদি করিবে প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ।।
বাল বৃদ্ধ যুবা জানে গাণ্ডীব বিখ্যাত।
হেন স্থানে রাখ, যেন লোকে নহে জ্ঞাত।।
অর্জ্জুন বলেন, দেখ এই শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশিছে ব্যোম।।
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন জন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন।।
অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা করিয়া স্বীকার।
কহিলেন রাখ যেন না হয় প্রচার।।

তবেত গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ।।
বসনে আচ্ছাদি সব একত্র ছান্দিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া।।
শ্মশান নিকটে ছিল যত গোপগণ।
সবাকারে পুনঃ পুনঃ বলেন বচন।।
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল।
অগ্নির অভাবে বৃক্ষে স্থাপিত হইল।।
কুল ক্রমাগত মম আছে এই পথ।
কিবা অগ্নি দহি, কিবা করি এই মত।।
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল পঞ্চ নাম গুপ্তে রাখিলেন।।
পঞ্চ পাণ্ডবের এই নাম সমুদয়।
যথাক্রমে রাখিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।।
সাধ্বী দ্রৌপদীর নাম মালিনী হইল।
ছয় জনে ছয় নাম যুধিষ্ঠির দিল।।

পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট রাজসভায় প্রবেশ

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিক্যের সাজ।
সভামাঝে প্রথমতঃ যান ধর্ম্মরাজ।।
যুধিষ্ঠির রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভাজন প্রতি চাহি কহে শীঘ্রগতি।।
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার।
ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর।।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর।।
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে, বুঝি অভিপ্রায়।।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ সর্ব্ব, ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্ব তেজোময়।।
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে হেথা।
ক্ষত্র দ্বিজ যেবা হৌক পূরাব সর্ব্বথা।।
হেন বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যান করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ।।
নমস্কার করি মৎস্যপতি মৃদুভাষে।
বিনয় পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসে।।
কে তুমি, কোথায় বাস, এলে কোথা হৈতে।
কোন্ কুল গোত্রে জন্ম, কেমন বংশেতে।।
যে কাম্য তোমার, মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্রপুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান।।
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহ মাগ তাহা দিব করেছি নিশ্চয়।।
এত শুনি কহিছেন ধর্ম্ম-অধিকারী।
বৈয়াঘ্র আমার গোত্র, কঙ্ক নাম ধরি।।
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা একা।।
শত্রু নিল রাজ্য, বনে গেল পঞ্চ ভাই।
তাঁর সম লোক আমি বিশেষ নিপুণ।।
হেথা আসিলাম আমি শুনি তব গুণ।।
এত শুনি মৎস্যরাজ বলেন হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে।।
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্য ধন তব করে সকলি অর্পিনু।।
আমার সদৃশ হয়ে থাকহ সভায়।
যত মন্ত্রী পাত্র মোর সেবিবে তোমায়।।
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।

কোন দ্রব্যে কভু মম নাহি প্রয়োজন।।
হবিষ্য আহারী আমি, শয়ন ভূমিতে।
কিছু যদি লাগে, তবে লৈব তোমা হৈতে।।
হেনমতে সেই স্থানে রহে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর।।
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতি গতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিবা যূথপতি।।
সভাতে প্রবেশে যেন বাল-সূর্য্যোদয়।
দেখি রিবাটের মনে হইল বিস্ময়।।
রাজার সভায় উপনীত বৃকোদর।
জয় হৌক, বলি বীর তুলে দুই কর।।
চতুর্ব্বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
গুরু-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন।।
মোর সম রন্ধনেতে নাহি সূপকার।
মল্লযুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার।।
এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন।
সূপকার তোমারে না লাগে মম মন।।
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি।
সর্ব্বক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি।।
সূপকার যোগ্য তুমি নহ কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলেন বচন।।
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার।।
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবে, দিব আমি রণ।।
মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমার পালিল রাজা কৌতুক বিশেষে।।
বল্লব আমার নাম রাখে ধর্ম্মরাজ।
তাঁহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ।।
বিরাট কহিল, ইথে নাহিক সংশয়।
তোমার সব কথা বিচিত্র কিছু নয়।।
বসুন্ধরা শাসিবারে যোগ্য হও তুমি।
যে কামনা কর তুমি দিব তাহা আমি।।
আমার আল যত আছে সূপকার।
সবার উপরে তব হবে অধিকার।।
এত বলি পাকগৃহে ভীমে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল।।
তবে কতক্ষণে আসিলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ করেতে শোভয়।।
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্তগজ-পদভরে।।
দূরে দেখি সভাসদে কহে মৎস্যপতি।
এই যে আসিছে যুবা ছদ্ম নারীজাতি।।
ইহারে কখন কেহ দেখেছ কি আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার।।
ইহাকে দেখি আশ্চর্য্য হয়েছে সবাই।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথায়।।
এই মত মৎস্যপতি চিত্তে বিচারিতে।
উপনীত হইলেন অর্জ্জুন সভাতে।।
পার্থে হেরি সভাজন মানিল বিস্ময়।
সবিস্ময়ে ধনঞ্জয়ে সবে নিরখয়।।
বিস্ময়েতে জিজ্ঞাসেন বিরাট রাজন।
কহ কেবা হও তুমি কাহার নন্দন।।
কোন প্রয়োজনে হেথা তব আগমন।
ক্ষম হৈলে করি তব প্রার্থনা পূরণ।।
অর্জ্জুন বলেন, আমি হই যে নর্ত্তক।
যেই হেতু বহুকাল আসি নপুংসক।।
নৃত্যগীতে মম সম নাহিক ভুবনে।

শিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে।।
বিরাট বলিল, ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন।।
এই যে স্ত্রীবেশ তুমি ভূষিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়।।
ভূতনাথ-অঙ্গে যথা ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল।।
তোমার এ ভুজতেজ যে ধনু সহিল।
সে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল।।
পার্থ কহিলেন, রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন।।
শত্রু রাজ্য নিল, তাঁরা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে আসিনু রাজন।।
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা।।
রাজা বলে, বৃহন্নলা রহ মম ঘরে।
সব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে।।
ধন জন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
পুত্র তুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর।।
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য গীতে বিশারদা করহ সবারে।।
এত বল অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল।।
নকুল ক্ষণেক পরে করে আগমন।
দূর হৈতে নৃপ তাঁরে করে নিরীক্ষণ।।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হৈল শশধরে।
সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধ বাড়ি করে।।
দুইবিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ।।
প্রণমিয়া দাঁড়াইল রাজ সভাতলে।
কোমল মধুর ভাষে নৃপতিরে বলে।।
অশ্ব চিকিৎসক, নাম গ্রন্থিক আমার।
জীবিকার্থে আসিলাম তোমার আগার।।
রাজা বলে, এলে তুমি কোন্ দেশ হৈতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা, লয় মম চিতে।।
নকুল বলিল, কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন।।
সব অশ্ব পালিবারে মোরে নিয়োজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হৈল।।
কড়িয়ালি দেই আমি যে ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে।।
রাজা বলে, যত মম আছে অশ্বগণ।
সকলি রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ।।
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন।।
তরুণ অরুণ যথা উঠে পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখি আচম্বিতে।।
গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নট বশে।
গোপুচ্ছ ছান্দ দড়ি আছয়ে বিশেষ।।
রাজা সহ সবিস্ময় যত সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে, মাদ্রীর নন্দন।।
জীবিকার্থে আসিলাম তোমার নগর।
গবী রক্ষা হেতু মোরে রাখ নৃপবর।।
আমার রক্ষণে গবী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্রভয় চৌরভয় নাহি কদাচনে।।
বিরাট বলিল, ইথে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি, কি নাম ধর, সত্য করি কহ।।
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।

বুদ্ধি পরাক্রমে বুঝি রাজচক্রবর্ত্তী।।
বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ।
খড়্গধারী হস্ত তব, পদ্মধারী পাশ।।
সহদেব বলে, জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাঁহার যতেক গবী লোকে অগণন।।
করিতাম সেই সব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন।।
আর এক মহৎ কর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান মম জ্ঞাত।।
পৃথিবী ভিতরে নৃপ যত কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয়।।
ধর্ম্মরাজ সভাতলে ছিনু দীর্ঘকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দিল তন্তিপাল।।
রাজা বলে, যত বল, সম্ভবে তোমারে।
যে কাম্য তোমার থাকে, লহ মোর পুরে।।
যত গবী আছে মম আর রক্ষিগণ।
তোমারে দিলাম সব, করহ পালন।।
এমত কহিয়া সহদেবে মহামতি।
পঞ্চ জনে বাঞ্ছামত দেন নরপতি।।
মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহেন গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্রকিরণে।।
রহিল অনল যেন ভস্মমধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল, সবে অনুক্ষণ দেখি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

বিরাট-গৃহে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও বিরাট-রাণী সুদেষ্ণার সহিত কথোপকথন

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে নরনারী ধায় দেখিবারে।।
ক্লেশেতে মলিন মুখ, দীর্ঘ মুক্তকেশ।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ, সৈরন্ধ্রীর বেশ।।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসয়ে যত নারীগণ।
কে তুমি, একাকী ভ্রম কিসের কারণ।।
তোমার রূপের সীমা বর্ণনে না যায়।
কিন্নর অপ্সরা তুমি দেবকন্যা প্রায়।।
সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরন্ধ্রীর কর্ম্ম করি, নরজাতি আমি।।
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা।।
কৈকেয়-রাজের কন্যা, বিরাট মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠালেন দাসী।।
আদর করিয়া তাঁরে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে লয়ে গেল যথা রাজরাণী।।
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদীরে হেরি সবে হইল লজ্জিতা।।
সাশ্চর্য্যে কৃষ্ণার রূপ সবে নিরীক্ষণে।
নীরবে যতেক নারী চিন্তে মনে মনে।।
বুঝি শাপভ্রষ্ট হৈয়া কোন দেবকন্যা।
আসিয়াছে মৎস্যদেশ করিবারে ধন্যা।।
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী।।
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা।।

কাশীরাম দাস করে নতি সাধুজনে। | পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে। ।

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা,
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।।
তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেক সভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি, নিমেষ না করে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে।।
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, কেন করিয়াছ ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে।।
মৃগনেত্র জিনি আঁখি, কামশর তুল্য দেখি,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্ক-বিম্ব গণি,
পঞ্চশর লিপ্ত তব বপুল।।
রক্ত কর কোকনদ, কক্ত কোকনদ- পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর।।
তোমার নিতম্ব কুচে, গগন নিবাসী ইচ্ছে,
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ।
কিবা পুঞ্জ কাদম্বিনী, জিত চারু চামরিণী,
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ।।
হের দেখ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখা সহ।

কি দেবী নাগিণী তুমি, কি হেতু ভ্রমহ ভূমি,
না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ।।
তব অঙ্গযোগ্য পতি, মানুষে না দেখি সতি,
বিনা দেব দিকপালগণ।
তব অঙ্গ-দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষ না জীয়ে কদাচন।।
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি, মধুর কোমল বাণী,
সবিনয়ে বলেন পার্ষতী।
না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি, মানুষী নিবসি ভূমি,
ফলাহারী সৈরন্ধ্রীর জাতি।।
দয়া করি রাণী মোরে, রাখহ আপন ঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁব উচ্ছিষ্ট জাত, চরণে না দিব হাত,
এইমাত্র নিয়ম আমার।।
প্রবালকুমুতা পাঁতি, ভাল জানি নিত্য গাঁথি,
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ।।
সিন্দূর কঙ্গল আদি, রত্ন-আভরণ নিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশ-বেশ।।
গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
আমার নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখী,
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে।।
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ, ইথে না জাহি আন,
বহুকাল বঞ্চিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণ, পাণ্ডবেরা গেল বন,
তেঁই আমি আসিলাম হেথা।।
বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,

সুদেষ্ণার নিকট দ্রৌপদীর নিয়ম কথন ও সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে আশ্রয় প্রদান

রাণী বলে, শুন সতি তব রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি।।
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
না হইবে মম শক্তি নিবারিতে তাঁরে।।
তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে।
আমি উদাসীনা হব তোমা রাখি ঘরে।।
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে।।
রাজ-বাসে রহে কত আত্ম-পরিজন।
সৎ অসৎ আছে তার মধ্যে কত জন।।
তোমায় প্রদানি আমি হেথায় আশ্রয়।
কেমনে রক্ষিব তোমা এই জাগে ভয়।।
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণায়।
দুষ্টা নারী সম রাজ্ঞী না ভাব আমায়।।
যেবা হৌক, মোর প্রতি যদি কোন জন।
পাপচক্ষে চাহিলে না জীবে কদাচন।।
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন।।
থাকুক স্পর্শন, যদি দেখে পাপচক্ষে।
দেবতা হলেও মৃত্যু যেন তার পক্ষে।।
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামিগণ।
না বাঁচিবে আমারে যে করিবে চালন।।
দয়া করি মোরে যদি রাখ গুণবতী।
পশ্চাতে জানিবে তুমি আমার প্রকৃতি।।
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের কাছে নাহি পাঠাবে কখন।।
সুদেষ্ণা বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
এমতে রহিলা দেবী বিরাট ভবনে।।
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুশীলে করিলা বশ যতেক রমণী।।
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন।।
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য-অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলে পাশাসারি।।
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
দীন দরিদ্রেরে সব করে বিতরণ।।
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হলেন রাজন।
বশ হৈল, যত জন করিল ভোজন।।
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন।
অর্পণ করেন ভীমে কনক রতন।।
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস।
অন্তঃপুরে নারীগণ সবে হৈল বশ।।
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমন ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হৈল।।
গবীগণ বৃদ্ধি পায়, যথা ক্ষীরবতী।
সহদেব গুণে বশ হন মৎস্যপতি।।
পাণ্ডবের গুণে মৎস্যদেশ বশ হৈল।
এইরূপে চারিমাস ক্রমেতে কাটিল।।
সুধার সমান মহাভারতের কথা।
ভক্তিতে শুনিলে ঘুচে যায় ভবক্ষুধা।।

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ

পূর্ব্বাপার কুলরীতি আছে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে।।
কলির শঙ্করযাত্রা বিরাট রাজন।
নানা দেশ হৈতে আসে বহুসংখ্য জন।।
দ্বিজ আদি চারি জাতি নরনারীগণ।
নৃত্যগীত মহোৎসব করে জনে জন।।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোর নাদ।।
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট-রাজন।
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ।।
মল্লগণমধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহা বাখান।।
সর্ব্ব মল্লগণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছ, আমার সঙ্গে করহ বিবাদ।।
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখে হয়ে কেহ উত্তর না দিল।।
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি।।
যদি মল্ল দেহ রাজা,গুণ গেয়ে যাব।
নাহি দিলে দেশে দেশে অখ্যাতি করিব।।
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সূপকার বল্লবেরে ডাকেন তখন।।
বিরাট বলেন, তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে।।
এ মল্ল সহিত যদি পার যুঝিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজ-ব্যবহারে।।
ভীম বরে নরপতি জানহ আপনে।
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদয়-ভরণে।।
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে।।
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বতআকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ জাতি হই সূপকার।।
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজবধ ভয় নাহি, কর পরিণাম।।
শুনিয়া নিঃশব্দ হন মৎস্যের ঈশ্বর।
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর।।
যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথাশক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন।।
পুনঃ পুনঃ মল্ল বলিতেছে নৃপবরে।
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে।।
রাজারে সন্তোষ কর, দেখুক সকলে।
একবার মল্ল সহ যুঝ কুতূহলে।।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করেন উত্তর।।
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি, পড়িল প্রমাদে।।
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল।।
যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে, যুদ্ধ কর আসি।
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি, পলাহ প্রবাসী।।
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল।।
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি।।

ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরে দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেক ভ্রমাইয়া তায়।।
ক্ষুদ্র মীনে ধরি যথা গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুম্ভকার-চক্র। ।
ঘুরাতে ঘুরাতে ত্যজে মল্ল নিজ প্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভীম যেন লতাখান।।
দেখিয়া অদ্ভূত সবে, মনে চমৎকার।
বিরাট-নৃপতি পান আনন্দ অপার।।
অনেক রতন ভীমে দিল নরপতি।
যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি।।
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহ আনি সবে করে রণ।।
অনেক মরিল শুনি কেহ না আসিল।
বল্লবের পরাক্রমে রাজা বশ হৈল।।
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তিগণ।
কৌতুকে ভীমের সহ করাইল রণ।।
নিমেষেতে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুকে দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর।।
এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
সানন্দে পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাতে রহিল।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি।।
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার।।
ভারত শ্রবণে সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে, কহিলেন ব্যাস। ।

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করিলা পঞ্চ সহোদর।।
মুনি বলে, অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত।।
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন।।
কীচক নামেতে বিরাটের সেনাপতি।
এক দিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি।।
দৃষ্টিমাত্র রূপে তার হৈল বিমোহিত।
দ্রৌপদীর সন্নিকটে হৈল উপনীত।।
বলিতে লাগিল তবে মধুর বচনে।
হের, অবধান কর পূর্ণচন্দ্রাননে। ।
মনোহর অঙ্গ তব অনঙ্গ মোহিনী।
নিরুপম অঙ্গ তব প্রথম যৌবনী।।
হেথায় আছহ, কভু নাহ আমি জানি।
এ রূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি।।
তোমার অঙ্গের শোভা সুর-মন লোভে।
এ সব ভূষণ নাহি তব অঙ্গে শোভে।।
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার।।
গৃহ দারা পুত্র মম যত ধন জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ।।
সহস্র সহস্র মোর আছে নারীগণ।
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ।।
রত্ন-অলঙ্কার যত লোক মনোহর।
যথা ইচ্ছা বিভূষণ কর কলেবর।।
রত্ন-মন্দির শয্যা, রত্ন-সিংহাসন।
রত্ন-আভরণ পর, শুনহ বচন।।

সবার উপরে তুমি হবে ঠাকুরাণী।
যদি না রাখহ ধনী অধীনের বাণী।।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ।।
কীচকের বাক্যে কৃষ্ণা কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিলা উত্তর।।
সৈরন্ধ্রী আমার জাতি, বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী।।
এ সকল কহ নিজ কুল-ভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে, থাকিবে কল্যাণে।।
পরদারে লোভে কৈলে নাহিক মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবী মণ্ডল।।
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিলে মাত্র হয় আয়ুক্ষয়।।
পুত্র দারা শোক কষ্ট দরিদ্র লক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন।।
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে।।
পরদারা আমি, তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি মোর প্রতি কর কি কারণে।।
গন্ধর্বব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তোমা সবংশে মারিবে।।
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন।।
কালরাত্রি পোহাইল আজি যে তোমারে।
তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিছ আমারে।।
তুমি যে এমত ভাষা আমারে কহিলে।
ধরিল যমের দূত আজি তব চুলে।।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেঁট করয়ে বদন।।
দৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
নৈরাশ্য আঘাতে হয় অত্যন্ত পীড়িত।।
তাহার ভগিনী বিরাটের রাজরাণী।
তার স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী।।
অচেতন অঙ্গ কম্পে সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে, কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ।।
ভগিনী নিকটে যাহা বলা নাহি যায়।
কহিতে লাগিল তাহা লজ্জা নাহি পায়।।
দেখহ ভগিনী মোর বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ।।
সৈরন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তারে মোর পত্নী করি দেহ এইক্ষণে।।
না দিলে সোদর হত্যা হইবে তোমার।
এখনি জানিবে প্রাণ যাইবে আমার।।
মধুর বচনে কন বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী।।
ছার দাসী লাগি কেন ত্যজিবে জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন।।
অভয় দিয়াছি আমি, লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই, বুঝিয়াছি মন।।
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হৈতে তারে কহিব কেমনে।।
করিছে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও, ত্যজ ভাই সৈরন্ধ্রীতে মন।।
কীচক বলিল, শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার।।
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয়।।

নষ্টা স্ত্রী প্রকৃতি কভু নাহি জান তুমি।
নষ্টা স্ত্রীলোকেরে ভালমতে জানি আমি।।
মুখেতে সতীত্ব কহে, অন্তরেতে আন।
সেইমত সৈরন্ধ্রীতে কর অনুমান।।
যদি মোরে চাহ, তবে বল শীঘ্রগতি।
সেবিকারে কর ভয়, সোদরে অপ্রীতি।।
রাণী বলে, যত কহ, মোহেব বশেতে।
সতী প্রতি হে বাণী কহিব কিমতে।।
সৈরন্ধ্রী ইচ্ছিয়া, নিজ মরণ ইচ্ছিলে।
সেই হেতু ভগিনীরে এ কথা কহিলে।।
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাহ তুমি দ্রুতগতি আপন আগার।।
আহারাদি কর গিয়া আপনার ঘরে।
সৈরন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে।।
শান্তি কথা সব তারে কহিবে প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম।।
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যা বলিল ভগ্নী, তাহা করিল তখন।।
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরন্ধ্রীরে ডাকি কহে সুমধুর বাণী।।
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি, তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হৈতে সুধা আনহ ত্বরিত।।
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কাঁপেন কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত।।
কৃষ্ণা বলে , সূতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তার পাশে যেতে মোরে না বলহ সতি।।
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি নির্ণয়।
রাখিলে আপন গৃহে করিয়া অভয়।।
আপন বচন দেবী করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক অন্য জন।।
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজরাণী।
শ্রমসাধ্য হলেও তা পালিব এখনি।।
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার।
প্রেষিণী নারীর কেন এত অহঙ্কার।।
যথায় পাঠাব, তথা করিবে গমন।
বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি, বলি সে কারণ।।
যাহ শীঘ্রগতি, সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত লি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে।।
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির।।
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ।।
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি।
কীচকের স্থানে মোরে কর অব্যাহতি।।
মুহূর্ত্তেক সূর্য্যস্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষগণ দিল।।
কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক।।
দুঃখেতে কাতরা অতি দ্রুপদ-নন্দিনী।
ব্যাঘ্র স্থানে যেতে যথা ডরায় হরিণী।।
দূর হৈতে মূঢ়মতি দেখি দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদ হইতে ভূমে নামিল সত্বরে।।
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী।।
আজি সুপ্রভাত মোর হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা করি আসিলে আপনি।।
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার।
দিব্য বস্ত্র পর তুমি,দিব্য অলঙ্কার।।

কৃষ্ণা বলে, তব ভগ্নী হৈল পিপাসিত।
সুধা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিত।।
কীচক বলিল, কেন বলহ এমন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্য জন।।
কষ্ট গেল, শুভ তব হইল এখন।
সহস্র সহস্র দাসী সেবিবে চরণ।।
আসি বৈস তুমি এই রত্ন সিংহাসনে।
এত বলি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে।।
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ষতী।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি।।
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল।
ভাবিয়া চলিলা দেবী রাজ সভাস্থল।।
পাছু পাছু ধেয়ে যায় কীচক দুর্ম্মতি।
সভামধ্যে চুলে ধরি ক্রোধে মারে লাথি।।
সূর্য্য অনুচর সেই অলক্ষিতে ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে পাড়িল।।
মূল কাটা গেলে যথা বৃক্ষ পড়ে তলে।
অচেতন হয়ে দুষ্ট পড়িল ভূতলে।।
রাজা সহ পাত্র মিত্র বসেছে সভায়।
সবে দেখে, দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায়।।
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কম্পিত অধর।।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী।।
নয়ন যুগলে অগ্নিকণা বাহিরায়।
দুপাটী দশন চাপি উঠিল সভায়।।
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্মপানে চায়।।
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখে হয়ে ভীম সভাতে বসিল।।
স্বামীগণ সব বসি দেখে চারি পাশে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কান্দে কৃষ্ণ, কহ অর্দ্ধভাষে।।
ধর্ম্মাসনে বসি আছ মৎসের ঈশ্বর।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর।।
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমা বিধ্যমানে মোরে প্রহারিল পায়।।
দুষ্ট লোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেন বিধি।।
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়।
চুলে ধরি মারিলেক, নাহি ধর্ম্মভয়।।
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল থাকে সেই ইন্দ্রের ভুবন।।
ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তরে।।
দান যজ্ঞ আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
এমন বিধির বিধি, শাস্ত্রে হেন কয়।।
কীচক পড়িয়াছিল হয়ে অচেতন।
সচেতন কর, আজ্ঞা করিল রাজন।।
পিতা প্রতি কহে তবে বিরাট নন্দন।
রাজধর্ম্ম রাজা নাহি করিলা পালন।।
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি দিলে চোর-সভা প্রায়।।
সবাই অধর্ম্মী বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্ম ভয় নাহি, তেঁই না কহ বচন।।
এত শুনি সদুত্তর করে মৎস্যভূপ।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ্ব না জানি কিরূপ।।
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমরা দ্বন্দ্ব কর দুই জনে।।

বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি।।
পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণ।
দেব দ্বিজগণ প্রিয়, বড় প্রিয় রণে।।
সে সব জনের আমি মানসী মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি।।
যাঁর ধনুর্ঘোষে তিন লোকে কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিন লোক জয়।।
তাঁর ভার্য্যা হই আমি, দেখিয়া অনাথ।
সূতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত।।
বল বুদ্ধি তা সবার কোথাকারে গেল।
মোর এত অপমান নয়নে দেখিল।।
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সূতের নন্দন।।
সাক্ষাতে সৈরন্ধ্রী দেবকন্যা-স্বরূপিণী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী।।
তবে ধর্ম্ম কহিছেন কঙ্ক নামধারী।
সৈরন্ধ্রী না কর খেদ, যাও অন্তঃপুরী।।
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পললোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে।।
দেখিতেছে গন্ধর্ব্বেরা তব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন।।
কালেতে কীচকে তারা দণ্ডিবে উচিত।
কীচক হইতে কিছু নাহি হও ভীত।।
দুঃখিনী সমান কেহ কান্দহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাও, কি দোষ রাজায়।।
কৃষ্ণা কহে, সভাসদ কহিলে প্রমাণ।
আত্মপাপে দুঃখ মোর কে করিবে আন।।
এত বলি দুই চক্ষু কেশেতে মুছিল।
কেশ বিঘর্ষণে কত শোণিত স্রাবিল। ।
ভর্ত্তৃ-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণা যান অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে নারী কেকয়-কুমারী।।
সুদেষ্ণার আগে দেবী কান্দিতে লাগিল।
শাঠ্যেতে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল।।
কে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ পাবে সেই দুষ্টমতি। ।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরন্ধ্রী-রূপিণী।
জানিয়া কপট কেন কর রাজরাণী।।
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃগৃহেতে পাঠালে।
কত বা কহিব তাহা, যত দুঃখ দিলে। ।
রাজাসহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি তব ভ্রাতা মারিল আমায়। ।
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিম্বা কালি যাবে যমের বসতি।।
আজি হৈতে ত্যজ আমা ভ্রাতার জীবন।
কর আয়োজন তার শ্রাদ্ধের কারণ।।
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পাঞ্চালী।
জলে প্রবেশিয়া সব ধুইল রক্ত ধূলী।।
পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ।
বিধানে দ্রৌপদী তাহা করিল তখন।।
পুনঃ পুনঃ কান্দে কৃষ্ণা নিজ দুঃখ স্মরি।
হেনমতে গেল তবে অর্দ্ধেক শর্ব্বরী।।
ক্ষুধা নিদ্রা নাহি, দেবী করে অনুমান।
এ দুঃখ সাগর হৈতে কে করিবে ত্রাণ।।
না পারিবে বৃকোদর বিনা অন্য জন।
চিন্তিয়া ভীমের পাশে করেন গমন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক বধের মন্ত্রণা

বিরাট রন্ধনগৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যায় বৃকোদর হয়ে অচেতন।।
সঙ্কেতে বলেন দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাও মৃতপ্রায়।।
হীনজন সাধ্যমত আপন ভার্য্যারে।
প্রাণপণে করি রক্ষা সঙ্কটেতে তারে।।
সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল।
সিংহের রমণী লৈতে শৃগাল ইচ্ছিল।।
চরণ চাপিতে ভীম হন জাগরিত।
দ্রৌপদী কাতর দেখি উঠেন ত্বরিত।।
কহ ভদ্রে, এত রাত্রে কেন আগমন।
দুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন বদন।।
যে কথা কহিতে আছে, শীঘ্র কহ মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে, যাহ নিজ ঘরে।।
ভীমবাক্য শুনি আরো বৃদ্ধি পায় দুঃখ।
নয়নে সলিল পড়ে, কৃষ্ণা অধোমুখ।।
ভীম বলে, কহ প্রিয়ে কি হেতু শোচন।
কি দুঃখ তোমার কহ করিব মোচন।।
এত শুনি সকরুণে বলেন পার্ষতী।
কি দুঃখ শোচন, যার যুধিষ্ঠির পতি।।
জানিয়া শুনিয়া কেন জিজ্ঞাসিছ মোরে।
আপনার দুঃখ কিবা বলিব তোমারে।।
হস্তিনায় দুঃশাসন যতেক করিল।
কুরুসভা মধ্যে সবে বসিয়া দেখিল।।
একবস্ত্রা পরিধানা আমি রজঃস্বলা।
কেশে ধরি আনিবেক করিয়া বিহ্বলা।।
তদন্তরে অরণ্যেতে দুষ্ট জয়দ্রথ।
বলে ধরি লয়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত।।
দ্বাদশ বৎসর বনে দুঃখে বঞ্চি শেষে।
মৎস্যদেশে সুদেষ্ণার দাসী হৈনু এসে।।
গোরোচনা চন্দনাদি ঘষি নিরন্তর।
দেখ দেখ কলঙ্কিত হৈল দুই কর।।
সে সব দুঃখের কথা নাহি করি মনে।
তোমা সবা দুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণে ক্ষণে।।
বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সবার সাক্ষাতে মোরে মারিলেক লাথি।।
এ ছার জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ।।
রাজকন্যা হয়ে মোর সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কেহ, না দেখি, না শুনি।।
আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে।।
গরল খাইব কিংবা প্রবেশিয়া জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে।।
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মোর ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয়।।
সৈরন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক্ মোর ছার প্রাণে, আর কিবা আশ।।
হস্ত-সুখে নরপতি দেবন খেলিল।
যাঁহার কর্ম্মেতে এত দুঃখ উপজিল।।
এমন করেছে কোন্ রাজা কোন্ দেশে।
সবান্ধবে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে।।
কোটি কোটি গজ বাজী গবী গৃহবাস।
সব ত্যজি এবে হৈল বিরাটের দাস।।

মূঢ় লোক থাকে যথা কর্ম্ম ধ্যান করি।
সেইমত বসি আছ, নিল সব অরি।।
নিরবধি সেবে দশ সহস্র সুন্দরী।
অতিথি সেবনে দশ সহস্রক নারী।।
যত অন্ধ, যত খঞ্জ আশ্রমেতে থাকে।
লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া থাকয়ে সম্মুখে।।
দুষ্ট দ্যূতে হরিলেক এতেক সম্পদ।
আজ বিরাটের দাস পেয়ে কঙ্কপদ।।
অতুল গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেক ত্রৈলোক্য বিজয়।।
ইন্দ্র জিনি করিলেক ঐলোক্য বিজয়।
দৈত্যে মারি নিষ্কন্টক কৈল দেবগণ।।
বজ্রঘাত ডাকে যার ধনুর নির্ঘোষে।
কন্যাগণ মধ্যে থাকে নপুংসক বেশে।।
মাথায় কিরীট যার সূর্য্যপ্রভা জিনি।
সে মস্তকে হের আজি লম্ববান বেণী।।
দ্রুপদের কন্যা, ধৃষ্টদুম্নের ভগিনী।
পঞ্চ স্বামী ভজি তবে হৈনু অনাথিনী।।
বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির।।
এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
নেত্রনীরে তিতিল কৃষ্ণার কলেবর।।
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি কান্দে বৃকোদর।
করপদ কাঁপে ঘন, কাঁপে ওষ্ঠাধর।।
ধিক্ মোর বাহুবল, ধিক্ ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট দেখি প্রাণ রয়।।
আমারে কি বল কৃষ্ণা, আমি কি করিব।
আত্মবশ হৈলে কেন এত দুঃখ পাব।।
যেখানে তোমারে দুষ্ট মারিলেক লাথি।
সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি।।
সভাসহ মারিতাম নৃপতি সহিতে।
কাহারে না রাখিতাম অন্যেরে কহিতে।।
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন।।
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল।
সে কারণে দুরাচার কীচক বাঁচিল।।
যুধিষ্ঠির বাখ্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরী।।
ইন্দ্রের অধিক সুখ শত্রুগণে দিয়ে।
এত দুঃখ হৈল শুধু তাঁর বাক্যে রয়ে।।
সভামধ্যে করিলেক যত দুঃশাসন।
মৃত্যু ইচ্ছা হয় তাহা করিলে স্মরণ।।
সে সকল অপমান বসি দেখিলাম।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা লাগি সব সহিলাম।।
ক্রন্দন সম্বর দেবি, দুঃখ হৈল ক্লেশ।
কহিলে যে, মোর সম দেখি ধরণী।।
তোমা হৈতে দুঃখ পাইয়াছে বহুতর।
কহিব সে সব কথা, অবধান কর।।
ছিলেন বৈদেহী সীতা জনক দুহিতা।
লক্ষ্মী অবতার হন রামের বনিতা।।
চৌদ্দ বর্ষ হেতু বনে গমন করিল।
ফল মূলাহার করি কষ্টেতে বঞ্চিল।।
অরণ্যে হরিয়া লয় দুষ্ট দশানন।
বহু কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জ্জন।।
অনাহারে ক্ষীণ তনু অস্থি-চর্ম্ম-সার।
নিত্য নিশাচরীগণ করিত প্রহার।।
এত কষ্ট সহিলেন জনক কুমারী।
সীতা উদ্ধারিলা রাম রাবণেরে মারি।।

www.bengaliebook.com

অগস্ত্যের ভার্য্যা, রূপে গুণে অনুপাম।
রাজার কুমারী হয়, লোপামুদ্রা নাম।।
তাঁহার যতেক কষ্ট, কহনে না যায়।
বল্মীক-মৃত্তিকা সব বেড়িলেক গায়।।
বহুকাল সেইরূপে কষ্টেতে রহিল।
এত কষ্ট সহি পুনঃ অগস্ত্যে পাইল।।
ভীমপুত্রী দময়ন্তী নলের গৃহিনী।
তাঁহার ঘতেক কষ্ট অদ্ভুত কাহিনী।।
মহাঘোর বনমাঝে ছাড়ি গেল পতি।
ক্রমে ক্রমে গেল পুনঃ বাপের বসতি।।
বহু কষ্ট সহি পুনঃ স্বামীরে পাইল।
কতেক কহিব দুঃখ, যতেক সহিল।।
তুমিও সেমত দুঃখ পাইলে অপার।
ক্ষমা কর অল্প দিন দুঃখ আছে আর।।
তের বর্ষ পূর্ণ হৈতে বিংশতি রজনী।
পুনরপি নিজদেশে হবে ঠাকুরাণী।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, শুন কর্ণ ভরি।।

কীচক বধ

কৃষ্ণা বলে, যা বলিলে সব আমি জানি।
আজি রক্ষা পেলে, পিছে হব ঠাকুরাণী।।
যদি তুমি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড।
লোকে কবে, সৈরন্ধ্রী যে কহিয়াছে ভণ্ড।।
আমি কহিয়াছি সর্ব্বলোকের গোচর।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।।
গন্ধর্ব্বের নাম শুনি করে উপহাস।
বলে, লক্ষ গন্ধর্ব্বেরে করিব বিনাশ।।
সকল শোভিল তার যতেক কহিল।
এত অপমান করি দণ্ড না পাইল।।
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে।।
সে বাক্য শুনিতে মোরে যেতে বল ঘরে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে।।
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।
জটাসুর বিনাশিয়া কৈলে প্রতিকার।।
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে, নাহি দেখি আন।।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে।
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে।।
তখনি বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মভয় করি ক্ষমা করে মহারাজ।।
এত শুনি চিন্তি ভীম বলিল বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন।।
এত বলি ক্রোধে ভীম কহেন তখন।
কীচকে অবশ্য আমি করিব নিধন।।
সময় করহ এক কিন্তু তার সনে।
উপায়ে মারিব, যেন কেহ নাহি জানে।।
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়ে।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ সময়।।
নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা, কেহ নাহি থাকে।।
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সে ঘরে পাঠাব দুষ্টে শমন-আগারে।।
ভীমের আশ্বাস পেয়ে সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন মুছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন।।

রজনী প্রভাত হৈল, কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা শীঘ্রগতি গেল।।
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজ সভাস্থলে।।
রাজ-বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি।
কি করিল মোরে বল বিরাট নৃপতি।।
মোর বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মোর, কাহার শকতি।।
ভজহ সৈরন্ধ্রী মোরে, ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ, দাস হৈনু তোর।।
কৃষ্ণা বলে, তব বশ হইলাম আমি।
আছয়ে গন্ধর্ব্ব কিন্তু মোর পঞ্চস্বামী।।
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ, যেন কেহ নাহি জানে।।
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার।।
এত শুনি দৃষ্টমতি হৈল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজগৃহে করিল গমন।।
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন অলংকার অঙ্গেতে ভূষিল।।
সৈরন্ধ্রী চিন্তা করি বিরহ-হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে।।
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায়, পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর।।
হেথা কৃষ্ণা বৃকোদরে কহে সমাচার।
রাত্রিতে আসিবে নৃত্যালযে দুষ্টাচার।।
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি।।
এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর আগে চলি গেল নৃত্যালয়।।
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝ।
মৃগ মারিবারে যথা সাজে মৃগরাজ।।
আনন্দিত চিত্ত হয়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া, সঙ্গে কারে না লইল।।
যথায় পুরুষ-সিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর।।
অনঙ্গ দহনে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
না বুঝিল, আছে যম পালঙ্কে বসিয়া।।
অতীব হরষেতে হইয়া পুলকিত।
হাসিয়া বলিছে অঙ্গে বৃকোদর কায়।
কামানলে দগ্ধ, বুঝে সৈরন্ধ্রীর প্রায়।।
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরী।
মোর রূপ গুণে বশ যত নর নারী।।
পূর্ব্বভাগ্যে গুণবতী পেলে তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে।।
ভীম বলে, বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল।।
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে কারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে।।
কিন্তু এক তাপ মোর জাগিতেছে মনে।
রাজসভামধ্যে মোরে মারিলে চরণে।।
বজ্রের সমান তব চরণ প্রহার।
বড় ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার।।
কমল অধিক মোর কোমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মোর হতেছে বাহির।।
মনোদুঃখে কিরুপেতে পাবে রতিসুখ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ।।
ক্ষমহ সে সব দোষ, ত্যাজ দুঃখ মন।

প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ।।
পদাঘাত দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে।।
এত বলি দুষ্টমতি মাথা দিল পাতি।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি।।
বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি।
তথাপি নাহিক বুঝে কীচক দুর্ম্মতি।।
যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল।
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক প্রভৃতি মারিল।।
একে একে তিনবার করিল প্রহার।
তথাপি নাহি জানে কীচক গোঁয়ার।।
ভীম বলে, আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে বিবাদ।
ঘুচাইব সৈরন্ধ্রীর পত্নীত্বের সাধ।।
ভীমবাক্য শুনি জন্মে কীচকের জ্ঞান।
লাফ দিয়ে উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান।।
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়।।
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীন।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন।।
তথাপি বিক্রমে ভীম হৈতে নহে ঊন।
পদাঘাত দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ।।
আঁচড়ে কামড়, মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি।।
কখন উপরে ভীম, কখন কীচকে।
শোণিত জর্জ্জের অঙ্গ, পদাঘাতে নখে।।
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতর।
এইমত যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহর।।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুতেজ ধরে ভীম।
তথাপি কীচক নহে সংগ্রামেতে হীন।।
পুনঃ পুনঃ উঠে দোঁহে করয়ে প্রহার।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার।।
বসন্ত সময়ে যেন হস্তিনী কারণ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ।।
ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন।।
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপি ধরে মদমত্ত মৃগে।।
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
এই মুখে কহ কটু সৈরন্ধ্রীর প্রতি।।
এত বলি সেই মুখে মারে বজ্রমুঠি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটী।।
এই চোখে সৈরন্ধ্রীরে করিলি দর্শন।
এত বলি বজ্রনখে উপাড়ে নয়ন।।
মহারোষে বক্ষদেশে মারিলেক লাথি।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুম্মতি।।
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় তার অঙ্গ যেন হৈল।।
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড-আকার।
হাসিয়া কৃষ্ণারে ডাকে পবন কুমার।।
অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি।।
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি।।
এত বলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন আসন।।
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন।
যুদ্ধশ্রান্ত হয়ে বীর করেন শয়ন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।

কাশীদাস কহে, সাধু শুনে কর্ণ ভরি।।

কীচকের ঊনশত ভ্রাতা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছন ও ভীমহস্তে তাহাদের নিধন

কীচক মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হয়ে।
সভাপাল প্রতি তবে বলিল ডাকিয়ে।।
মোরে যত দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
দণ্ড দিল গন্ধর্ব্বেরা, যারা মোর পতি।।
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্বেরা না মানে।
গন্ধর্ব্বে পারিবে কোথা মানুষ পরাণে।।
এত শুনি ধেয়ে আসে যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক।।
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ, কেহ বলে নয়।।
কোথা গেল হস্ত পদ, কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর।।
কেহ বলে, গন্ধর্ব্বেরা মারে এইমত।
বার্ত্তা পেয়ে ধেয়ে আসে ভ্রাতা ঊনশত।।
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতা মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ।।
এইমতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নিসংস্কার হেতু করিল বিচার।।
হেনকালে দ্রৌপদীরে দেখি সেইখানে।
দম্ভ করি দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমানে।।
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলিল বচন।
এই দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক নিধন।।
কেহ বলে, না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে, অসতীরে মারহ পরাণে।।
অগ্নিতে পোড়াও এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি।।
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র শব সহ লহ।
একবারে গিয়া নৃপতিরে জিজ্ঞাসহ।।
বিরাট নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
শোকে দুঃখে ক্ষোভে উচ্চে বিলাপে রাজন।।
কোথায় কীচক বীর মোর সেনাপতি।
তোমার বিহনে মোর হবে কোন্ গতি।।
সৈরন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।।
তার মুখ আর নাহি দেখিব কখন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন। ।
পোড়াহ কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল।।
আজ্ঞা পেয়ে দ্রৌপদীর বান্ধিল তখন।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন।।
তবে ত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায়।।
জয় বিজয় জয়ন্ত আর জয়ৎসেন।
জয়দ্বল নাম লয়ে উচ্চেতে ডাকেন।।
দুন্দুভির শব্দ যাঁর ধনুক টঙ্কার।
তিনলোকে শক্তিমান, নাহি শত্রু যার।।
তাঁর প্রিয়া বড় আমি, করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন।।
এইমত পুনঃ পুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি। ।

ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল।।
কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি শব্দ অনুসোরে যায়।।
একলাফে ডিঙ্গাইয়া গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর।।
না কান্দে সৈরন্ধ্রী দেবী, আসিল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মারিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব।।
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ডহস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর।।
সবে বলে, হের ভাই গন্ধর্ব্ব আসিল।
পলাহ পলাহ বলি, সবে রড় দিল।।
নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে। ।
আরে আরে দুষ্টাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে হেলন।।
এত বলি মারে বীর দীর্ঘ তরুবর।
এক ঘায়ে মারে ঊনশত সহোদর।।
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে। ।
ভীম বলে, দুঃখ নাহি ভাব গুণবতী।
তোমায় হিংসিয়া দুষ্ট লভিল দুর্গতি।।
আজ্ঞা কর, যাব আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে।।
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর।।
রজনী প্রভাতে হৈল, আসে সর্ব্বজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ।।
কীচকে দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বে হাতে সব হইল নিধন। ।
সবে মারি সৈরন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
সৈরন্ধ্রী পুনশ্চ আসি পুরে প্রবেশিল।।
মৎস্যদেশের আর নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার।।
মনোরমা নারী হয় পরমা সুন্দরী।
হেরিলে গন্ধর্ব্ব তারে চলে যাবে মারি।।
শীঘ্র করব নরপতি ইথে প্রতিকার।
হেথা হৈতে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার।।
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হৈল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল।।
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীকে বলিল।
সৈরন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি ঘটিল।।
এখন যেথায় হৈতে যায় যেই মতে।
মোরে নাম নাহি লবে, কহিবে সম্প্রীতে।।
এতদিন ছিলে তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছায় করহ গমন।।
তোমা হৈতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর, শীঘ্র হও আগুসার। ।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণে ত্রাণ পায় যত নর।।

দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের ভয়

বন্ধন হইতে মুক্ত কৈল বৃকোদর।
স্নানান্তে দ্রৌপদী যান আপনার ঘর।।
চতুর্দ্দিকে আছিল যতেক লোকজন।
কৃষ্ণারে দেখিয়া ভয়ে পলায় তখন।।

সিংহে দেখি যথা অজা ধায় দড়বড়ি।
একের উপরে ভয়ে কেহ যায় পড়ি।।
প্রাচীন অথর্ব্ব লোক যাইতে নারিল।
অধোমুখে ভুমি ধরি বস্ত্রে আচ্ছাদিল।।
সবে বলে, কেহ নাহি চাও উহা পানে।
এখনি গন্ধর্ব্ব-হাতে মরিবে পরাণে।।
এত বলি সব লোক করে কানাকানি।
হেথায় রন্ধনগৃহে গেল যাজ্ঞসেনী।।
দাণ্ডাইয়া ছিল তথা বীর বৃকোদর।
প্রণাম করিল দেবী যুড়ি দুই কর।।
গন্ধর্ব্ব রাজার পায়ে মম নমস্কার।
যে মোরে সঙ্কট হৈতে করিল নিস্তার।।
ভীম বলে, যেই জন আশ্রিত যাহার।
অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতিকার।।
তথা হৈতে নৃত্যশালা করিল গমন।
সৈরন্ধ্রীরে নিরখিয়া বলে কন্যাগণ।।
ভাল হৈল সবান্ধব মরিল দুর্ম্মতি।
যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।।
পার্থ বলিলেন, কহ অদ্ভুত কথন।
কিমতে গন্ধর্ব্ব কৈল কীচকে নিধন।।
কৃষ্ণা বলে, কি জানিবে ওহে বৃহন্নলা।
অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে কর খেলা।।
কিমতে জানিবে দুঃখ যতেক আমার।
হাসি হাসি জিজ্ঞাসিছ, কি বলিব আর।।
তথা হতে গেল সুদেষ্ণার অন্তঃপুরী।
কৃষ্ণারে দেখিয়া সব পলাইল নারী।।
দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়ে।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী ডুবিল বিস্ময়ে।।
সহসা সুদেষ্ণা আসি নৃপ-পাটরাণী।
বিনয়পূর্ব্বক সৈরন্ধ্রীরে বলে বাণী।।
হেথা হৈতে বাছা তুমি করহ গমন।
যথা আছে গন্ধর্ব্বেরা তব পতিগণ।।
নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে।
কালরূপী জানি তোমা সর্ব্বলোকে ডরে।।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ।।
এখন ক্ষমহ মোরে, করি পরিহার।
যথা ইচ্ছা তথাকারে কর আগুসার।।
দ্রৌপদী বলিল, দেবী কর অবধান।
তের দিন পরে আমি যাব জিন স্থান।।
তোমাতে গন্ধর্ব্বগণ বড় প্রীত হবে।
তের দিন উপরান্তে মোরে লবে যাবে।।
আমা হৈতে যত কষ্ট হইল তোমার।
ততেক সন্তোষ আমি করিব অপার।।
মরিল আপন দোষে কীচক দুর্ম্মতি।
বিনাদোষে কাহার না হিংসে মোর পতি।।
দেব-দ্বিজগণ প্রিয়, ভকতবৎসল।
নাহি করে তারা ধার্ম্মিকের অমঙ্গল।।
এখানে দেখিবে সেই মোর স্বামিগণে।
দেব দ্বিজগণ ভক্ত, বড় প্রিয় রণে।।
সুদেষ্ণা বলিল, দেখ দেখিয়া তোমারে।
নারী দূরে থাক, পুরুষ পলায় ডরে।।
তের দিন তুমি যদি থাকিবে হেথায়।
সত্য করি এক কথা কহ গো আমায়।।
স্বামী পুত্র ডরে মোর, রহিল বাহিরে।
অভয় করিলে সবে আসিবেক ঘরে।।
সবান্ধবে লইলাম তোমার শরণ।
গন্ধর্ব্বের ভয়ে তুমি করহ রক্ষণ।।

অভয় করিল কৃষ্ণা সৃদেষ্ণার বোলে।
এইমতে তথা কৃষ্ণা বঞ্চে কুতূহলে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি।।
রহস্য বিরাটপর্ব্ব কীচকের বধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজ চরণ-প্রসাদে।।

পাণ্ডবদিগের অন্বেয়ণার্থ দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরেতে তথা রাজা দুর্য্যোধন।।
লক্ষ লক্ষ চরগণে পাঠান ত্বরিত।
পাণ্ডবের অন্বেয়ণে যায় চতুর্ভিত।।
দুর্য্যোধন বলে, যেই পাণ্ডবে দেখিভে।
পাণ্ডবে দেখেছি বলি যে আসি বলিবে।।
ধন জন রাজ্য দিব,বহুত ভাণ্ডার।
রাজ্যভোগ ভুঞ্জিবেক সহিত আমার।।
এত বলি দূতগণে দিল বহু ধন।
পাঠাইল অষ্টদিকে লক্ষ লক্ষ জন।।
এক বর্ষ পাণ্ডবেরে খুঁজে সর্ব্বজন।
ভ্রমিয়া সকল দেশ আসে দূতগণ।।
নমস্কার করি নৃপে করযোড়ে কয়।
বহু খুঁজিলাম রাজা পাণ্ডুর তনয়।।
গ্রাম দেশ নগরাদি যত জনপদ।
তড়াগ নির্ঝর নদ নদী আর হ্রদ।।
পর্ব্বত কানন বৃক্ষ লতার ভিতর।
গহ্বর কন্দর গুহা অরণ্য সাগর।।
মুনিমধ্যে মুনি হই ব্যাধমধ্যে ব্যাধ।
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র মধ্যে না গণি প্রমাদ।।
রাজগৃহে ধরিলাম সারথির বেশ।
উদাসীন হয়ে ভ্রমিলাম সর্ব্বদেশ।।
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী দ্বারকা নগর।
ভ্রমিলাম চারি স্থানে গিয়া ঘর ঘর।।
কোথাও না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন।
জীয়ন্তে থাকিলে হৈত অবশ্য দর্শন।।
জীবিত যদ্যপি থাকে, আছে সিন্ধুপার।
কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে নাহি তারা আর।।
নিশ্চয় নৃপতি এই কহিনু তোমায়।
যদি আজ্ঞা হয়, তবে যাই পুনরায়।।
এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল।
দক্ষিণের দূত হবে কহিতে লাগিল।।
অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ।
এক দিন ছিনু মোরা মৎস্যদেশ মাঝ।।
বিরাট শ্যালক জান কেকয়-কুমার।
কীচক নামেতে সহোদর শত তার।।
স্ত্রীর হেতু শত ভায়ে গন্ধর্ব্বে মারিল।
ত্রিগর্ত্তের রাজ্য যেই বলে লয়েছিল।।
দেখিনু শুনিনু যথা কহি মহারাজ।
আজ্ঞা কর, এবে মোরা করি কোন্ কাজ।।
চরগণ-বচনান্তে কহে দুর্য্যোধন।
আমার যে বাঞ্ছা, তাহা শুন সর্ব্বজন।।
ত্রয়োদশ বৎসর হৈল আসি শেষ।
আসিবে পাণ্ডবগণ পেয়ে বহু ক্লেশ।।
ক্রোধে মহাভয় দেখাইবে কুরুগণে।
ইহার উপায় এক লইতেছে মনে।।
পুনর্ব্বার চরগণ যাক খুঁজিবারে।
বহু ধন পাবে যদি দেখে পাণ্ডবেরে।।

শুনিয়া বলিছে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
এ সকল থাক, যাক্ অন্য চরগণ।।
ছদ্মবেশে যাক্, যেই হয় বিচক্ষণ।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি যেই অনুগত জন।।
দুঃশাসন বলে, ভাল কহ মহামতি।
পুনরপি দূতগণ যাক্ শীঘ্রগতি।।
পশুগণে ঘ্রাণে জানে বেদে দ্বিজবরে।
অন্য জন দৃষ্টে জানে, রাজা জানে চরে।।
ইহা বিনা অন্য কর্ম্ম নাহিক রাজন।
আপন হিতের চর যাউক এখন।।
মরিলে তথাপি বার্ত্তা চাহি জানিবারে।
ব্যাঘ্রে সিংহে মারিল কি অরণ্য ভিতরে।।
অনাহারে কষ্টে ভীমসেন কি মরিল।
তাহার মরণ-শোকে সবে প্রাণ দিল।।
নিরন্তর বৃকোদর রাক্ষসেতে বাদী।
যার তার সহ দ্বন্দ্ব করে নিরবধি।।
বেড়িয়া রাক্ষস কিবা মারিল পাণ্ডবে।
নিশ্চয় মরিল তারা, চরে কোথা পাবে।।
এত শুনি বলিলেন, দ্রোণ মহামতি।
কুরু-পাণ্ডবের গুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি।।
এরূপে পাণ্ডব যদি হইবে নিধন।
তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসের কারণ।।
অশক্ত অরণ্য মধ্যে ধর্ম্ম বলবান।
ধর্ম্ম যার আছে, তার সর্ব্বত্র কল্যাণ।।
পাণ্ডুপুত্রে পরাভব করিবেক রণে।
তিনলোক মধ্যে হেন না দেখি নয়নে।।
শুচি সত্যবাদী কৃতকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়।
ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু-দেব-দ্বিজ প্রিয়।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
আর চারি সহোদর অনুগত তার।।
তাহার আপনদ হবে, নাহি দেখি আমি।
ছদ্মবেশে আছে তারা কাল অনুক্রমি।।
যে বিচার করিতেছ, করহ ত্বরিত।
পুনশ্চ যাউক চরগণ চতুর্ভিত।।
দ্রোণের বচন শুনি কহে ভীষ্মবীর।
সজল জলদ তুল্য বচন গম্ভীর।।
অকারণে চরেরে পাঠাবে আরবার।
ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার।।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজ হবে, সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
সত্যবৃত্তি তপঃপর হবে যেই জনে।।
সেই সে চিনিতে পারে পাণ্ডপুত্রগণে।
মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে।।
তের বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করিল।
তার ফল ফলিবারে সময় হইল।।
যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন।
তার চিহ্ন কহি এবে, শুন চরগণ।।
না ব্যাধি, না দুঃখ শোক, যে দেশের জনে।
দুষ্টের নিগ্রহ, শিষ্ট পালন যতনে।।
দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর।
সেই দেশে থাকিবেক রাজা যুধিষ্ঠির।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যথায় থাকিবে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু তথায় বহিবে।।
উত্তম হইবে শস্য মেঘের পালন।
বহু ক্ষীরবতী হৈবে যত গবীগণ।।
শরীরে জন্মায়ে ব্যাধি, সে করে বিপদ।
বন্ধু হয়ে হিত করে বনের ঔষধ।।
পর হয়ে বন্ধু হয়, যদি হিত করে।
জ্ঞাতি হয়ে শত্রু হয়, অধর্ম্ম আচরে।।

সেইমত দেখি দুর্য্যোধনের আচার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার। ।
আমার এতেক বলা নাহি প্রয়োজন।
সমান আমার কুরু পাণ্ডুর নন্দন।।
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ।
শীঘ্রই নিকটে আসিবেক পঞ্চ জন।।
ত্রয়োদশ বর্ষ এই হৈল আসি শেষ।
নিজ রাজ্যে না আসিয়া যাবে কোন্ দেশ।।
আসি মহাভয় দেখাইবে সর্ব্বজনে।
যেরূপে বাহির কৈলে, সবে জানে মনে।।
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, বেদের বচন।।
ভীষ্মনীতি বুঝিয়া সাধহ হিতকার্য্য।।
দ্রোণ ভীষ্ম যে কহিল, নাহি হবে আন।
গুপ্তবেশে রহিয়াছে পাণ্ডব ধীমান।।
হইল সময় শেষ, কাল দেখা দিল।
আপায় করহ শীঘ্র, কর্ণ যা কহিল।।
চরগণে খুঁজিতে পাঠাও দেশাদেশ।
হেথায় করহ শীঘ্র সৈন্য সমাবেশ।।
ভাণ্ডারের ধন দেখ, দেখ নিজ বল।
পরাপর প্রীতি কর নৃপতি সকল।।
তোমার অহিত কভু পাণ্ডুপুত্র নয়।
এক এক পাণ্ডব যে ইন্দ্রে করে জয়।।
শরদ্বান্-মুনিপুত্র কহি নিবর্ত্তিল।
সভাতে সুশর্ম্মা রাজা বসিয়া আছিল।।
কহিব বলিয়া পূর্ব্বে বিচারিয়া ছিল।
কর্ণ বীর কৈল, তাই কহিতে নারিল। ।
সভায় কহিল এবে ত্রিগর্ত্ত রাজন।
মোর এক নিবেদন, শুন সভাজন।।
বিরাটের সেনাপতি কীচক প্রবল।
সসৈন্যে আসিয়া মম রাজ্য আক্রমিল।।
বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল।
কীচক মরিল এবে হইল মঙ্গল।।
সবান্ধবে মোরে জিনি করেছিল গর্ব্ব।
এখন শুনি যে তারে মারিল গন্ধর্ব্ব।।
কীচক মরিল যবে, হৈল বড় কার্য্য।
বিরাটে বান্ধিয়া এবে লব নিজ রাজ্য।।
ধন রত্ন পূর্ণ, তার গবী অপ্রমিত।
এ সময়ে তাতে তব হবে বড় হিত।।
হীনবীর্য্য বিরাটেরে জিনিব কৌতুকে।
বিচারে আইসে যাহা, আজ্ঞা দেহ মোকে।।
কর্ণ বলে, ভাল বলে সুশর্ম্মা নৃপতি।
মৎস্যদেশে যাব, সৈন্য সাজ শীঘ্রগতি।।
পাণ্ডবের হেতু চিন্তা কর অকারণ।
কোথায় মরিয়া গেল বৃথা অন্বেষণ।।
জীয়ন্তে থাকিলে তবে,আসিবে হেথায়।
ধনহীন বন্ধুহীন ক্লেশে ক্লিষ্ট কায়।।
মম বল বীর্য্য তারা ভালমতে জানে।
পুনঃ হেথা পাণ্ডব না আসিবে কখনে।।
এক্ষণে চলহ সবে, যাব মৎস্যরাজ্য।
ধন রত্ন পাব বহু, হবে বড় কার্য্য।।
কর্ণের বচন শুনি বলেন বিদুর।
নিশ্চয় সবার চিত্ত যেতে মৎস্যপুর।।
সবাকার মন হৈল নিষেধিতে দোষে।
রত্ন গাভী উপার্জ্জন হ বড় ক্লেশে।।
কহিলেক চর মৎস্যদেশ-সমাচার।
দুর্জ্জয় কীচক গেল স্ত্রীর হেতু মার।।
অদ্যাপি নাহি দেখি, নাহি শুনি কানে।

গন্ধর্ব্ব নিবাস করে মনুষ্য ভবনে।।
গন্ধের্ব্বর স্ত্রীর সহ কীচকের কথা।
অনুমানে বুঝিতেছি সকল বারতা।।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য, যাইবে নিশ্চয়।
গন্ধর্ব্ব সহিত যেন বিবাদ না হয়।।
বিদুর বচন শুনি হাসে দুর্য্যোধন।
শক্তিমত কহে যুক্তি যাহার যেমন।।
যত শক্তি আপনার, ততেক মন্ত্রণা।
না বুঝি আমার শত্রু আছে কোন্ জনা।।
গন্ধর্ব্ব কি গণি, যদি আসে দেবগণ।
ইন্দ্রসহ সাজি আসে তিন ভুবন।।
কার শক্তি আসি মোর সম্মুখীন হয়।
তোমারে না ডাকি সঙ্গে, কেন কর ভয়।।
এত বলি সৈন্যে আজ্ঞা দিল কুরুপতি।
চতুরঙ্গ দল সজ্জা কর শীঘ্রগতি।।
সুশর্ম্মা নৃপতি যাক পুনঃ কহে আগে।
আপনার রাজ্য গিয়া নিক যাম্যভাগে।।
সৈন্য সহ যাব আমি করিবারে রণ।
শূন্যরাজ্যে গিয়া আমি হরিব গোধন।।
একদিন আগে যাও সুশর্ম্মা রাজন।
পশ্চাৎ সসৈন্যে আমি করিব গমন।।

নিজ রাজ্যে সুশর্ম্মা যাত্রা ও বিরাটের দক্ষিণ গো-গৃহ আক্রমণ

দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি।।
আষাঢ়ের সিতপক্ষে পঞ্চশী দিবসে।
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে।।
শঙ্খ ভেরী আদি করি নানা বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজে।।
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধনে, আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি।।
হয় হস্তী গবী আর নানা রত্ন ধন।
লুঠিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব জন।।
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন।।
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি।।
সকল মজিল মৎস্যদেশে নৃপবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর।।
রক্ষা করিবেক রাজা যদি আছে মন।
বিলম্ব না কর, শীগ্র চলহ রাজন।।
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ সেনা লজ্জা করে শীঘ্রগতি।।
শতানীক মদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর।।
পাত্রমিত্রগণ যোদ্ধা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে, সৈন্য কোলাহল।।
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারি জন প্রতি।।
শ্রীকঙ্ক বল্লব অশ্বপাল ও গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল।।
দেবতার প্রায় সব দেখি সে সাক্ষাতে।
অবশ্য যুদ্ধের কার্য্য হবে সবা হৈতে।।
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল, কবচ উত্তম।।

পরিলা উত্তম বাস অতি মনোহর।
শরতে উদয় যেন হৈল শশধর।।
সাজিয়া পাণ্ডব রথে করে আরোহ।
স্বর্গ হৈতে আসে যেন দিকপালগণ।।
চলিল বিরাট রাজা মীনধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে।।
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতী।।
পদধূলি ঢালিলেক দেব দিবাকরে।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপুরে।।
শূণ্য হৈতে পক্ষিগণ ভূমিতে পড়িল।
হেনমতে দুই সৈন্যে ক্রমে দেখা হৈল।।
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহী, অশ্বারোহী, পত্তি পত্তি যুঝে।।
মল্লে মল্লে, গজে গজে, ধানুকী ধানুকী।
খড়্গে খড়্গে, শূলে শূলে, তবকী তবকী।।
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যথা দেবাসুরে হইল সমর।।
সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুর নির্ঘোষ ঘন, শঙ্খের নিঃস্বন।।
বিবিধ বাদ্যের শব্দ, কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সব, আচ্ছাদিল ধূলি।।
বাণের আগুন মাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রে যেন খদ্যোত উজলে।।
শেল শূল ভল্ল চক্র মুষল মুদগর।
পরশু পট্টিশ জাঠি ভিন্দিপাল শর।।
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল, রক্তে বহে নদী।।
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি।।
সব্য হস্ত খড়্গ সহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কার গড়াগড়ি বুলে।।
পর্ব্বত-আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল দুভিতে সৈন্য অনেক দলিয়া।।
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে, একই সোসর।।
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমিষে।।
মদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারে সৈন্য বিরাট নৃপতি।।
বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল।।
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর।
চারি অশ্বে চারি, দুই সারথী উপর।।
রথধ্বজে দুই, দুই সুশর্ম্মা উপরে।
সুশর্ম্মা কাটিয়া অস্ত্র ফেলে কত দূরে।।
পঞ্চদশ বাণ মারে বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর।।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি ক্রোধগতি।
লাফ দিয়া ভূমিতলে নামে শীঘ্রগতি।।
হাতে গদা লৈয়া বীর ধায় বায়ুবেগে।
সিংহ যথা ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে।।
চারি অশ্ব বিনাশিল মারি গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি।।
জীবগ্রাহ করিয়া বিরাট নৃপবরে।
ত্বরা করি তুলি লয় নিজ রথোপরে।।
রাজা বন্দী হৈল, সৈন্য হৈল ভঙ্গীয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলাইল লয়ে নিজ প্রাণ।।

বড় বড় যোদ্ধাধন ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায় রথ পলায় সত্বর।।
ঊর্দ্ধলেজ মত্তগজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায়।।
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য, কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট কুমার।।
রণজয় করি পরে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
বিরাটে লইয়া তবে চলে হৃষ্টমতি।।
জয়ধ্বনি বাদ্যধ্বনি হয় অনুক্ষণ।
মৎস্যরাজ সৈন্যমধ্যে উঠিল রোদন।।
সন্ধ্যাকাল হৈল, সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেল।
কাহারে না দেখি, কেবা কোথায় রহিল।।
দেখিয়া কহেন ভীম ধর্ম্ম নরবর।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ, ভাই বৃকোদর।।
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বর্ষেক অজ্ঞাতে গৃহে করিনু বসতি।।
যার যে কামনা মত পাইনু যে স্থান।
তাঁহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমান।।
দাণ্ডাইয়া দেখ ইহা, নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
বিশেষ আমার এই অনুগত কর্ম্ম।।
শীঘ্র কর বিরাটের বন্ধন মোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন।।
এত শুনি বলে ভীম যোড় করি পাণি।
পালিব তোমার আজ্ঞা, ওহে নৃপমণি।।
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া।।
এই যে দেখহ শাল সুদীর্ঘ বিস্তার।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার।।
ওই বৃক্ষাঘাতে আমি বধিব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের দল।।
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির।।
হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হৈবে উপাড়িলে বৃক্ষবর।।
অজ্ঞাত বৎসর যদি পূর্ণ নাহি হয়।
ততদিন হেন কর্ম্ম শোভা নাহি পায়।।
মানব ধনুক অস্ত্র লয়ে কর রণ।
মানুষের মত কর রথে আরোহণ।।
দু-পাশে থাকুক তব দুই সহোদর।
শীঘ্র আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর।।
আমিহ তোমার পাশে সর্ব্বসৈন্য লয়ে।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়ে।।
ভীম বলে, নরপতি ইহা কেন কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটেরে আনি দিব, লহ।।
আপনি করিবে শ্রম কিসের কারণ।
ত্রিগর্ত্ত সহিত করি সমর বিষম।।
কোন্ হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লব আর বহু সৈন্যগণ।।
বৃক্ষ নিতে নিষেধিলে, বৃক্ষ নাহি লব।
রিক্তহস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব।।
তৃণ হেন গণি আমি ত্রিগর্ত্ত রাজনে।
সৈন্য সাথী অস্ত্র লৈব কিবা প্রয়োজনে।।
এত বলি বৃকোদর ধায় শীঘ্রগতি।
চলিতে চরণভরে কম্পে বসুমতী।।
রজনী সম্মুখ হৈল, ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম, বলে মার মার।।
মহাভারতের কথা পুণ্যের কথন।
রচেন ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।।

www.bengaliebook.com

ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মোচন

হেথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া।
কৃষ্ণানামে নদীতীরে উত্তরলি গিয়া।।
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় আকুল।
রন্ধন ভোজন করে নদীর দুকূল।।
বসন-গৃহেতে কেহ করিল শয়ন।
কেহ স্নানে, কেহ পানে আসন ভোজন।।
বিরাটে করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে।।
কোথায় শ্যালক তব বিরাট নৃপতি।
যার ভুজবলে ভোগ কৈলি মোর ক্ষিতি।।
ভাগ্যবলে শ্যালকেরে পেয়েছিলে তুমি।
যার তেজে কাড়িয়া লইয়া মোর ভূমি।।
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায়।।
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে।।
কেহ বলে, ইহারে না রাখ এক দণ্ড।
কেহ বলে, খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড।।
কেহ বলে, নিগড়েতে করহ বন্ধন।
দুর্য্যোধন আগে লয়ে করিব নিধন।।
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্ব জন।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন।।
দুই ভিতে বৃক্ষে ভাঙ্গে, শুনি মড় মড়।
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়।।
মার মার শব্দ করি, আসি উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য হৈল মহাভীত।।
কেহ বলে, রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হিমগিরি শৃঙ্গ সম ভীম কলেবর।।
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ ধায় সবে করি ঘোর নাদ।।
শীঘ্রগতি হস্তী পৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল যে হস্তী যূথ যূথ।।
রথিগণ রথ সাজি আরূঢ় হইয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া।।
শেল শূল শক্তি জাঠি ভূষণ্ডী তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর।।
মহাবল ভীমসেন ভীম-পরাক্রম।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম।।
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ড শুণ্ডে বুলাইয়া।
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া।।
রথধ্বজ ধরি বীর মারে রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একেবারে।।
অশ্বগণ ধরি বীর মারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে।।
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব হস্তী পত্তি পড়ে লাখে লাখে।।
পলায় সকল সৈন্য, পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যথা শৃগাল পলায়।।
পলাহ পলাহ বলি, হৈল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্যে, এইমাত্র শুনি।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাহ সত্বরে।।
আচম্বিতে সৈন্যমধ্যে আসে একজন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা, না জানি কারণ।।

মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর, যেন হিমালয় শৃঙ্গ।।
মারিল অনেক সৈন্য, যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি, ঘন ঘন ডাকে।।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যে হয় বিচার।
তার আগে পড়িল না দেখি রক্ষা কার।।
কত সৈন্য পড়িয়াছে নাহি তার অন্ত।
নাহি জানি হেথা আছে এমন দুরন্ত।।
পলাহ নৃপতি শীঘ্র প্রাণ বড় ধন।
ওই দেখ আসিতেছে ভীষণ-দর্শন।।
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাকায়।।
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর।।
পলাইল সর্ব্বসৈন্য, রাজা মাত্র আছে।
ভয়েতে বিহ্বল হৈল ভীমে দেখি কাছে।।
শীঘ্রগতি উঠি রাজা ভয়ে রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল।।
দৃঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে।।
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় বীর ভয়ঙ্কর বেশে।।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায়।।
কেশ আকর্ষণে দোঁহে ছিল অচেতন।
কতক্ষণে সচেতন হয় দুই জন।।
মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্ত চিত্তে কহে সে বিপদে।।
কহ ভট্ট কঙ্ক, ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোঁহে ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায়।।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি, পশিব সৈন্যেতে।।
পুনর্ব্বর আসি যদি গন্ধর্ব্বেতে ধরে।
এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে।।
ধর্ম্ম বলিলেন, ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি।।
সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি।
শত্রু হৈতে তোমাকে যে দিল মুক্ত করি।।
গন্ধর্ব্বের ভয় নাহি করিও কখন।
কার্য্য করি নিজস্থানে করিল গমন।।
সুশর্ম্মার ডাকি তবে কহে ধর্ম্মরায়।
হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায়।।
কীচক মরিল, বলি পাইলে ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা।।
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে প্রাণ পেলে তার স্থানে।।
আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ, ছাড় শীঘ্রগতি।।
সংগ্রামে হারিয়া তবে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
ভগ্নসৈন্য নিরুৎসাহ অতি দীনমতি।।
সৈন্যগণ পলাইল একামাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা, যদি মনে ইচ্ছে।।
বিরাটী কহিল, যাহা তব অনুমতি।
যাউক আপন রাজ্যে সুশর্ম্মা নৃপতি।।
দিব্য রথ দিল এক করিয়া সাজন।
সুশর্ম্মা চড়িয়া তাহে করিল গমন।।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা যাক্ শীঘ্রগতি।।

তোমারে শুনিলে বন্দী রাজ্যে হবে ভয়।
রাণীগণ দুঃখী হবে, ভাল কর্ম্ম নয়।।
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দিউক অন্দরে।
বিজয় ঘোষণা হোক রাজ্যের ভিতরে।।
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দেন মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

উত্তর গো-গৃহে কুরুসৈন্য কর্ত্তৃক গো- হরণ

হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন।।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজ বাজী চতুরঙ্গ দল।।
বেড়িল আসিয়া মৎস্যরাজের গোধন।
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ।।
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধনেরে দিল চালাইয়া।।
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্যরাজার ভবনে।।
উত্তর নামেতে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার।।
অবধান মহাশয় বিরাট-নন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ।।
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সবে যেতেছে লইয়া।।
শীঘ্রগতি উঠি রথে করি আরোহণ।
কুরুগণে জিনি নিজ রাখহ গোধন।।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশ রক্ষা হেতু রাখিলেক তাত।।
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন্ জনা।
তৃণসম মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা।।
উঠ শীঘ্র, বসিলে না হবে কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য।।
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যথা রাখে সুরপুর।
সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর।।
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাট পুত্র উত্তর করিল।।
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়।
রাজ্যরক্ষা হেতু তাত রাখিল আমায়।।
এক গুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে, নাহিক পদাতি।।
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি।।
মৃগগণে একা যথা মারয়ে কেশরী।
দৈত্যগণে দলে যথা একা বজ্রধারী।।
সেইমত দলি আমি কুরুসৈন্যগণ।
এইক্ষনে ফিরাতাম আপন গোধন।।
রাজ্য মম বীর শূন্য জানিলেক মনে।
দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া না জানে।।
জনৈক সারথি যদি মম যোগ্য হয়।
এক রথে করিব সে কুরু পরাজয়।।
ধনঞ্জয় বীর যথা দলি দেবগণ।
একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব দাহন।।
পার্থসম বীরকর্ম্ম আজি সে করিব।
একেশ্বর সর্ব্বসৈন্য নিমিষে মারিব।।

স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল।।
রাখিব বিরাট লক্ষ্মী বিচারিলা মনে।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা অর্জ্জুনের স্থানে।।
নৃত্যশালে পার্থ সহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তাঁরে বলেন বচন।।
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরু-সৈন্যগণ।।
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট গবী কুরুগণে জিনি।।
অর্জ্জুন বলেন, দেবি কিমতে এ হয়।
যত দিন ধর্ম্মরাজ, অনুমতি নয়।।
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ।।
দ্রৌপদী কহিল, গবী কুরুগণে নিলে।
অধর্ম্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে।।
বিরাট নৃপতি হন বহু উপকারী।
উপকারী জনে আমি হইলাম বৈরী।।
সহায় বলিষ্ঠ তাঁর কীচক মরিল।
তোমা সবে দিয়া স্থান বিপাকে মজিল।।
এত শুনি ধনঞ্জয় করে অঙ্গীকার।
রাখিব বিরাট ধেনু বাক্যেতে তোমার।।
প্রকাশ করিয়া গিয়া জানাহ উত্তরে।
সারথি করিয়া মোরে যুদ্ধে যেন বরে।।
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে গেলা যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইলা উত্তরা ভগিনী।।
ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাট-নন্দিনী।
শুন ভাই কহিল সৈরন্ধ্রী সুবদনী।।
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সে কারণে হেথা মোরে পাঠায় ত্বরিত।।
নর্ত্তকী যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার।।
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা সারথি যে ছিল সেই কালে।।
সৈরন্ধ্রী পাণ্ডবগৃহে আছিল যখন।
বৃহন্নলা পরাক্রম দেখেছে তখন।।
বৃহন্নলা সহায়েতে ধনঞ্জয় বীর।
এক রথে শাসিলেন নৃপ পৃথিবীর।।
আজ্ঞা যদি হয় ভাই, লয় তব মন।
সারথি করিয়া বৃহন্নলা কর রণ।।
উত্তর বলিল, তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইল যোগ্য যাইব সমরে।।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বচনেতে চলে নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকতা।।
রূপেতে কমলা সমা কমলগামিনী।
আনন্দিতা সিংহমধ্যা মরালগামিনী।।
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাটপুত্রী করিল উত্তর।।
মোর পিতৃ-গোধনেরে হরে কুরুগণে।
জানিয়া রক্ষার্থে মোর ভাই যাবে রণে।।
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার।
সৈরন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার।।
অবশ্য তথায় তুমি করিবে গমন।
আনহ গোধন তুমি জিনি কুরুগণ।।
না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন।
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করেন গমন।।
উত্তরা সহিত যান যথায় উত্তর।
বৃহন্নলায় উত্তর করিল সত্বর।।

www.bengaliebook.com

পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলে সারথি।
তোমার সাহায্যে জিনিলেক সুরপতি।।
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে।।
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ।।
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমা সম কেহ নহে সৈরন্ধ্রী কহিল।।
এ হেতু তোমারে আমি আনিনু ডাকায়ে।
চল শীঘ্র, গবী আনি কৌরবে জিনিয়ে।।
অর্জ্জুন বলেন, আমি এ সব না জানি।
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি।।
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাট নন্দন।।
নর্ত্তনে গায়নে তুমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
সৈরন্ধ্রীর মুখে তব গুণ হৈল খ্যাত।।
সৈরন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ শ্রীঘ্র মোর রথে কর আরোহণ।।
অর্জ্জুন বলেন, মানি তোমার বচন।
সারথি নহি যে, তবু করিব গমন।।
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা যাই শত্রু যদি হয় যম সম।।
না জিনিয়া বাহুড়ি না আসে মম রথ।
সর্ব্বথা প্রতিজ্ঞা মম জানিবে এমত।।
স্ত্রীগণের আগে তুমি যা কিছু বলিলে।
রথ না বাহুড়ে মম, তাহা না কহিলে।।
যথায় কহিবে, রথ তথাকারে লব।
রথসজ্জা দেহ, রথ সাজন করিব।।
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মোর মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ।।
এত বলি গলা হৈতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাই বৃহন্নলা।।
রাজপুত্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হৈলেন লজ্জিত।।
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময়।।
বীরবেশে বীরসজ্জা করি রাজসুত।
রথে আরোহণ করে অশ্বগণযুত।।
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল।।
বৃহন্নলা প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ।
শুনহ বৃহন্নলা আমাদের বচন।।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হৈতে আনিবে বসন।।
পুত্তলী খেলিব মোরা যত কন্যাগণ।
মোদের এ বাক্য তুমি রাখিও স্মরণ।।
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর।।
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথমধ্যে বসেন ত্বরিত।।
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন।।
খাণ্ডব দাহনে যথা জিনি পুরন্দরে।
সহায় ইয়া জয় দিলে পার্থ বীরে।।
সেমত ত্বরায় জিনি যত কুরুগণে।
উত্তর কুমারে লয়ে আসিবে কল্যাণে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন সহ উত্তরের গমন

উত্তর কহেন তবে ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ শীঘ্রগতি।।
যথায় কৌরব-সৈন্য, করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ।।
এত গর্ব্বী হৈল সবে, হরে মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু।।
পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি করি বীর কয়।
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয়।।
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে।।
ব্যস্ত হয়ে রাজসুত অর্জ্জুনেরে বলে।
কেমন চালাহ রথ, কোথায় আনিলে।।
তথায় লইবে রথ, যথায় গোধন।
আনিলে সাগর মধ্যে বল কি কারণ।।
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে লহরী হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল।।
নৌকাবৃন্দ দেখি মম আকুলিত চিত্ত।
জলজন্তু কলরব করে অপ্রমিত।।
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিবলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ বটে, জলনিধি প্রায়।।
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে, এই সব গোধন তোমার।।
নৌকাবৃন্দ নহে, সব মাতঙ্গ-মণ্ডল।
না হয় লহরী, রথ পতাকা সকল।।
সৈন্য কোলাহল-শব্দ সিন্ধু-শব্দ প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই, জানাই তোমায়।।
উত্তর বলিল, মোর মন নাহি লয়।
না জানহ বৃহন্নলা, সমুদ্র নিশ্চয়।।
সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ।।
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুমত।
মানুষে কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রতঃ।।
এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান।।
মহা মহা রথিগণ দেখি হৈল ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে কম্প হয়।।
দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর।
না পারিলে যার সহ করিতে সমর।।
যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ।।
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরু-সৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ।।
থাকুক যুদ্ধের কাজ, দেখি ছন্ন হৈনু।
শরীর ছাড়িল প্রাণ, তোমারে কহিনু।।
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মোর গেল।
এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল।।
এক মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে। ।
কহ বৃহন্নলা, তব কিবা মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে।।
শীঘ্র রথ বাহুড়াহ পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে।।
উত্তর-বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কিবা হেতু এত তব ভয়। ।

কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি, কম্পে কর জঙ্ঘ।।
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হৈল ডর।
কোন্ মুখে বাহুড়িয়া পুনঃ যাবে ঘর।।
কহিলে যে রথ বাহুড়াহ শীঘ্রগতি।
চিত্তেনা করিহ, আমি এমন সারথি।।
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহুড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি, তাহা ভুলিলে এক্ষণে।।
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব।
সর্ব্বসৈন্য মধ্যে রথ এখনি লইব। ।
স্ত্রীগণের মধ্যে যত প্রতিজ্ঞা করিলে।
কি কহিবে, তারা সবে এ কথা শুনিলে।।
যুদ্ধ-ভয় ত্যজ এবে, ধর বীরপণ।
ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ।।
কুরু জিনি গোধনেরে নাহি লয়ে গেলে।
মহা লজ্জা হবে তবে পৃথিবী মণ্ডলে।।
হাসিবেক যত লোক সর্ব্ব ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক নারীলোক আর যত জন।।
আমার সারথ্য-গুণ সৈরন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মোর সব নষ্ট হৈল।।
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব।।
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ পুনঃ।
কহিল সৈরন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলা গুণ।।
যে জনের কর্ম্মে লোকে করে উপহাস।
নিন্দিত জীবনে তার কিবা হেতু আশ।।
উপহাস হৈতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধে মৃত্যু বড় ধর্ম্ম।।
ইহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধরি যুদ্ধ কর, ভয় ত্যজ মনে।।
উত্তর বলিল, কিবা কহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হৈতে বান্ধ তৃণভেলা।।
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ-শকতি।
মত্তগজ আগে কোথা শশকের গতি।।
মৃত্যু সহ বিবাদেতে বাঁচে কোন্ জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ। ।
জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্ব্বার।
গবী-রত্ন নিক মোর, হাসুক সংসার। ।
হাসুক রমণীগণ, আর বীরগণ।
ঘরে যাব, যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন।।
দৈবে নপুংসক তুমি, হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলি কহ নিজমুখে।।
জীবন মরণ তব একই সমান।
তব বোলে কি কারণে হারাব পরাণ।।
সমানের সহ ক্ষত্র করিবেক রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন।।
মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলি আমি যাব এই পথ।।
এত বলি ফেলাইয়া দিল শরচাপ।
রথ হৈতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ।।
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলি ডাকে ধনঞ্জয় তাকে।।
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়ে কোন্ ফল।
এত বলি নিজে পার্থ নামে ভূমিতল। ।
ভরত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস।।

অর্জ্জুন সম্বন্ধে কৌরবদিগের অনুমান

পাছে ধায় রড়ে, দীর্ঘ বেণী নড়ে,
পৃষ্ঠোপরি শোভে চারু।
লোহিত বসন, অঙ্গে বিভূষণ,
যেন করিবর ঊরু।।
আজানুলম্বিত অঙ্গম-মণ্ডিত,
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম।
দেখিয়া কৌরব, বিচারয়ে সব,
মনেতে পাইয়া ভ্রম।।
একজন আগে, পলাইছে বেগে,
আর জন পাছে ধায়।
এ কি বিপরীত, না বুঝি চরিত,
কেবা যে আগে পলায়।।
পাছুতে যে জন, নহে সাধারণ,
ছদ্মবেশী প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে, অগ্নি হীনতেজে,
সিংহ যেন ধায় মৃগে।।
পুরুষ কি নারী, বুঝহ বিচারি,
ছদ্ম করিয়াছে তনু।
শুনি সেইক্ষণ, কহে বিচক্ষণ,
ভরদ্বাজ-অঙ্গজনু।।
আগে যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
কেবা সে, তারে না চিনি।
পাছু গোড়াইয়া, যায় যে ধাইয়া,
তারে হেন অনুমানি।।
নরসিংহ প্রায়, দেখি তায় কায়,
সম তার অবয়ব।।
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্ত্যেতে ফাল্গুনি,

বিনা এ যুগল জনে।
অন্য কার প্রাণে, কুরুসৈন্য সনে,
আসিবে একাকী রণে।।
এত শুনি কর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ,
কহিতে লাগিল ক্রোধে।
কি-শক্তি অর্জ্জুনে, একা আসি রণে,
কৌরব সহ বিরোধে।।
আগে যে সত্বর, হইবে উত্তর,
বিরাট রাজার সুত।
গোধন কারণে, এসেছিল রণে,
দেখিল সৈন্য বহুত। ।
পাছু যেই যায়, নপুংসক প্রায়,
আছিল সারথি রথে।
পলাইল রথী, কি করে সারথি,
সেই পলায় ভয়েতে।।
শুনি মহামতি, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
গৌতম-বংশজ কয়।
পাছু যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
এমত চিত্তে না লয়।।
যদি পলাইত, রথেতে রহিত,
যাইত রথী লইয়া।
হেন লয় মন, করিবেক রণ,
আপনি রথী হইয়া।।
কহিছ যে আগে, পলাইছে বেগে,
উত্তর সেই প্রমাণ।
পাছুতে যে লোক, ছদ্ম পনুংসক,
পার্থ বিনা নহে আন।।
কৃপের বচন, শুনি দুর্য্যোধন,
কহিতে লাগিল তবে।

এ তিন ভুবনে, কাহার পরাণে,
আমা সহ বিরোধিবে।।
হউক অর্জ্জুন, কিবা নারায়ণ,
কাম কামপাল আদি।
কি শক্তি কাহার, সহিত আমার,
একা রণে হবে বাদী।।
ভারত-চন্দ্রিমা, রসের অসীমা,
শ্রবণে পাপ বিনাশে।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণ পদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাসে।।

উত্তরকে অর্জ্জুনের অভয় ও আশ্বাস প্রদান

এমত বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে নাহ পারে কোন জন।।
পলায় উত্তর, ধনঞ্জয় ধায় পাছে।
শত পদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে।।
আর্ত্ত হয়ে রাজসুত বলে গদ গদ।
না মারিহ বৃহন্নলা, ধরি তব পদ। ।
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘর।
নানা রত্ন তোমা আমি দিব বহুতর।।
দিব্য হেম মণি মুক্ত গজ হয় রথ।
এক লক্ষ গবী দিব স্বর্ণ-অলঙ্কৃত।।
বহু দেশ গ্রাম দিব, দাসদাসীগণ।
আর যাহা চাহ, তাহা দিব সেইক্ষণ। ।
না মারিহ বৃহন্নলা, দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দেকত ধরাতলে পড়ি।।
অচেতন হৈল বীর, যেন নাহি প্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য, যেন হতজ্ঞান। ।
আশ্বাসিয়া পার্থ কহে করি সচেতন।
না করিহ ভয়, শুন আমার বচন।।
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে।।
রথী হয়ে দেখ আমি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণে পাঠাইব যমঘর।।
তোমার গোধন সব লইব ছাড়ায়ে।
কেবল থাকহ তুমি সারথি হইয়ে।।
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিহ রণভয়, ত্যজহ সংশয়।।
এত বলি ধরি তারে তুলে রথোপরে।
তথাপি বিরাট পুত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।

কৌরবগণের অর্জ্জুন বিষয়ক পরস্পর তর্ক বিতর্ক

রথ চালালেন তবে ধীমান অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ।।

উত্তরেরে রথে লয়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন।।
হে গুরু, হে কৃপাচার্য্য, কোথা ধনঞ্জয়।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয়।।
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা।।
দুর্য্যোধন-বাক্য গুরু না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম প্রতি চাহি তবে কহেন সেক্ষণে।।
বিপরীত অকুশল দেখ হেথা আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্বসৈন্য কান্দে গজ বাজী।।
রক্তবৃষ্টি হইতেছে, বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশদিক, সঘনে নির্ঘাত।।
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলবর।
বহু প্রাণী বিনাশের লক্ষণ এ সব। ।
যত সৈন্য সবে থাক সংগ্রামের সাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন রাজে।।
গবী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব, আজি রক্ষা পাই তবে। ।
এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলে কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন।।
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যায় ধ্বজ।
নগনামে নাম যার নগারি অঙ্গজ।।
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্টনাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি।।
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলেন বচন।
উত্তর করেন শুনি শান্তনু-নন্দন। ।
কি হেতু সঙ্কেতে কথা বল আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বলে শুনুক সে কুরু।।
সভাস্থলে পূর্ব্বে ধর্ম্ম সে কৈল নির্ণয়।
গেল দিন পরিপূর্ণ হইল সময়।।
সে ভয় ত্যজিয়া কহ, শুনুক সকলে।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি গুরুদেব বলে।।
বলিলে তুমি তো রাজা বচন না শুন।
তথাপি নিলর্জ্জ হয়ে কহি পুনঃ পুনঃ।।
এই যে ক্লীবের বেশে গেল মহাশূর।
সর্ব্বসৈন্য-অন্তকারী খ্যাত তিন পুর।।
ধনঞ্জয় নারম যার কুরুকুলবর।
প্রতিজ্ঞা তাহার যত তোমাতে গোচর।।
যথা যায়, জয় নাহি করিয়া বাহুড়ে।
সুরাসুর যার নামে নিজস্থানে ছাড়ে।।
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিল অস্ত্রগণে।।
বহুবিদ্যা পাইয়াছে অমর-ভুবনে।
অতি ক্রোধে আসিতেছে, লয় মম মনে। ।
পার্থ সহ কে যুঝিবে তব রথী মাঝ।
একজন নয়নে না দেখি মহারাজ।।
এত শুনি বলে তবে কর্ণ মহাবীর।
প্রশংসা করহ তুমি সদা গাণ্ডীবীর।।
দুর্য্যোধন তার সহ যুদ্ধে যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ কহ তুমি, প্রাণে কত সয়। ।
যদি এই জন হবে পাণ্ডুর কুমার।
তবে ত মানস পূর্ণ হইল আমার।।
দুর্য্যোধন বলে, যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ, আমি যাহা চাই। ।
যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেন জনে পাইলে কি চাহি তবে আর।।
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি।।

কহ গুরু কেমনে না যাবে পুনঃ বন।
সবে জান, যুধিষ্ঠির করিল যে পণ।।
অর্জ্জুন না হয় যদি, অন্য জন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে।।
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যেই জন সব আমি জানি।।
অর্জ্জুন যেমত, তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত।
খাণ্ডব দাহনে সেই জিনে সুরনাথ।।
অপ্রমেয় পরাক্রম যদুবলে জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী।।
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
এক রথে জয় করে সগাগরা ক্ষিতি।।
নিবাতকবচগণে করে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক এক জন।।
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
সবে মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী।।
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল।।
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে।
কোন্ জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে।।
মহাভারতের কথা ক্ষীরোদ লহরী।
পুণ্য ধর্ম্মকথা সুধা স্নাত পূতবারি।।
নরলোকের যে পাপ তাপ ব্যথাহারী।
কাশীরাম কহে কিবা বর্ণিবারে পারি।।

অর্জ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন ও উত্তরের অস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন

এতেক বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
শমী- বৃক্ষতলে যানে ইন্দ্রের নন্দন।।
উত্তরে বলেন, তুমি যুদ্ধে যোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ।।
ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব যে আছে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যুগ্ম তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে।।
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর।।
পঞ্চ ধনু মধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তালবৃক্ষ সম।।
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর।।
শুনিয়াছি এক গাছে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র হয়ে কিসে চড়িব এ গাছে।।
পার্থ বলে, শব নহে বৃক্ষ উপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন তোমা কহিব করিতে।।
শব বলি রেখেছিনু কপট- বচন।
শব নহে, আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ।।
এত শুনি রাজসুত চড়ে সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র-আচ্ছাদন।।
অর্কচন্দ্র-প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শতশত।।
ব্যস্ত হয়ে রাজসুত ধনঞ্জয়ে কয়।
ধনু অস্ত্র কোথা, সব দেখি সর্পময়।।
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কাঁপিছে হৃদয়।
স্পর্শ করা দূরে থাক, দেখি লাগে ভয়।।
পার্থ বলে, সর্প নহে ধনু-অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ কহিছে বচন।।

অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘ তালবৃক্ষ সম।
মণিরত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম।।
মৃগচিহ্ন হুলে যার দুরাকর্ষ দেখি।
কোন্ মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি।।
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুল-ধ্বংস।
কাহার এ ধনুপৃষ্ঠে শোভে রাজহংস।।
তৃতীয় সুবর্ণ গোধা শোভে ধনুহুলে।
কাহার বিচিত্র ধনু, অগ্নি হেন জ্বলে।।
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু, দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার।।
কাহার এ ধনু, পৃষ্ঠে হেমশিখি-শোভা।
মণি রত্ন বিভূষিত শত চন্দ্র-আভা।।
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর।।
চর্ম্ম মধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার সুন্দর।
সেই শঙ্খ বাদ্য করে কোন্ ধনুর্দ্ধর।।
অর্কপ্রভ তীক্ষ্ণ পঞ্চ শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ রাখে কোন্ নর।।
নাহি দেখি, নাহি শুনি, লোকের বদনে।
হেন অস্ত্র ধনু, বল রাখে কোন্ জনে।।
পার্থ বলে, যেই ধনু নীলোৎপলনিভ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী নাম ধরয়ে গাণ্ডীব।।
সুরাসুর সুপূজিত শত্রুর শমন।
শতেক সহস্র বল যাহার গণন।।
ব্রহ্মবৎশে ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর।
পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেন পুরন্দর।।
পঞ্চশত বর্ষ ধরে দেব নিশাকরে।
চৌষট্টি বরষ ছিল প্রজাপতি করে।।
শতেক বরষ ধরিলেক জলপতি।
বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি।।
খাণ্ডব দাহন হেতু দিল অর্জ্জুনেরে।
পঞ্চষষ্টি বর্ষ উহা রহে পার্থ-করে।।
দেবের নির্ম্মিত ধনু, দেবমূর্ত্তি ধরে।
দেবকার্য্যে পাইলাম অগ্নি দিল মোরে।।
পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেবগণ লয়ে যজ্ঞ কৈল।
পঞ্চবিংশ পর্ব্বে এক বের্ণ-বৃক্ষ হৈল।।
বিষ্ণুর ধনুক নবপর্ব্বে নিরমিত।
শারঙ্গ যাহার নাম, বল অপ্রমিত।।
সপ্তপর্ব্বে জয়ন্তী সে ধনুক নির্ম্মাণ।
সংহার কারণে থাকে মহেশের স্থান।।
পঞ্চপর্ব্বে কোদণ্ডক ধনুক নির্ম্মিল।
দানব দলন হেতু দেবরাজে দিল।।
পঞ্চ লক্ষ বল তার থাকে ইন্দ্র হাতে।
রাবণ বিনাশ হেতু দিল রঘুনাথে।।
তিন পর্ব্বে গাণ্ডীবের হয়েছে নির্ম্মাণ।
খাণ্ডব দহিতে অগ্নি মোরে দিল দান।।
মোহন মূরলী এক পর্ব্বে ধাতা কৈল।
গোপীর মোহন হেতু গোবিন্দেরে দিল।।
গাণ্ডীব ধনুর জন্ম, কৈনু যেই মতে।
ত্রিগুণে নির্ম্মিত গুণ সর্ব্ব ধনুকেতে।।
দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংস-চিত্র ধর্ম্ম-নৃপতি ধরয়।।
সত্তর সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান।।
সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপাম।
বৃকোদর ধনু তার সুপার্শ্বক নাম।।
পঞ্চ শত সত্তর সহস্র বল ধরে।
কাড়ি নিল ধনু বলে জয়দ্রথ বীরে।।

ব্যাঘ্র-বিভূষিত ধনু নকুল বীরের।
পঁষট্টি সহস্র বল শল্যের করের।।
শিখিচিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্টি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে।।
অতিদীর্ঘ তরুবর পিপ্পলী ভূষিত।
ভীমসেন ঠাকুরের জগতে বিদিত।।
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তবু না জানিল মূঢ় বিরাটতনয়।।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল, সত্য কহ বৃহন্নলে।
ধনু অস্ত্র রাখি তাঁরা, গেল কোন্ স্থলে।।
শুনেছি পাশাতে হারি গেল রাজ্য ধন।
কৃষ্ণা সহ বনে প্রবেশিল ছয় জন।।
হেথায় কিমতে অস্ত্র রাখিল পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হৈলে কিসে, বল এই সব।।
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
কঙ্ক সভাসদ সেই ধর্ম্মের তনয়।।
বৃকোদর বল্লব, যে পাচক তোমার।
অশ্বপাল নাম গ্রন্থি, নকুল কুমার।।
সহদেব তব গবী করেন পালন।
সৈরন্ধ্রী পাঞ্চালী, হেতু কীচক নিধন।।
উত্তর বলিল, মোর মনে নাহি লয়।
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়।।
দশ নাম ধরে সেই পার্থ মহাশয়।
শুনিলে আমার মনে হইবে প্রত্যয়।।
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার।।
অর্জ্জুন ফাল্গুনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটি বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়।।
কৃষ্ণ জিষ্ণু, বলি মোর দশ নাম জান।
প্রদান করিল যাহা অমর প্রধান।।
উত্তর বলিল, কহ করিয়া নির্ণয়।
কি হেতু কি নাম হৈল, কুন্তীর তনয়।।
দৈবে তুমি জান নাম তাঁর সঙ্গে ছিলে।
শুনি জ্ঞান হৌক, শীঘ্র কহ বৃহন্নলে।।

অর্জ্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ কুন্তীর শিব পূজা লইয়া বিরোধ

অর্জ্জুন বলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
দশ নাম-হেতু তোমা বলিব এখন।।
হস্তিনা নগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন।।
স্বয়ম্ভূ পাষাণ লিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিতে না পারে।।
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান দান।
নানা উপচারে হরে পূজিবারে যান।।
যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজিতে জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবলনন্দিনী।।
দোঁহে শিব পূজে, কেহ কাহারে না জানে।
দৈবযোগে দোঁহাকারে দেখা এক দিনে।।
গান্ধারী বলেন, কুন্তী কেন তুমি হেথা।
ফল পুষ্প দেখি, বুঝি পূজিতে দেবতা।।
মাতা বলে, সদা আমি করি যে পূজন।
তুমি বল এই স্থানে কিসের কারণ।।
গান্ধারী বলেন, রাঁড়ি এত গর্ব্ব তোর।
কিমতে পূজিস্ লিঙ্গ, সংপূজিত মোর।।
রাজার গৃহিনী আমি, রাজার জননী।
কোন ভরসায় তুমি পূজ শূলপাণি।।
মাতা বলে, গান্ধারী গো বল কেন এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে, তেঁই বল যত।।
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোকে জানে আমি পূজি ফল ফুলে।।
কত দিন আছিলাম বনের ভিতর।
সেই হেতু পূজিবারে পেলে যোগেশ্বর।।
এখন আপন দেশে আসিলাম আমি।
আমার পূজিত লিঙ্গ কেন পূজা তুমি।।
জিজ্ঞাসহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেরে।
মম এই ইষ্টলিঙ্গ কে পূজিতে পারে।।
গান্ধারী বলিল, ছাড় পূর্ব্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন্ অধিকার।।
সবাকার অনুমতি, পূজি আমি হরে।
আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে।।
দূর কর ফল পুষ্প, যাহ হেথা হৈতে।
ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পূজিতে।।
মাতা বলে, যত দিন নাহি ছিনু দেশে।
তেঁই সবে বুঝি বলে পূজিতে মহেশে।।
পুনশ্চ ভগিনী আর না আসিও হেথা।
শিবপূজা কৈলে দ্বন্দ্ব ঘটিবে সর্ব্বথা।।
এইমত দ্বন্দ্ব হয় দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ ভেদি সদাশিব হলেন বাহির।।
কহিলেন, কেন দ্বন্দ্ব কর দুই জন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন।।
সবাকার ইষ্ট আমি, সবে পূজা করে।
কার শক্তি আছে মোরে অংশ করিবারে।।
অর্দ্ধ অঙ্গ হয় মম পর্ব্বত-কুমারী।
কোন জন নিতে নারে মোরে অংশ করি।।
তোমা দোঁহে কুরুবধূ সমান ভকতি।
দোঁহের পূজায় হয় মোর বড় প্রীতি।।
আপনার বলি বল, আমি কারু নই।
কিন্তু রাজরমণীর পূজ্য আমি হই।।

দোঁহে রাজপত্নী তোমা, দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমার পূজা করহ সর্ব্বথা।।
এক জন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্য কহি দোঁহাকারে।।
কনকের দল হবে, মাণিক্য কেশর।
সুগন্ধি সহস্র চাঁপা, অতি মনোহর।।
রজনী প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিহ শিব তাহারি হইবে।।
এমত বিধানে যেই করিবেক পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা।।
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস।।
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর।
পুত্রগণে চম্পা মাগি আনহ সত্বর।।
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ।।
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেই মতে।
হেম চাঁপা দেহ, শিবে পূজিব প্রভাতে।।
সাক্ষাৎ ইহা কহিলেন ত্রিপুরারি।
যে পূজিবে, তার পুত্র রাজ্য-অধিকারী।।
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র আনাইল কর্ম্মিগণ।।
মণিমুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মণ।।
আমার জননী শুনি হরের বচন।
অতি দুঃখ চিত্তে চলে, আপন ভবন।।
স্বামীহীন, পুত্র শিশু, সহজে দুঃখিত।
পরগৃহে বঞ্চি পর-অন্নেতে পালিত।।
কি করিব, কি হইবে, চিত্তে ভাবি দুঃখ।
কারে কিছু নাহি কহিবাহে অধোমুখ।।
ভোজন সময় হৈলে আসে ভ্রাতৃগণ।
ক্ষুধায় আকুল ভীম মাগিল ভোজন।।
অন্ন দেহ মাতা বলি ডাকে বৃকোদর।
দুঃখেতে আবৃত মাতা, না দিল উত্তর।।
উত্তর না পেয়ে ভীম অধিক কুপিল।
রন্ধন সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল।।
সকল লইল ভীম দুই হাতে করি।
থরে থরে রাখে বীর ধর্ম্ম বরাবরি।।
ধর্ম্ম কন, নিজে খাদ্য কেন আন হেথা।
ভীম কন, মাতা কেন নাহি কহে কথা।।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা, অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু, কথা নাহি কয়।।
অস্ত্রশিক্ষা পরিশ্রমে দহে ক্ষুধানল।
সে কারণে আনিলাম আমান্ন সকল।।
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পাছু।
আজ্ঞা হৈলে এইমত খাই কিছু কিছু।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, খাবে কোন্ সুখে।
জননী আছেন কেন জান অধোমুখে।।
কি দুঃখে তাপিতা মাতা, না জানি কারণ।
আমান্ন করিবে ভাই কিমতে ভক্ষণ।।
পুনঃ গিয়া শীঘ্র ভাই জিজ্ঞাসহ মায়।
কি হেতু বসিলে হেঁট করিয়া মাথায়।।
ভীম বলে, আমা হতে নহে নরবর।
অনেক ডাকিনু, মাতা না দিল উত্তর।।
ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ, কম্পিত সঘন।
এত বলি বৈসে হেঁট করিয়া বদন।।
সহদেব নকুলেরে পাঠান রাজন।
কাহারে কিছুই মাতা না বলে বচন।।

আমারে করিল আজ্ঞা ধর্ম্ম নরপতি।
জননীর পায়ে ধরি করিনু মিনতি।।
তুমি দুঃখচিত্ত, রাজা দুঃখিত হইল।
ক্ষুধায় আকুল ভীম কুপিয়া রহিল।।
সহদেব নকুল যে ক্ষুধিত অপার।
আজ্ঞা কর জননী গো কি দুঃখ তোমার।।
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন।
দোঁহাকার পাশে যথা শঙ্কর বচন।।
সহস্র কাঞ্চন চাঁপা চাহে ত্রিলোচন।
গান্ধারী আজ্ঞায় সব গড়ে শিল্পিগণ।।
কি করিবে তোমা সবে, কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে অঙ্গ দুঃখের অনলে।।
আমি কহিলাম, মাতা এবা কোন্ কথা।
যত পুষ্প চাহ, আমি তত দিব মাতা।।
মাতা বলে, কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হৈতে দিবে, কোথা পাবে ধন।।
আমি কহিলাম, মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
আমি কহিলাম, মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
কোন্ বড় কথা হেতু করিব ভণ্ডন।।
রন্ধন করহ মাতা, অন্ন জল খাহ।
আমি দিব পুষ্প আনি, তুমি যত চাহ।।
শুনি হৃষ্টা হৈয়া মাতা করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করান ভোজন।।
কতক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেহ আনি।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।।
কখন কনক পুষ্প দিবে মোরে আর।
এইমত মাতা মোরে কহে বারে বার।।
আমি যত বলি মাতা প্রবোধ না হয়।
সমস্ত রজনী গেল প্রভাত সময়।।
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানী যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া।।
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
বায়ব্য যুগল মনোভেদী অস্ত্র মারি।।
কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কানন।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ।।
সুগন্ধি কনক-পদ্ম চম্পক-মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত।।
বাহির ভিতর আর দেউল উদ্যান।
পুষ্পেতে পূর্ণিত হৈল, নাহি হেন স্থান।।
জননীকে বলিলাম, যাহ স্নান করি।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পূজ ত্রিপুরারি।।
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল।।
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা।।
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন।।
আজি হৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়।
সেই হৈতে মোর নাম ধনঞ্জয় হয়।।
উত্তর কহিল, কহ বীর চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তবে সুবলনন্দিনী।।
অর্জ্জুন বলেন, প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক-পুষ্প হেমপাত্রে করি।।
কুসুম চন্দন আর বহু উপাচারে।
নারীগণ সহ যান পূজিতে শঙ্করে।।
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ, কে করে গণিত।।
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণ বদন।

কুন্তীরে দেখিয়া বলে, কহ বিবরণ। ।
মাতা বলে, এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া নিজ স্থানে গেল উমাস্বামী।।
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্প জলে ফেলে।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে।।
সাধু কুন্তী, সাধু পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
অকারণে শত পুত্র আমার জন্মিল।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

অর্জ্জুনের বীভৎসু ও অন্যান্য নামের বিবরণ

পার্থ বলিলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
কহি এবে আর নাম যাহার কারণ।।
বিজয় বলিয়া ডাকে সকলে আমারে।
বিজয় করিয়া আসি, যাই যথাকারে।।
শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব মম রথ বহে।
শ্বেতবাহনক বলি লোকে মোরে কহে। ।
সূর্য্য অগ্নি সম মম কিরীট যে মাথে।
কিরীটী দিলেন নাম তেঁই সুরনাথে। ।
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
কহিব বিরাট পুত্র তাহার কারণ।।
এক দিন কৃষ্ণ সহ নৈমিষ-কাননে।
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ সহায্য বদনে।।
ধন্য ধনঞ্জয় তুমি, বলে মহাবল।
তোমা সম বীর নাহি ধরণীর তল।।
লক্ষ রাজা জিনি কৃষ্ণা নিলে স্বয়ম্বরে।
জিনিলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে।।
খাণ্ডব দহিয়া অগ্নি নির্ব্যাধি করিলে।
ইন্দ্র সহ সুরাসুর সমরে জিনিলে। ।
কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলে সকল।
তিন লোক আসি খাটে তব ছত্রতল।।
মহাভার ধরণী ধরিলে বাহুবলে।
বাহুযুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে।।
তপেতে তাপিলে তুমি হিমালয় গিরি।
চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরনারী। ।
যে ঊর্ব্বশী দেখি ব্রহ্মা হলেন মোহিত।
যে জন তোমার ঠাঁই হইল লর্জ্জিত। ।
বীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, তপেতে প্রধান।
জিতেন্দ্রিয় রূপে গুণে কামের সমান।।
এ তিন ভুবনে নাহি দেখি এক জনা।
তোমার সদৃশ রূপগুণের তুলনা।।
আমা হৈতে শতগুণে তোমারে বাখানি।
তোমার সদৃশ কেবা আছে বীরমণি।।
আমি হেন নাহি দেখি সংসার ভিতরে।
তুমি যদি জান আছে, দেখাহ আমারে। ।
আমি কহিলাম বহু করিয়া প্রকার।
ধাতার সৃজিত এই সকল সংসার।।
আমা হৈতে অধিক আছয়ে রূপে গুণে।
নাহি বলি শ্রীগোবিন্দ বল কি কারণে।।
গোবিন্দ বলেন, সখা দেখাহ আমারে।
আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে।।
পুনঃ পুনঃ শ্রীগোবিন্দ বলেন আমারে।
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে গেলাম সত্বরে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভ্রমি ত্রিভুবন।
আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন।।

কৃষ্ণের উদ্দেশে মনে করি বিবেচন।
মম সম নাহি পাই এ তিন ভুবন।।
আপন সদৃশ জন কারে না দেখিয়া।
পুরীষ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া।।
গোবিন্দের আগে করিলাম নিবেদন।
আমা হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন জন।।
তোমার মুখেতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি।
যত জীব তত্র শিবরূপে আছ তুমি।।
ব্রহ্ম কীট তৃণাদিতে তুমি আত্মা রূপে।
তিনলোকে নাহি পাই আমার স্বরূপে।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সার।
তোমাতে পূরিত এই সকল সংসার।।
আপন সদৃশ নাহি পাই এক জন।
আমি যার তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ।।
হয় নয় সমতুল করিতে না পারি।
আনিয়াছি জগন্নাথ দেখাইতে ডরি।।
অন্তর্য্যামী বাসুদেব সকল জানিয়া।
ফেলাহ ফেলাহ বলি বলেন ডাকিয়া।।
কি কারণে ধনঞ্জয় এতেক ন্যূনতা।
যেই আমি সেই তুমি, নহেক অন্যথা।।
তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ।
ব্রহ্মা শিব জানে ইহা, জানে চারি বেদ।।
এত বলি শ্রীগোবিন্দ করি আলিঙ্গণ।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

অর্জ্জুনের অবশিষ্ট নামের ও ক্লীবত্বের বিবরণ

পার্থ বলিলেন, শুন বিরাট কুমার।
যেই হেতু যেই নাম, হইল আমার।।
দুই ভুজে ধনু আমি ধরি সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র, সমান সন্ধান।।
গুণের ঘর্ষণে দেখ কঠিন দুহাত।
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত।।
সসাগরা ধরাতলে রহে যত জন।
রূপেতে আমার সম নাহি অন্য জন।।
সমান দেখিয়া সবে মোর রূপ গুণ।
এ কারণে মম নাম রাখিল অর্জ্জুন।।
ফল্গুনি নক্ষত্র মধ্যে জনম আমার।
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার।।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র-অধিপতি।
ইন্দ্র ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি।।
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র জিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবারে।।
সে কারণে সবে মিলি যত দেবগণ।
জিষ্ণু নাম মোরে সবে করেন অর্পণ।।
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমার।।
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাটনন্দন।
যুধিষ্ঠির রক্তপাত করিবে যে জন।।
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম, সব লোকে জ্ঞাত।।
এত শুনি রাজসুত ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে।।
হে বীর কমল-চক্ষে চাহ একবার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার।।

বহুদোষে দোষী আমি তোমার চরণে।
সে সকল কিছু আর না করিবে মনে।।
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি।।
বড় ভাগ্য মম জনকের কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে।।
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চ জন।
তেন আমি তব পদে নিলাম শরণ।।
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হয়ে সদা আমি সেবিব তোমায়।।
অর্জ্জুন বলেন, প্রীত হলেম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে।।
কুরুগণে জিনি তব গোধন অর্পিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরুসৈন্যেরে করিব।।
কুরুসৈন্য সিন্ধু রাখে শত্রুগণ ভুজে।
সকল দহিব আমি অস্ত্র অগ্নিতেজে।।
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে।।
উত্তর বলিল, মোর আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে।।
তব পরাক্রম আমি ভালমাতে জানি।
নাহি মোর ভয়, যতি আসে শূলপাণি।।
এ বড় অদ্ভুত কথা জাগে মোর মনে।
এ রূপেতে কাল কাট কিসের কারণে।।
কি কারণে নপুংসক হৈলে মহাবল।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে সকল।।
নিরন্তর এই কথা মনে মোর ছিল।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল।।
অর্জ্জুন বলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
অরণ্যেতে যবে মোরা ছিনু পঞ্চ জন।।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা লয়ে যাই হিমগিরি।
শিবেরে সন্তোষ কৈনু উগ্র তপ করি।।
তুষ্ট হৈল পশুপতি দেব ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হৈল দেবগন।।
কুবের বরুণ যম অস্ত্রগণ দিল।
মাতলি পাঠায়ে ইন্দ্র স্বর্গে মোরে নিল।।
নিবাতকবচ আর কালকেয় গণ।
স্বর্গে আসি উপদ্রব করে সর্ব্বক্ষণ।।
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ করে ছারখার।
দৈত্য-ভয়ে দেবে দুঃখ হইল অপার।।
সব দুষ্টগণে আমি একা সংহারিনু।
সকল অমরপুরী নিষ্কণ্টক কৈনু।।
যতেক অমরগণ আনন্দিত হৈল।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ মোরে বর দিল।।
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় কুন্তীর নন্দন।
তোমা সম বীর নাই এ তিন ভুবন।।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন।
কৌরব জিনিয়া প্রাপ্ত হবে রাজ্যধন।।
এরূপে অমরপুরী আছি কত দিন।
নানাবিদ্যা শস্ত্র-শাস্ত্র করিনু পঠন।।
দৈবে একদিন পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্যগীত করাইল অপ্সরী অপ্সর।।
ঊর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সবার সে শ্রেষ্ঠা হয় পরমা সুন্দরী।।
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত।।
দেখিলাম ঊর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমিষে।
সে কারণে নিশাযোগে আসে মম পাশে।।

প্রার্থিল কামতৃষ্ণা করিবারে পূরণ।
প্রত্যাখান করিলে সে কহিল তখন।।
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সে কারণে আসিলাম এই নিশাকালে।।
না করিলে মম তোষ পুরুষের কাজ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ।।
শুনিয়া বিনয় ভাষে কহিলাম তায়।
কামভাবে আমি নাহি দেখিনু তোমায়।।
পূর্ব্ব-পিতামহ যে যে পুরুষ পুরাতন।
তোমার গর্ভেতে জন্মাইল পুত্রগণ।।
অনেক পুরুষ পূর্ব্ব হতে হয়ে গেল।
তোমার যুবতী দশা স্লান না পাইল।।
এই হেতু পুনঃ পুনঃ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী, কৃপা করিবে আমারে।।
কুন্তী মাদ্রী যথা মম, যথা শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গণি।।
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উব্বশী যে কহে আরবারে।।
যজ্ঞ ব্রত ফলে তব যত পিতৃগণ।
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্ট মন।।
সবে মোর সহ করে রতি-ব্যবহার।
কেহ নাহি করে, যথা তোমার বিচার।।
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন।
বৎসরেক ক্লীব রবে বিরাট ভবন।।
শাপ হতে বর তুল্য হবে তব কাজ।
অন্য বেশে লুকাইতে নার ক্ষিতিমাঝ।।
বরষ রহিবে, বলি করে নিরূপণ।
এই ক্লীবত্বের হেতু বিরাট নন্দন।।
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দারায়।।
উত্তর বলিল, মোরে হৈলে কৃপাবান।
তেঁই মোরে নিজ কর্ম্ম করিলে বাখান।।
আজ্ঞা কর কোন্ ধর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন।।
সারথি হইয়া তুমি বৈস মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে।।
উত্তর বলিল, আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে।।
ইন্দ্রের মাতলি কিম্বা দারুক সারথি।
তাদৃশ সারথ্য কর্ম্মে আমার শকতি।।
বিশেষ তোমার ভুজাশ্রিত মহাবলী।
এখনি লইব রথ সৈন্য মধ্যস্থলী।।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অনুব্রত।।

অর্জ্জুনের রণসজ্জা

তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ, শ্বেত অশ্বগণ।।
পার্থ চিন্তা করামাত্র আসে সেইক্ষণ।
কনক রচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন।।
উত্তরের রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয়।।
পূর্ব্বের কুণ্ডল বীর ত্যজিয়া শ্রবণে।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল যে দেন দুই কাণে।।
বেণী ঘুচাইয়া শিরে উষ্ণীষ বন্ধন।
ইন্দ্র দত্ত কুণ্ডল যে দেন দুই কাণে।।

বেণী ঘুচাইয়া শিরে উষ্ণীব বন্ধন।
ইন্দ্রদত্ত কিরীটের করে বিভূষণ।।
খড়্গ ছুরি তূণ আদি বাঁধিয়া কাঁকালি।
গাণ্ডীব ধরিয়া গুণ দেন মহাবলী।।
গুণ দিয়া ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার।
বজ্রাঘাতে গিরি যেন হইল বিদার।।
দশদিক পূর্ণ হৈল, কম্পিত ধরণী।
বধির হইল কর্ণ, কিছু নাহি শুনি।।
শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোহিয়া।
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া।।
সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ আর বলাহক।
শ্রীকৃষ্ণের হয় চারি সুন্দর ঘোটক।।
শ্বেত-বাহনের অশ্ব ইহাদের সম।
চালাল বৈরাটী অশ্ব অতি মনোরম।।
চলিবার কালে তবে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে শঙ্খধ্বনি।।
গর্জ্জিল রথের চক্র, গর্জ্জে কপিধ্বজ।
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে রথে বিরাট অঙ্গজ।।
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল গগন।
শত বজ্র এক কালে যেমত নিঃস্বন।।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে সপ্তসিন্ধু জল।
শব্দ শুনি ভয়াকুল হৈল কুরুবল।।
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ বিরাট কুমারে।
আশ্বাসিয়া সচেতন করেন তাহারে।।
ক্ষত্রপুত্র হয়ে তুমি কেন এইমত।
শব্দমাত্র শুনি কেন হৈলে জ্ঞানহত।।
লক্ষ লক্ষ হবে যবে ধনুক টঙ্কার।
এককালে শঙ্খনাদ হইবে সবার।।
তখন সংগ্রাম স্থলে কি করিবে তুমি।
রথ হতে খসি যদি পড় পাছে ভূমি।।
উত্তর বলিল, মোরে নিন্দ অকারণ।
এ শব্দে পৃথিবী মধ্যে কে আছে চেতন।।
বহু শুনিয়াছি শব্দ, জলদ-গর্জ্জন।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদ অনেক বাজন।।
এতাদৃশ শব্দ কভু কর্ণে নাহি শুনি।
রথচক্রে গর্জ্জে হেন ভয়ঙ্কর ধ্বনি।।
রথের গর্জ্জনে হৈল বধির শ্রবণ।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদে হৈনু অচেতন।।
শুনিয়া কিরীটী হাসি বলেন বচন।
যুদ্ধে স্থির হবে নাহি, লয় মম মন।।
বামপদে আমি তোমা রাখিব ধরিয়ে।
কেবল থাকিবে রথে অবলম্ব হয়ে।।
এত বলি পুনর্ব্বার করিলেক শব্দ।
সেই শব্দে কুরুকুল হইলেক স্তব্ধ।।
পুনঃ পুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত।
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজ সুত।।
গাণ্ডীব ধনুর মত শুনি যে টঙ্কার।
দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার।।
এ শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির।
নিরখিয়া দেখ সবে আপন শরীর।।
বিষণ্ণ হইল, রোমাঞ্চিত সব তনু।
কর শির কাঁপে দেখ, কাঁপে বক্ষ জানু।।
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয়, না জানি।
বধির হইল কর্ণ, হেন শব্দ শুনি।।
অস্ত্রগণ জ্যোতিহীন, অগ্নিহোত্র মন্দ।
সংজ্ঞাহীন দেখি সৈন্য, সবে নিরানন্দ।।
রক্তমাংসাহারী পক্ষী সৈন্যশিরে উড়ে।
ঘোরনাদ করি সবাকার শিরে পড়ে।।

হয় হস্তিগণ দেখ করিছে ক্রন্দন।
পুনঃ পুনঃ মল মূত্র ত্যজে ক্ষণে ক্ষণ।।
সৈন্যমধ্যে প্রবেশিয়া শিবাগণ ডাকে।
রথধ্বজ বেড়িয়াছে দেখ সব কাকে।।
সত্য হৈল অকুশল সাক্ষাতে আমার।
মহাবীর পার্থ বিনা কেহ নহে আর।।
এমন এমন কর্ম্ম কর বীরগণে।
মধ্যেতে রাখহ যত্নে রাজা দুর্য্যোধনে।।
প্রহরীরা সর্ব্বত্রই জাগি বেড়ি রহ।
বাঁটিয়া দু'ভিতে সৈন্য দউ ভাগে লহ।।
অর্দ্ধসৈন্য গবীগণে রহ এবে বেড়ি।
অসাধ্য যদ্যপি হয়, শেষে দিব ছাড়ি।।
গবীগণ তরে ব্যস্ত নাহি হও আর।
রাজারে রাখহ সবে, যত শক্তি যার।।
জয়তি নীলানিদ্রনাথ নীলচক্রধারী।
নীলপদ্ম সম মুখ, দুষ্ট-অন্তকারী।।
নীলাম্বর সহিত লীলায় নীলাচলে।
নীলকণ্ঠ আদি দেব সেবে পদতলে।।
অরুণ-বরণ চক্ষু, অরুণ বসন।
অরুণ অধর শোভা সে কর চরণ।।
মস্তকে অরুণ হেম মুকুট রচিত।
গলে মণি রত্নহার অরুণ উদিত।।
অরুণ-বরুণ চক্ষু পক্ষ্মী বামপাশে।
অরুণ চরণ সদা গায় কাশীদাসে।।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
একমনে সাধুজন পিয়ে অবিরত।।

www.bengaliebook.com

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের শ্লেষোক্তি

দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মে চাহি বলিছে বচন।।
পুনঃ পুনঃ মোর প্রতি কহেন এ কথা।
পাণ্ডবের পক্ষ গুরু জানিহ সর্ব্বথা।।
সতত কহেন পাণ্ডবের গুণাগুণ।
অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জ্জুন।।
এয়োদশ বর্ষ সবে করি গেল পণ।
ইতিমধ্যে দেখা তারা দিবে কি কারণ। ।
বিশেষ একাকী কেন আসিবে হেথায়।
অকস্মাৎ আসিবেক কোন্ অভিপ্রায়।।
অর্জ্জুন হইল যদি, কিবা চাই আর।
ভ্রাতৃসহ বনমাঝে যাবে আরবার।।
বিরাটের পক্ষ হয়ে সে কেন আসিবে।
অন্য কেহ সেনাপতি বিরাটের হবে।।
কিম্বা সেই আসিতেছে বিরাট নৃপতি।
কিম্বা আগে পাঠাইল মুখ্য সেনাপতি।।
দক্ষিণ গোগৃহে রাজা সুশর্ম্মা যে গেল।
মৎস্যদেশ জয় করি সেই বা আসিল।।
না দেখিয়া না শুনিয়া শব্দমাত্র শুনি।
পুনঃ পুনঃ কহিছেন আসিল ফাল্গুনি।।
জানি আমি আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
অতএব কহিছেন হয়ে হৃষ্টচিত।।
মোরে ভয় দেখাইয়া শত্রুর প্রশংসা।
পুনঃ পুনঃ কহিছেন অকুশন ভাষা। ।
পশুজাতি অশ্বগণ নিরবধি ত্রাসে।
পক্ষীর স্বভাব সদা উড়য়ে আকাশে।।
মেঘের সহজ কর্ম্ম উঠিলে গরজে।
কভু ধীর কভু তীক্ষ্ণ পবনের তেজে।।
ইহা দেখি কহিছেন নাহি আর জয়।
না করিয়া যুদ্ধ গুরু পান এত ভয়। ।
নামেতে হইল ত্রাস, কি করিবে রণ।
যুদ্ধস্থলে পণ্ডিতের নাহি প্রয়োজন।।
প্রাসাদ মন্দির যথা নৃপতির সভা।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিতের শোভা। ।
পুরাণের বাক্য যদি বেদ অধ্যয়ন।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোভন।।
যথায় বালক শিক্ষা বিচার কথন।
সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় সুশোভন।।
যদি বা আইসে পার্থ লঙ্ঘিয়া সময়।
কিবা শক্তি আছে তার, কেন এত ভয়। ।
আসুক অর্জ্জুন, আমি করিব সংগ্রাম।
ভয়ার্ত্ত হলেন গুরু, যান নিজ ধাম।।
ভোজ্য অন্ন দিয়া তার পাইলাম ফল।
সে মিত্রে কি কার্য্য যেই শত্রুর বৎসল।।
ভক্তি হয় দুই গুরু করেন পাণ্ডবে।
সদাকাল এইমত জানি অনুভবে।।
হেথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুণ গমন।।
সময়োচিত কর্ম্ম করহ পিতামহ।
সৈন্যগণে ডাকি সব আশ্বাসিয়া কহ। ।
স্থানে স্থানে গুল্ম পাতি দৃঢ় কর সেনা।
মোর স্থানে গবী লয় হেন কোন্ জনা।।
গুরুকে করিয়া পাছু থাক গুল্মগণ।
ভয়ার্ত্ত লোকেরে রাখি নাহি প্রয়োজন।।
ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ভীত মন।।

যুদ্ধের সময় পাল যুদ্ধের যে নীতি।
রণসাজে থাক সবে সৈন্য সেনাপতি।।

কর্ণের আত্মশ্লাঘা

দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন।।
মলিন বদন কেন দেখি সব রথী।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি ছন্ন হৈল মতি।।
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণবীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির।।
কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনি।।
বধিব সবারে আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র-লহরী যথা রক্ষা করে কূলে।।
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটি।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি।।
খণ্ড খণ্ড করি দিব শ্বেত চারি হয়।
দশমিক মম অস্ত্রে হবে অস্ত্রময়।।
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত সবার।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম গুণাধার।।
পাণ্ডব কারণ সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন।।
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলি।।
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গাভী লয়ে হস্তিনা নগর।।
কিম্বা যুদ্ধ দেখ সবে অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া।।

কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা

কর্ণবাক্য শুনি কৃপাচার্য্য বলে বাণী।
যতেক করহ তেজ সব আমি জানি।।
মুখে মাত্র বল, কিন্তু শক্তি নাই কাজে।
শরতের মেঘ যথা নিষ্ফল গরজে।।
পণ্ডিতে কহিতে হেন মনে করে লাজ।
কি কর্ম্ম করিয়া এত কহ সভামাঝ।।
অজ্ঞান বাতুল যথা কর্ম্মে ক্ষম নহে।
ভাল মন্দ নাহি, মুখে যাহা আসে কহে।।
একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছ অর্জ্জুনের সনে।
অসম্ভব কথা কহ শুনিনু শ্রবণে।।
যে পার্থ একাকী জিনে এ তিন ভুবন।
খাণ্ডব দহিয়া কৈল অগ্নির তর্পণ।।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে বলী যদুগণ।
বলে ভদ্রা হরি নিল একাকী অর্জ্জুন।।
একেশ্বর চিত্রসেনে জিনিয়া সমরে।
দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল অরণ্য ভিতরে।।
নিবাতকবচ কালকেয় মহাতেজা।
মারি নিষ্কণ্টক করি দিল দেবরাজা।।
পাঞ্চাল দেশেতে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে।
জিনিলেক লক্ষ লক্ষ রাজা একেশ্বরে।।
একেশ্বর হেন জনে জিনিবারে চাহ।
যেই মূর্খ নাহি জানে তার আগে কহ।।
গলে শিলা বান্ধি চাহ জলনিধি তরি।
গারুড়ি না জানি সর্প মুখে হাত ভরি।।

ত্রয়োদশ বর্ষ সবে নিয়ম পালিল।
পাইয়া শত্রুর ঘ্রাণ হেথায় আসিল।।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
তাদৃশ আসিল দেখ পার্থ মহাবীর।।
একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
যুদ্ধে জয় করিবেক পাণ্ডব অর্জ্জুনে।।
ভীষ্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রৌণি দুর্য্যোধন।
ছয়জন যুদ্ধে যদি পারি কদাচন।।
মহাক্রোধে কৃপাচার্য্যে বহে ঘন শ্বাস।
অগ্নি হেন জ্বলে না কহিল অন্য ভাষ।।

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক কর্ণকে ভর্ৎসনা

মাতুলের বচনান্তে অশ্বত্থামা বলে।
শরীর জ্বলিছে সূর্য্যপুত্র-বাক্যজালে।।
গবী নাহি লই, নাহি করি কোন কার্য্য।
সীমান্ত না হই, নাহি যাই নিজ রাজ্য।।
এতেক যে গর্ব্ব করে রাধার নন্দন।
কোন্ কর্ম্ম করি বলে, না জানি কারণ।।
বহু শাস্ত্র শুনিয়াছি কথা পুরাতন।
ক্ষিতিমধ্যে হইয়াছে বহু রাজগণ।।
মায়াদ্যূত বলে কেহ নাহি ভুঞ্জে ক্ষিতি।
তুমি যথা পররাজ্যে হইলে নৃপতি।।
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈলে কোন্ যুদ্ধে জিনি।
কোন্ তেজে ধরিয়া আনিলে যাজ্ঞসেনী।।
জিনিলে কি যুধিষ্ঠিরে ভীম ধনঞ্জয়ে।
কিম্বা যুদ্ধে জিনিয়াছ মাদ্রীর তনয়ে।।
চারি জাতি বিধি ভূমে করিল সৃজন।
যে যাহার জাতিধর্ম্ম করিবে পালন।।
পড়িবে পড়াবে, যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ।
বাহুবলে ক্ষত্রিয়েরা করিবে শাসন।।
কৃষি করিবেক বৈশ্য বাণিজ্য ব্যাপার।
ব্রাহ্মণে সেবিবে শূদ্র, নীতি বিধাতার।।
অশক্ত বৃত্তিতে নিজ অধর্ম্ম আচারী।
ইতর জনের প্রায় করিয়া চাতুরী।।
ইহাতে পৌরুষ এত শোনা নাহি যায়।
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিল তোমায়।।
তোমারে আচার্য্য-বাক্য সহিবে কেমনে।
চন্দনেতে প্রীতি কোথা শীত-ভীত জনে।।
স্ত্রীধর্ম্মে আছিলা কৃষ্ণা একবস্ত্র পরি।
সভামধ্যে বিবসনা কৈলে কেশে ধরি।।
কোন্ পরাক্রমে তুমি কৈলে হেন কর্ম্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তব ক্ষত্রধর্ম্ম।।
ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য যদি, সত্য আছে ক্ষিতি।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে ক্ষিতিপতি।।
যে সভায় সভাসদ্ রাধার নন্দন।
তথায় কিরূপে হবে আচার্য্য শোভন।।
তিন লোক মধ্যে বসে যত যত জন।
অর্জ্জুন অজেয়, হেন কহে মুনিগণ।।
বাসুদেব সব পরাক্রমে মহাতেজা।
কোন্ জন আছয়ে, না করে তার পূজা।।
ধর্ম্মবিজ্ঞ জন হেন কহে শাস্ত্রমত।
পুত্রে স্নেহ যথা হয়, শিষ্যে সেইমত।।
সে কারণে আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
গুপ্ত কথা নহে ইহা জগতে বিদিত।।
পার্থ সহ আচার্য্যের দ্বন্দ্বে কোন্ কার্য্য।
পাশা খেলিবার পূর্ব্বে বৈল কি আচার্য্য।।

ইন্দ্রপ্রস্থ নিলে পূর্ব্বে যেই যুদ্ধে জিনে।
সেই যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে।।
এই ত আছয়ে তব মাতুল শকুনি।
তাহার সহায় নিলে জিনিতে অবনী।।
সে পাশায় প্রতিকার মরণ বিহিত।
অর্জ্জুন দিবেক আজি ফল সমুচিত।।
ক্রোধেতে আচার্য্য-পুত্র কাঁপে থর থর।
কাশী কহে, রক্ষ তুমি দেব দামোদর।।

দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগবিতণ্ডা ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা

এইরূপে দুই মুখে শুনি কটূত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।।
জানিয়াছি আমি তোমা সবাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি।।
উদর পূরিয়া ভোজ্য খাইবারে পার।
যুদ্ধকাল দেখি এবে সমরেতে ডর।।
যাহ বা থাকহ তুমি, যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি, জাতিতে ব্রাহ্মণ।।
ভিক্ষাজীবী সনে দ্বন্দ্ব কোন্ প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ।।
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কোন্ প্রয়োজন।।
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা, কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে।।
কর্ণের এতেক বাক্য দ্রোণ গুরু শুনি।
ক্রোধে কম্পে অঙ্গ, নেত্রে নির্গত আগুনি।।
বুঝিয়া বিষম কার্য গঙ্গার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে দ্রোণেরে বচন।।
মোরে দেখি ক্ষম এবে গুরু মহাশয়।
মূর্খ জন জানি তাপ খণ্ডাহ হৃদয়।।
সাধু সুপণ্ডিত হইবেক যেই জনে।
অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কাণে।।
চন্দ্র সূর্য্য তেজ যথা সর্ব্বত্র সমান।
সেইরূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্বে সমজ্ঞান।।
ক্ষমহ আচার্য্য-পুত্র, ক্রোধকাল নয়।
শত্রু উপস্থিত হৈল, যুদ্ধের সময়।।
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলি সর্ব্বলোকে জানে।
দুর্য্যোধনে অন্ধ বলি জানহ এক্ষণে।।
সাক্ষাতে গাণ্ডীব ধনু শুনেছি টঙ্কার।
তথাপিহ বলে রাজা অন্য কেহ আর।।
পশুমাত্রে ঘ্রাণে জানে নিজ বৈরিগণে।
পশুর সদৃশ জ্ঞান নাহি দুর্য্যোধনে।।
আরেরে দুর্ম্মতিগণ আচার্য্যে নিন্দহ।
অহঙ্কারে ছন্ন হয়ে কিছু না দেখহ।।
এক সূর্য্য তেজ অঙ্গে সহনে না যায়।
তোমার আছয়ে শত্রু পঞ্চ সূর্য্যপ্রায়।।
উদয় হইল আসি পঞ্চ বিকর্ত্তন।
কিমতে না কবে ইহা জ্ঞানবন্ত জন।।
এত বলি গঙ্গাপুত্র দ্রোণে নমস্করি।
সান্ত্বাইলা পিতা পুত্রে বহু স্তব করি।।
তবে দুর্য্যোধন বহু বিনয় বচনে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল গুরু-বিদ্যমানে।।
ক্ষমহ আচার্য্য, অপরাধ করিলাম।
অজ্ঞান হইয়া আমি তোমা নিন্দিলাম।।
দ্রোণ বলে, তব প্রতি নাহি করি ক্রোধ।
পূর্ব্বেই ভীষ্মের বাক্যে হয়েছে প্রবোধ।।

www.bengaliebook.com

তবে দ্রোণ চাহি বলে যত বীরগণে।
উপায় করহ শীঘ্র উপস্থিত রণে।।
এক কাজে আসিলাম হৈল অন্য কাজ।
দৃঢ়মতে থাক যেন নহে পাছু লাজ।।
শুনি দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
এই যদি ধনঞ্জয় সর্ব্বলোকে কহে।।
ত্রয়োদশ বর্ষ তবে নিয়ম করিল।
না হইতে পূর্ণ যদি আসি দেখা দিল।।
ইহার বিধান কেন না কর আপনে।
এয়োদশ বর্ষ পুনঃ যাবে সবে বনে।।
ভীষ্ম বলে, পূর্ণ হৈল বর্ষ ত্রয়োদশ।
অধিক হইল আর দিন সপ্তদশ।।
দ্বিপক্ষেতে মাস, পক্ষ পঞ্চদশ দিনে।
দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে।।
এমত নিয়মে হয় বৎসর বঞ্চিল।
তবু সপ্তদশ দিন অধিক হইল।।
পঞ্চবর্ষে দুই মাস অধিক যে হয়।
তাহা সহ পূর্ব্বে নাহি করিলে নির্ণয়।।
নিয়ম করিয়াছিল তাহা গোঁয়াইল।
সময় পাইয়া আসি উদয় হইল।।
একে ত পাণ্ডুর পুত্র সবে ধর্ম্মবন্ত।
তার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গুণে নাহি অন্ত।।
অনন্ত দুষ্করকর্ম্ম দয়াশীল লোকে।
মৃত্যু ইচ্ছে, তবু মিথ্যা নাহি কহে মুখে।।
নিশ্চয় অর্জ্জুন এই, জন নরপতি।
ইহার উপায় রাজা কর শীঘ্রগতি।।
পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে।
কি ছার কৌরব তার সহিতে সমরে।।
সে কারণে কহি তোমা শুন দুর্য্যোধন।
এখন করহ প্রীতি যদি লয় মন।।
দুর্য্যোধন বলে, হেন না কহিও আর।
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ কি প্রীতি আমার।।
নাহি ভাগ দিব আমি, যুদ্ধ মোর পণ।
ইহা জানি সমুচিত করহ আপন।।
শুনি ভীষ্ম দিব্য ব্যূহ করিল রচন।
যোদ্ধাগণে বিচারিয়া রাখে স্থানে স্থান।।
মধ্যেতে রহিল দ্রৌণি, দ্রোণ সব্য-ভিতে।
কৃপাচার্য্য আচার্য্যের রহিল বামেতে।।
দ্রোণরথ-রক্ষী হৈল বহু মহারথী।
বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিংশতি।।
সর্ব্বসৈন্য-অগ্রে সূতপুত্র মহাবল।
পাছু রহিলেন ভীষ্ম রক্ষা হেতু দল।।
মধ্যেতে করিয়া গবী রাজা দুর্য্যোধন।
চতুর্দ্দিকে সাবধানে রহে সৈন্যগণ।।
দৃঢ় অস্ত্রধারী রক্ষী রহে ব্যূহমুখে।
চন্দ্রাকার ব্যূহ রচে দুর্ভেদ ত্রিলোকে।।
পীযূষ-পয়োধি সম বিরাটপর্ব্ব-কথা।
বেদব্যাস বিরচিত অপরূপ গাথা।।
ব্যাস-পদে নহি, কৃষ্ণ-পদে অভিলাষ।
পয়ার প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস।।

ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য

প্রণমহ দ্বিজ, পদ-সরসিজ,
সৃজন পালন নাশা।

সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
অধোক্ষজ বক্ষে ভূষা।।
যে পদ-সলিল, যেই সাধু পিল,
তরিল দুঃখ পিপাসা।।
অবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে সবার বাসা।।
ভবার্ণব প্লব, যে পদ পল্লব,
লক্ষ্মী-বশকারি ধূলি।।
আয়ুর্যশঃপ্রদ, অজয় সম্পদ,
পাইতে যাহারে বলি।।
বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর, ভস্মের অঙ্কুর,
তিনপুর ভয় মানে।।
ইন্দ্র যাঁর বাক্যে, হৈল সহস্রাক্ষে,
সকল ভক্ষ হুতাশ।
যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গদেবী,
সিন্ধুজলে কৈলা বাস।।
অপ্রমিত তেজ, অজিত বংশজ,
ইঙ্গিতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ্য হৈল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগরবংশ।।
ভজ সাধুচেতা, ত্যজ সর্ব্বকথা,
খণ্ডিবে দণ্ডীর পাশী।
জীবনে মরণে, ব্রাহ্মণ-চরণে,
শরণ লইল কাশী।।

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন

হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন। | গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ।।

এক ক্রোশ দূরে দৃষ্টি করিয়া তখন।
বৈরাটীর প্রতি পার্থ বলেন বচন।।
চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ।।
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ, রাজারে খুঁজিব।
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াইব।।
বামভিতে লহ রথ, যথা গবীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট-নন্দন।।
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করেন প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি।।
দুই শর দিয়া পড়ে গুরু-পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে। ।
দেখিয়া হইল গুরু আনন্দে বিভোর।
বড়ভাগ্যে, দেখিলাম মুখ আজি তোর। ।
সারথি কহিল, দেব কর অবধান।
প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান। ।
হাসিয়া কহেন গুরু, প্রহারী এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়। ।
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল।।
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর।
এক কর্ণে নিবেদিল শুভ সমাচার।।
আর কর্ণে কহিলেক, আসিলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি।।
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নহে ভাল, ভাল চাহ এইক্ষণে।।
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিল দ্রোণ দুই বাণ। ।
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল।।
উত্তর কহিল, কহ পাণ্ডব-মহান।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ। ।
ভাগ্যে কর্ণমূলে বান না কৈল ঘাতন।
মোর চিত্তে মারিলেক বলহীন জন।।
পার্থ বলে, দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত।
সদাকাল হন তিনি মোর প্রতি প্রীত।।
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ।।
আর বাণ কর্ণমূলে কহে প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নাহি, যত সাধ্য করহ সমর।।
এতেক বলিয়া পার্থ পায় মহাতাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুল-পাপ।।
আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড। ।
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড।।
আজি যদি দুষ্টাচার পড়ে মম আগে।
মুহূর্ত্তেকে প্রহারিব সিংহ যেন মৃগে।।
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মোর ইহার ভিতর।।
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথিমাঝ।
সেই সে আমার শত্রু, অন্যে নাহি কাজ।।
অস্ত্র মারি সমাকুল করি সেনাগণ।
তবে ত দুর্য্যোধনের পাব দরশন।।
অহঙ্কারী মানী মূঢ় অতি দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার।।
এতেক বলিয়া বীর তাহে প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পান অনেক খুঁজিয়া।।

সৈন্য মধ্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ বনে।।
উত্তরে বলেন, এই দেখ বামভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে।।
চালাহ সত্বর রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিরাটনন্দন।।
সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত।।
মস্তকে কিরীট ইন্দ্রদত্ত, অতি শোভা।
কর্ণেতে কুণ্ডল ইন্দ্রদত্ত, সূর্য্য আভা।।
গাণ্ডীব ধনুক অগ্নিদত্ত, বামহাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে।।
শঙ্খ সিংহনাদ করে, কণ্ঠে মণি হার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্নধার।।
রথের নির্ঘোষ গর্জ্জে বীর হনুমান।
আসিয়া ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান।।
দুষ্টিমাত্রে সকলেই মূর্চ্ছিত হইল।
আছুক যুদ্ধের কার্য্য, দেখি পলাইল।।
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয়।।
ধর্ম্মযজ্ঞ বান্ধবপ্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে এল ফল।।
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুঁজে।
সিংহ যেন মৃগ খুঁজি বুলে বনমাঝ।।
আমো হৈতে দূরে যদি পায় দুর্য্যোধন।
তখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন।।
এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধেয়ে আসে যত রথিগণ।।
দুর্য্যোধন বেড়ি সবে রহে চারি পাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর মনে মনে হাসে।।
হাসিয়া বলেন, শুন বিরাট নন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন।।
চল চল আগে তব গোধন ছাড়াব।
পাছে কুরুকুল-ক্লীবে খুঁজিয়া মারিব।।
রথ চালাইয়া দিল বিরাট নন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন।।
পার্থ কহে, ক্ষণকাল রাখ হেথা রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনের করি দিই পথ।।
এত বলি পার্থ বীর কৈল শরজাল।
বিচিত্র বরণ অস্ত্র যেন কালব্যাল।।
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর।।
নাহি দেখি অষ্ট দিক্ পৃথিবী আকাশ।
শূন্য পথ রুদ্ধ হৈল, না বহে বাতাস।।
মেঘে অন্ধকার যেন অমাবস্যা রাতি।
সারথিরে দেখিতে না পায় রথে রথী।।
অস্ত্র অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর।।
নাহি দেখি কোন দিক্ পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়ে জড়বৎ।।
চমৎকার হয়ে ডাকি বলে সর্ব্বসৈন্য।
ধন্য মহাবীর, তব জননী যে ধন্য।।
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এই কর্ম্ম করে কোন্ জনে।।
শুনি তবে পার্থ বীর পূরে দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীন-সত্ত্ব।।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া।।

www.bengaliebook.com

ধ্বজে হনূমান করে ভয়ঙ্কার নাদ।
চারি শব্দে তিন লোক গণিল প্রমাদ।।
শূণ্যেতে বিমানস্থিত যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুবল।
সৈন্যেতে বেড়িয়াছিল গোধন সকল।।
মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির।।
প্রলয়-সমুদ্র কিসে রাখিবেক কূলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোতজলে।।
পুচ্ছ উচ্চ করি ধায় যত গবী সব।
দক্ষিণে বাহির হৈল করি হাম্বারব।।
চরণে শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন।।
গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয়।
লয়ে যাহ গুরু, পূর্ব্বে আছিল যথায়।।
উত্তরে চাহিয়া তবে বলেন কিরীটী।
গবী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটী।।
চিত্তে পাছে কর, জিনিলাম সব কুরু।
গৃহে যাব পাইলাম আপনার গরু।।
ভুবন-বিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জনা।।
শরানলে দহিবারে পারে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল।।
দূরেতে আছয়ে, তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
শীঘ্র রহ লহ মম সৈন্যের ভিতরে।।
ইহা শুনি বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর।।
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইলা রথ বিরাট নন্দন।।
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরু-সেনাপতি।
নৃপতির রক্ষা হেতু অতি শীঘ্রগতি।।
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন।
ধাইয়া আসিল বেগে সূর্য্যের নন্দন।।
সহস্রেক রথী লয়ে কুরু-বংশপতি।
দুর্য্যোধন রক্ষা হেতু ভীষ্ম মহামতি।।
এক ভিতে নৃপতির ভাই ঊনশত।
আগুলিল পার্থে আসি সহস্রেক রথ।।
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি মহারথী।
এক ভিতে রক্ষা হেতু রহে কুরুপতি।।
ভীষদশন হস্তী পর্ব্বত-আকার।
মুষল মুদগর শুণ্ডে ধরে সবাকার।।
সহস্র সহস্র মত্ত গজ আগে করি।
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি।।
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে প্রপূরিল করি মার মার।।
মহাভারতের কথা পারাবারে তরী।
কাশীরাম দাস রচে কৃষ্ণ-পদে স্মরি।।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরকে কুরুসৈন্যের পরিচয় প্রদান

উত্তর বলিল, দেব কহিবে আমারে।
কোন্ কোন্ যোদ্ধা এই আসিল সমরে।।
পার্থ কহিলেন, দেখ বিরাট-কুমার।
সুবর্ণের বেদী শোভে রথধ্বজে যাঁর।।
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য প্রধান।।

যম সম শত্রু হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম রণে, এই যেন ধনুর্ব্বেদ।।
নহিলে নহিবে হেন বীর অন্য জনে।
সশস্ত্র থাকিলে জিনি অজেয় ভুবনে।।
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া।।
দ্রৌণীমধ্যে সযতনে রাখে তপোধন।
দ্রৌণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ।।
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহারে যে দিল।।
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অঙ্গজে।
সিংহের লাঙ্গুল শোভে যাঁর রথধ্বজে।।
কৃপীগর্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে, অন্য কোন্ জনা।।
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান ঋষিপুত্র গৌতমের নাতি। ।
শরবনে ভ্রাতা ভগ্নী দোঁহে জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পালিল।।
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত।।
ওই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্নগজ।।
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুরে জানে যার বল অনুপাম।।
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর।।
করিব মানস তার আজি আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ।।
চতুর্দ্দিকে সুবেষ্টিত শ্বেতচ্ছত্রগণ।
ওই দেখ মহামনী রাজা দুর্য্যোধন। ।
বৈদুর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর।।
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারত-বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ।।
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যাঁর ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা শীঘ্রহস্ত সর্ব্বলোকে পূজে।।
শান্তপুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতী কন্যা আনি দিলেন বাপেরে।।
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হয়ে তারে বর দিল সেইক্ষণ। ।
ইচ্ছামৃত্যু হও তুমি সংসার ভিতরে।
নাহিক মরণ, নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে। ।
ভীষ্ম বলি নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্র-কুলান্তক রামে জিনিলেক বলে।।
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশীরাম কহে, পাপ তাপ ব্যথাহারী।।

অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন

হেনমতে যত রথ রথী মহাবীরে।
একে একে দেখালেন অর্জ্জুন উত্তরে।।
পুনরপি উত্তরেরে কহে মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি। ।
আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে।।
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ।।

শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদগর।
পরশু ভূষণ্ডী ভিন্দিপাল যে তোমর।।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর।
ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে পড়িছে তোমর।।
পর্ব্বত-আকার হস্তী ভীষণ-দর্শন।
চরণে কম্পিত ক্ষিতি, জলদ গর্জ্জন।।
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবেতে যোড়েন তখন।।
না হতে নিমেষ পূর্ণ, ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করি প্রপূরিল দিকপাশ।।
বরিষাকালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর-তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই লাগে।।
পদাতি কুঞ্জর রথী যত হয়গণ।
জর্জ্জর করিয়ে বিন্ধে ইন্দ্রের নন্দন।।
চালায় সারথি রথ অতি বিচক্ষণ।
ক্ষিপ্রগামী মনোজব জিনিয়া পবন।।
বামে দক্ষিণেতে ক্ষণে আগে পিছে ছুটে।
ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে, ক্ষণে শূণ্যে উঠে।।
ক্ষণেক ভিতরে যায়, ক্ষণেক বাহির।
রথবেগে পড়ি গেল বহু মহাবীর।।
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে।
নাগে নাগান্তক যেন মারে কতূহলে।।
কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত।
খণ্ড খণ্ড হয়ে ক্রমে পড়ে চতুর্ভিত।।
ধনুর সহিত বাম হাত ফেলে কাটি।
বুকে বাজি পড়ে কেহ, কামড়ায় মাটি।।
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ, করে ছটফটি।
কাটিয়া ফেলিল কারো দন্ত দুই পাটি।।
শ্রবণ নাসিকা গেল, দেখি বিপরীত।
কাটিয়া ফেলিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।।
মধ্যদেশ কাটি পাড়ে কত শত বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন রথী উভে হৈল চীর।।
কাটিল রথের ধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড।
মধ্য চক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড।।
তীক্ষ্ণবাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল।
আর্ত্তনাদ করি পড়ে মহি বহু দল।।
চক্রাকারে ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত।
পেটেতে বাজিয়া কার, বাহিরায় অন্ত্র।।
এইমত মহামার করিল ফাল্গুনি।
সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনি।।
দুই দুই অঙ্গুলি অন্তরে অঙ্গ ছেদি।
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।।
বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে।
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।।
বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে।।
একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য দলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী।।
কালাগ্নি সমান শিক্ষা দেখি পার্থ বীর।
চক্ষু মেলি কার শক্তি চাহিবারে পারে।।
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের গোচর।।
কর্ণের অঙ্গজ ছিল বিকর্ণ নামেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে।।
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ।
ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ।।
দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কুণ্ড কাটিলেক তার।।

বিকর্ণ পড়িল, দেখি কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ যায মহাযোধ।।
সিংহ দেখি সিংহ যেন করেয়ে গর্জ্জন।
দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ।।
চিরকাল স্ববাঞ্ছিত মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি।।
দোঁহে দোঁহে দোঁহাকার হইল হরষ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ।।
রাধাসুত ত্যজ গর্ব্ব, ত্যজ সিংহনাদ।
আজি তব ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ।।
তোমারে মারিব, সবে দেখুক নয়নে।
নিস্তেজ করিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে।।
যখন কপটে দুষ্ট খেলাইলি পাশা।
মনে জাগে যত কিছু কৈলে কটুভাষা।।
সেই সব আজি তোমা করাব স্মরণ।
বহুদিনে তব সহ হৈল দরশন।।
হাসিয়া বলিল কর্ণ, দৈব বলবান।
যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান।।
তোরে মারি পাণ্ডবের দর্প করি চূর্ণ।
দুর্য্যোধন-মনোরথ করিব যে পূর্ণ।।
এত বলি কর্ণবীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশ বাণ।।
গাণ্ডীব ধনুকে চারি, চারি অশ্বে চারি।
উত্তরের দুই ভুজে দুই অস্ত্র মারি।।
ছাড়েন বিংশতি বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
দশ অস্ত্রে কর্ণ বীর কাটে সেইক্ষণ।।
পুনঃ ষড়বিংশ বাণ ছাড়েন কিরীটী।
সেই অস্ত্র কর্ণ বীর ফেলাইল কাটি।।
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন দশ খান।।
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র মারে, যেবা যত জানে।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে।।
বজ্রের প্রহারে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা।
ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি হয় আগুণের কণা।।
বাঁশবনে অগ্নি দিলে যথা শব্দ উঠে।
চট্ চট্ শব্দে অঙ্গে তথা অস্ত্র ফুটে।।
ঘন শঙ্খ পূরে ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
শব্দেতে পূরিল ক্ষিতি ধনুক টঙ্কার।।
সহস্র সহস্র বাণ একবারে এড়ে।
অন্ধকার করি দোঁহাকার গায় পড়ে।।
দোঁহে অস্ত্র নিবারিছে, রণে বিচক্ষণ।
বায়ুতে উড়ায় যেন মেঘ বরিষণ।।
সাধু কর্ণ, বলি ডাকে যত কুরুবল।
সাধু পার্থ, বলি ডাকে অমর সকল।।
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান।।
চারি অশ্ব কাটি তবে কাটে ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন।।
কর্ণেরে বিরথী করি সারথিরে নাশি।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রতি চান, মুখে মৃদু হাসি।।
শীঘ্রতর অন্য রথ যোগায় সারথি।
আর ধনু লয় কর্ণ অতি শীঘ্রগতি।।
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থেগিয়া বেড়ে।।
এড়েন গরুড়-বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ।।
অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
দশদিক মহাতেজ ধরে অগ্নিময়।।

যেমন প্রলয়কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যে হৈল হুতাশন-বৃষ্টি।।
পলায় সকল সৈন্য, কেহ নাহি রয়।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয়।।
ঘোর মেঘে বর্ষে যেন মুষলের ধার।
বায়ু-অস্ত্রে উড়ালেন ইন্দ্রের কুমার।।
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব-বাণ এড়ে ধনঞ্জয়।
সকল সৈন্যের মধ্যে হৈল পার্থময়।।
রথে রথে, গজে গজে, হৈল মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য হানাহানি করি।।
এইমত দুই বীর করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম।।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত, কেহ নহে ঊন।
দৈববলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন।।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ।।
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
চর্ম্ম ছেদি মর্ম্ম ভেদি অঙ্গে অস্ত্র ফুটে।।
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত।।
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সম্বরেন বাণ।
রথ লয়ে সারথি যে হৈল পাছুয়ান।।
কর্ণ-ভঙ্গ দেখি তবে যত কুরুশূর।
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হয়ে শতপুর।।
পদাতি মাতঙ্গ রথ রথী অতি বেগে।
নানা অস্ত্র শস্ত্র তারা ফেলে চতুর্দ্দিকে।।
পর্ব্বত আকার হস্তিগণ যূথে যূথ।
পার্থোপরি টোয়াইয়া দিলেক মাহুত।।
হাসিয়া গন্ধবর্ব-বাণ ছাড়েন কিরীটী।
পার্থরূপী মহাবীর সর্ব্বসৈন্য কাটি।।
আত্ম আত্ম সৈন্য ক্রমে হয় মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য আর্ত্তনাদ করি।।
রথধ্বজ পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
মুকুট কুণ্ডল হার নানা রত্নমণি।।
সারি সারি পড়ে হস্তী, কত রথধ্বজ।
পড়িল দীঘলদন্ত লক্ষ লক্ষ গজ।।
মেঘ চাপ দেখি যেন পর্ব্বত উপরে।
পড়িল মাতঙ্গযূথ দারুণ প্রহারে।।
যেন মহাবাতে নিবারিল মেঘমালা।
সমুদ্র লহরী যেন নিবারিল ভেলা।।
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেন কুরুবল।।
যে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ।
অর্জ্জুনে দেখয়ে যেন শমন সমান।।
দেখিয়া বিরাট পুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে পার্থ প্রতি কয়।।
এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব, কভু কর্ণে শুনিনু শ্রবণে।।
সাক্ষাতে দেখিনু আজি আপন নয়নে।
ক্ষত্র হয়ে হেন জন নহিবে নহিল।।
তোমার সারথি হৈনু, পূর্ব্বভাগ্য ছিল।।
এখন আমারে আজ্ঞা কর মহাশয়।
কোন্ ভিতে চালাইয়া দিব রথ- হয়।।
হাসিয়া কহেন পার্থ, কি কহ উত্তর।
কি দেখিলে, এখনি কি হইল সমর।।
দুরন্ত সাগরবৎ এ কৌরব-সেনা।
পার নাহি হইয়াছি, তার এক জনা।।
ওই দেখনীলবর্ণ যে রথ পতাকা।

কৃপাচার্য্য উনি হন মম পিতৃসখা।।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে।।
সপ্তকুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ যাঁর রথে।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার অগ্রেতে।।
কুরুবংশ গুরু তিনি দ্রোণাচার্য্য নাম।
বহু বর্ষ পরে দেখা, করিব প্রণাম।।
যদি গুরুদেব মোরে করেন প্রহার।
আমিও হানিব অস্ত্র, নাহিক বিচার।।
তাঁর পাছে অশ্বত্থামা, রাজা দুর্য্যোধন।
তথা রথ লহ মম বিরাট-নন্দন।।
যে রথে বেষ্টিত শ্বেতচ্ছত্র সারি সারি।
যত রাজগণ আছে যোড়হাত করি।।
অমরকুলের যথা কর্ত্তা পিতামহ।
আমার কুলের তেন ইহারে জানহ।।
পৃথিবীর যত রাজা পদে করে পূজা।
মম পিতৃ-জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম মহাতেজা।।
তথাপিও বশ তিনি কুরু-নৃপতির।
এই হেতু ভয়ে বড় কাঁপিছে শরীর।।
দুর্য্যোধন রক্ষা হেতু যদি করে রণ।
কিমতে তাঁহার অঙ্গে করিব ঘাতন।।
অতি বড় দয়া তাঁর আমা পঞ্চ জনে।
পিতৃশোক না জানিনু তাঁহার পালনে।।
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয় জাতি, নাহি উপরোধ।
পরাপর নাহি জ্ঞান যুদ্ধে হৈলে ক্রোধ।।
বেদব্যাস বিমন্থন করি বেদসিন্ধু।
জগতের হিতে জন্মালেন ভারতেন্দু।।
মূঢ় মূর্খ অজ্ঞান যতেক অন্ধজনে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হয় যাহার শ্রবণে।।
গণেশে লেখক করি বিরচিল ব্যাস।
মনোগত অন্ধকার করয়ে বিনাশ।।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দে।
পীয়ে সাধুজন নিঙ্গড়িয়া সেই চান্দে।।

সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন

একা পার্থ মহা আর্ত্ত করিল কৌরবে।
দেখিবারে সুরাপুর আসিলেন সবে।।
হংস-পৃষ্ঠে অষ্ট দৃষ্টে চাহে প্রজাপতি।
বৃষারূঢ় শশীচূড় ভূষণ বিভূতি।।
গজস্কন্ধে সুরবৃন্দে আসিল সুরেন্দ্র।
রবি করি সঙ্গে সৌরী সহ গ্রহবৃন্দ।।
বায়ু মৃগে, অগ্নি ছাগে নরে বৈশ্রবণ।
মৎস্যোপর জলেশ্বর, মহিষে শমন।।
সিংহ শিখী মূষে থাকি সপুত্র পার্ব্বতী।
অষ্টবসু কোলে শিশু ষষ্ঠী অরুন্ধতী।।
কাদ্রবয় বৈনতেয় অশ্বিনী-কুমার।
শুনি রস চতুর্দ্দশ মর্ত্ত্যে আগুসার।।
স্বায়ম্ভুব আদি সব এল প্রজাপতি।
হৃষ্টমন সর্ব্বজন আসিলেন ক্ষিতি।।
প্রশান্ত মূরতি অশ্বিনীকুমার দ্বয়।
চতুর্দ্দশ রস যতেক শূন্যেতে রয়।।
স্বায়ম্ভুব আদি যত সব প্রজাপতি।
শূন্য হতে হৃষ্ট মনে চাহে পার্থ প্রতি।।
যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর আর রক্ষেশ্বর।
এইরূপে আসিলেন যতেক অমর।।

মধুর সৌরভেতে দশদিক পূরিল।
দেবদেবী সবে মিলি পুষ্পবৃষ্টি কৈল।।
দিব্যগন্ধেতে সমর-ভূম আমোদিল।
কাশীরাম দাস পয়ার ছন্দে গাহিল।।

অর্জ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাট নন্দন।
বায়ু বেগে নিল রথ কৃপের সদন।।
প্রদক্ষিণ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ।
মৎস্য যেন জালমধ্যে করিল বন্ধন।।
কৃপের সম্মুকে রথ লইল বৈরাটী।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করেন কিরীটী।।
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতমী শুনি শঙ্খের নিঃস্বন।।
আগু হয়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই শঙ্খ-নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল।।
ক্রোধে কৃপাচার্য্য যেন জ্বলিয়া উঠিল।
আকর্ণ পূরিয়া ধনুর্গুণ টঙ্কারিল।।
দশ বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
দশ বাণ কাটি বীর করে কুড়ি খান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করেন সন্ধান।।
জলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়।।
বিচলিতাসন কৃপাচার্য্যে দেখি ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র।।
ক্ষণেক সম্বরি কৃপ নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান।।
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
কৃপের ধনুক করিলেন খান খান।।
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হৈতে খসে যেন সর্প-জীর্ণ-ত্বচ।।
পুনঃ অন্য ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে।।
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটি করিলেন খান খান।।
পুনঃ অন্য ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে।।
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটি করিলেন খান খান।।
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে।।
দেখিয়া গৌতমী যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে।।
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ দর্শন।
নানা রত্ন ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন।।
ছাড়িলেন শক্তি, আসে হয়ে শব্দবান।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করেন দুখান।।
দিব্যাস্ত্র সন্ধান করি তবে ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়।।
ছয় বাণে কাটি তবে ফেলে শর তূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন।।
সারথি মুকুট হয় রথ হৈল ছন্ন।
চতুর্দ্দিকে কুরুগণ হৈল ছিন্নভিন্ন।।
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা লয়ে তবে আসে ক্রোধবশে।।

হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ।।
খণ্ড খণ্ড করি ফেলিলেন গদা কাটি।
সব গদা গেল, শুধু রহে বজ্রমুষ্টি।।
নিরস্ত্র হইল কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরী কেবল।।
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন।।
অম্বরে অমরবৃন্দ দেখেন কৌতুক।
লাজে শরদ্বান-পুত্র হন অধোমুখ।।
চতুর্দ্দিক হৈতে তবে আসি যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন।।

দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভব

কৃপাচার্য্য ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট কুমারে।।
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
শীঘ্র রথ লহ মোর তাঁহার অগ্রেতে।।
শুনিয়া বিরাট পুত্র বায়ুসম বেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে।।
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
আগুবাড়ি নিজে গুরু আসে কত পথ।।
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়ে গিয়া দুই পদতল।।
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন।।
কর যুড়ি গুরুদেবে বলে ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কি কারণে দেখি মহাশয়।।
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আপনে।
আমারে মারিবে অস্ত্র হেন লয় মনে।।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন্ দোষে দোষী পায় নহি যে দোষিত।।
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে।।
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
অজ্ঞাত বঞ্চিনু এক বর্ষ ক্লীববেশে।।
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুষ্টগণ।
এত দিনে পাইলাম তার দরশন।।
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে।।
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবে ক্রোধ।
তব ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ।।
আজ্ঞা কর, একভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়ে, ছাড়ি দেহ পথ।।
হাসিয়া বলেন দ্রোণ, এ কোন্ উচিত।
কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত।।
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবে ঘাতন।
কিমতে দাঁড়ায়ে আমি করিব দর্শন।।
পার্থ বলে, পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমারি শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।।
ইহা শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ।।
তিন শত অস্ত্র মরে অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর।।
ব্যর্থ বাণ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর।
অর্জ্জুনে মারিল পুনঃ সহস্র তোমর।।

অন্ধকার করি যায় গগন মণ্ডলে।
শরতের কালে যেন হংসপংক্তি চলে।।
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ।।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সম্বর সম্বর বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি।।
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হতে বৃষ্টি হয় মুষল মুদগর।।
পরশু তোমর জাঠি, নাহি লেখাজোখা।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যেন জ্বলন্ত উল্কা।।
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল, সম্বরহ ধনঞ্জয়।।
দেখিয়া অর্জ্জুন, বাণ এড়েন গন্ধর্ব্ব।
নিমিষেতে নিবারেন গুরু অস্ত্র সর্ব্ব।।
দোঁহে দিব্য শিক্ষা, রণে না করে বিশ্রাম।
গুরু শিষ্যে এই মত হইল সংগ্রাম।।
ক্রোধে গুরু, পঞ্চ বাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে।।
পুনঃ দিব্য বাণ পূরে গুরুদেব দ্রোণ।
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ।।
না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ।।
দ্রোণের বিক্রমে উল্লসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেকে অস্ত্র তার কাটেন অর্জ্জুন।।
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেন সহস্রেক বাণ।।
সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্রে গগণেতে মহাশব্দ হৈল।।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য্য, রুধিল বাতাস।।
অস্ত্র অস্ত্র ঘরিষণে হৈল উল্কা বৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে একদৃষ্টি।।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন।।
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন।।
তবে পার্থ ইন্দ্র-অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে।।
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারেন তখন।
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগন।।
যেন মহা-দাবানলে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্র-অগ্নি আচ্ছাদিল, নাহি দেখি পথ।।
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে, নাহি দেখি আর।
যতেক কৌরবদল করে হাহাকার।।
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম কত করে বরিষণ।।
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হৈল পার্থ আগে।।

অশ্বত্থামার যুদ্ধ ও পরাজয়

যেই বেগে হৈল আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয়।।
অশ্বত্থামা আগে পড়ে কাটা রথচূড়া।
না করিতে রণ আগে রথ হৈল মুড়া।।
লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ।।

প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে।
সেইমত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে।।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, অস্ত্রে আচ্ছাদিল।
থাকুক অন্যের কাজ, পবন রুধিল।।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপাম।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর, রাবণ শ্রীরাম।।
পূর্ব্বে যথা যুদ্ধ হৈল দেবতা অসুর।
দোঁহার ধনুক-ঘোষে কম্পে তিন পুর।।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি, নাহি লেখাজোখা।
অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্য নাহি দেখা।।
চট্ চট্ শব্দ উঠে, কর্ণে লাগে তালি।
দোঁহা অস্ত্র দোঁহে কাটে, দোঁহে মহাবলী।।
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবৎ ক্রমে যেন বায়ু সম গতি।।
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণি চিন্তিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ।।
কি করিতে পারে তাহে মনুষ্য-পরাণ।
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত।।
সপ্তচত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত।
ধনুকে বিংশতি, ধনুর্গুণে সপ্ত শর।
কপিধ্বজে দশ, দশ উত্তর উপর।।
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি।।
কভু বা দক্ষিণ হস্তে বিন্ধে কভু বামে।
এইমত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে।।
অক্ষয় পার্থের তূণ, পূর্ণ অস্ত্রচয়।
যত ব্যয় তত হয়, নাহি তার ক্ষয়।।
সেইমত দ্রোণ পুত্র অস্ত্রবৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল।।
সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে পুনঃ পুনঃ।
দ্রৌণির হইল ক্রমে শরশূন্য তূণ।।

কর্ণের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ও পলায়ন

রণমধ্যে অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল।।
বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি দত্ত।
আকর্ণ পূরিয়া ধায় যেন গজ মত্ত।।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রৌণিরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে।।
ক্রোধে কয় ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ।
হে রাধেয় মুঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ।।
সতত কহিস্ করি মহা অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার।।
তাহার পরীক্ষা আজি করিব এক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে।।
সভামধ্যে বসি যত কৈলে অহঙ্কার।
ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার।।
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
তার প্রতিশোধ পাবি এই কথা বলি।।
ধর্ম্মপাশে বন্দী আছিলাম সেইকালে।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে।।
অগ্নিসম অঙ্গমাজে দহিছে সে ক্লেশ।
অরণ্যের মহাকষ্ট, অজ্ঞাত বিশেষ।।
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরব সকল।।

এত শুনি কহে তবে কর্ণ মহাবীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু, নির্ভয় শরীর।।
যে কহিলে ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি।
যত পরাক্রম তোর, যতেক শকতি।।
পাশাকালে দ্রৌপদীর যত অপমান।
মনে মনে আজি তাহা অন্তরেই জান।।
দ্রোণ স্থানে ইন্দ্র-স্থানে সে অস্ত্র পাইলি।
যে পার করহ শীঘ্র, এই তোরে বলি।।
ইন্দ্রাদি সঙ্গে কির যদি আসিস্ রণে।
বাহুড়িয়া যাবি হেন না করিস্ মনে।।
ইহা শুনি হাসি হাসি বলে ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে, সে কি হেন কথা কয়।।
এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর।।
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন্ মুখে কহ হেন এ দর্প বচন।।
যাহা কহ, নহ শক্য করিতে যে কাজ।
রণমাঝ কহিতে না ভাব তুমি লাজ।।
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়িলেন বাণ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান।।
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কুলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল।।
তবে দিব্য পঞ্চ বাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিল কর্ণের কাটি ধনুকের গুণ।।
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ।
সে গুণ কাটিয়া তবে ফেলেন অর্জ্জুন।।
গুণ চড়াইতে কাটিলেন ধনঞ্জয়।
ধনু ছাড়ি শক্তি নিল সূর্য্যের তনয়।।
এড়িলেন শক্তিগোটা, সূর্য্য সম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আসে গগন মণ্ডলে।।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড।।
কাটিলেন মত্ত হস্তিধ্বজ শোভাধার।
দেখিয়া কৌরব-সৈন্য করে হাহাকার।।
কর্ণের সহায় ছিল বহু রথিগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ।।
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায় সকল।।
দিব্য বাণ এড়িলেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
কর্ণের কবচ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।।
আঘাতে ব্যথিত হয়ে তবে অঙ্গনাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাহি সাথ।।
বিশেষে অর্জ্জুন-বাণে শরীর পীড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণবীর পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।।

শকুনির লাঞ্ছনা

কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর।।
পলায় দুর্ম্মুখ বিবিবংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল।।
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালালেন বেগে।।
শকুনিরে আগুলিয়া রাখিলেন রথ।
বিহ্বল সৌবল, পলাইতে নাহি পথ।।
মুখেতে উড়িল ধূলা নাহি সরে কথা।
অর্জ্জুনে দেখিয়া দুষ্ট হেঁট করে মাথা।।

অর্জ্জুন বলেন, কোথা পালাও মাতুল।
আমাদের যত কষ্ট, তুমি তার মূল।।
তোমারে মারিলে হয় দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশার হও তুমিই কারণ।।
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন, নাহি কহ ভাষা।।
ধনুক করিব পাশা, অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি, যত তোর পক্ষ।।
তুমি সে কৌরব কুলে দুষ্ট বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচে, যদি কাটি তোর মাথা।।
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত, তোমারে যুয়ায়।।
তোমার শকতি নাহি আমারে মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে।।
অবধ্য তোমার শত্রু, জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে না পার কদাচনে। ।
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দহন করিতে।।
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে রবে কোন্ জন।
প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাহ অর্জ্জুন।।
ইহা বলি বিধ্য অস্ত্র ধনঞ্জয়ে মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে।।
শুনিয়া পার্থের মনে হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করেছে পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন।।
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ঘুরে শকুনির কুমারের চাক।।
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে।।
অদ্ভুত দেখে যে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার সম ঘুরে সুবল-নন্দন।।
বিপাক দেখিয়া শকুনির লোকে হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে হীনবাসে ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর।।
মহাভারতের কথা বর্ণিতে অপার।
কাশীরাম দাস কহে, ভক্তি সুধাসার।।

ভীষ্মের যুদ্ধ ও পরাজয়

উত্তরে চাহিয়ে বলিলেন ধনঞ্জয়।
হেথা হৈতে লহ রথ বিরাট- তনয়।।
ভয়েতে আবৃত হয়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায়।।
ক্ষুদ্রজীবী হীনবলে মারি কোন্ কর্ম্ম।
বিশেষে ভয়ার্ত্ত জনে মারিলে অধর্ম্ম।।
যথায় শান্তনু পুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর সন্নিধানে মম রথ লহ। ।
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে তবে জিনি সর্ব্বজনা।।
উত্তর বলিল, মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার।।
এই দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
শব্দেতে বধির দেখ হৈল মম কর্ণ।।
কুম্ভকার চক্র প্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, না দেখি নয়নে।।
তোমার গর্জ্জন আর মহা হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক-টঙ্কার।।

শরীরের রক্ত মোর হৈল জলবৎ।
দিকগণ ভ্রমে যেন নাহি দেখি পথ।।
বিশেষে তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবারে থাক কভু কর্ণে নাহি শুনি।।
কখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ।।
অনুক্ষণ দেখি দনু মণ্ডল আকার।
শতহস্ত হও চিত্তে লাগয়ে আমার।।
পূর্ব্বের সে রূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় হয় মন।।
শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায়।।
পার্থ বলে, কি কহিছ বিরাট-কুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার।।
সমূহ শত্রুর মাঝে কহিছ এমত।
কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ।।
স্থির হও, ভয় ত্যজ, ধর অশ্বদড়ি।
চাপিয়া বৈসহ, লহ প্রবোধের বাড়ি।।
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাট-নন্দন।।
আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা।
দেখুক আমার তেজ আজি সর্ব্বজনা।।
ক্ষিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব রক্ত নদী, দেখাইব যম।।
রুধির করিব নীর, কুন্তীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব, মীন হবে নর।।
হস্ত পদ হবে সব তৃণ কাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসি যাবে যত সব রথ।।
কি যুদ্ধ দেখিয়া তব শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র তোর হেন কর্ম্ম কি যুয়ায়।।
কালানল প্রায় দেখ এই ভীষ্ম বীর।
কুরুসৈন্য মীন, যেন সাগর গভীর।।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে।।
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি।।
নিবাতকবচ পুলোমাদি কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেমপুরবাসী অপ্রমেয়।।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বায়ে উড়াইনু যেন শিমূলের তূলা।।
সেইমত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র-পরাক্রমে বৈস রথের উপর।।
এত বলি অঙ্গে তার হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শান্ত আশ্বাস করিয়া।।
উত্তর বসিল পুনরপি সিংহবৎ।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ।।
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থে দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর।।
পিতামহ পদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে।।
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারিল তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন।।
রক্ষক আছিল ভীষ্ম-রথে চারি জন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন।।
আগু হয়ে পথে আসি আগুলিল পথ।
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের মত।।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ।।

হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চ শর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর।।
বেগে পলাইয়া যায়, নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক কাছে।।
দুবানে দুর্ম্মুখে পার্থ করে অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুই জন।।
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম।।
পার্থ বলিলেন, দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার।।
বিরাটের গবী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমত কুকর্ম্ম নাহি তোমা শোভা পায়।।
গরগবী নিলে দেব যত হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি, অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ।।
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ গরগবী নিতে।।
ভীষ্ম বলে, নাহি আসি গবীর কারণ।
তুমি আছ এই স্থানে, শুনিনু বচন।।
বহুদি নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আসিলাম এ নিমিত্ত।।
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে, বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পররাজ্য জন।।
আমার এ ধন রাজ্যে কোন্ প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ।।
পার্থ বলে, পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে।।
তোমার প্রসাদে মোরা ভাই পঞ্চ জনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে।।
তুমি যে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশ কর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু।।
এমত সময়ে তুমি হইলে সদয়।
তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য জয়।।
পাশাকালে দুঃখ পাই, জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে।।
আজ্ঞা কর একভিতে নিতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়া, ছাড়ি দেহ পথ।।
ভীষ্ম বলে, আমি রক্ষা করি দুর্য্যোধন।
মোরে না জিনিলে কোথা পাবে দরশন।।
অর্জ্জুন বলেন, তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীত্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ।।
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর।।
অষ্টগোটা সর্প সম সেই অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুন উপর।।
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয়।।
মহাশব্দে আসে বাণ ভাস্কর সমান।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান।।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
নানাবর্ণে এড়িলেন চোক চোক শর।।
দোঁহে দোঁহাকার বাণ করেন বারণ।
অনিমিষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন।।
অনলে বরুণ মারে, বায়ব্যে বারুণি।
আকাশে বায়ব্য মারে, শীতেতে আগুনি।।
পন্নগে পন্নাগাসন, বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃ পুনঃ দোঁহে অস্ত্র ছাড়ে এইমত।।
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চট্ চট্ শব্দ যেন হৈল অপ্রমিত।।

দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে সদা শ্রমজল বয়।।
সাধু পার্থ, সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ।।
ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
ভীষ্মের হাতের ধনু করেন ছেদন।।
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান।।
দিব্য অস্ত্রে কাটে পার্থ কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ দশ বাণ দিয়া করেন প্রহার।।
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয়।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুন পুণ্যবাণ।।

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্যের মোহপ্রাপ্তি

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখি ক্রোধে ধায় কুরুপতি।।
গজেন্দ্র চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি ধায় ক্ষত্রিয়-সমাজ।।
ঊনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সবে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে।।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করেন দশ বাণ।।
কাটিয়া পাড়েন তার ভয়ঙ্কর ধনু।
কবচ কাটেন দুই, ছয় বাণে তণু।।
প্রহার করিল ভল্ল গজেন্দ্র-মস্তকে।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ শত মথে।।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া ভূমিতলে পড়ে দুর্য্যোধন।।
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি যত সহোদর।
পাছু নাহি চাহে সবে পলায় সত্বর।।
পাছু থাকি ডাকে ঘন পার্থ ইন্দ্রসুত।
কি কর্ম্ম করিস্ লোকে শুনিতে অদ্ভুত।।
সসৈন্যে পলাস্ সঙ্গে শত সহোদর।
বলাও ধরণী-মাঝে তুমি দণ্ডধর।।
যুধিষ্ঠির নৃপতির আজ্ঞাকারী আমি।
মোরে দেখি পলাইস্ হয়ে ক্ষিতিস্বামী।।
সসৈন্য পলায়ে যাস্ শৃগালের প্রায়।
এই মুখে রাজ্যভোগ ইচ্ছ হস্তিনায়।।
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে।।
শত্রু নিজ বশ হলে, কে ছাড়ে মারিতে।
যদি মারি কোথা পথ পাবি পলাইতে।।
ছাড়িলাম লয়ে যাহ নির্লজ্জ জীবন।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি, মানী দুর্য্যোধন।।
পলাইলি মম ভয়ে শৃগালের প্রায়।
এই মুখে গবী নিতে আসিলি হেথায়।।
পলায়িত জনে আমি না মারি কখন।
ভীমসেন হৈলে তোর নাশিত জীবন।।
অর্জ্জুনের এইরূপ কটুবাক্য শুনি।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী।।
লাঙ্গুলে মারিলে যথা নেউটে ভুজঙ্গ।
অঙ্কুশ কর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্গ।।
নেউটিল দুর্য্যোধন, দেখি বীরগণ।
চতুর্দ্দিকে ধেয়ে পুনঃ আসে সর্ব্বজন।।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপা অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ।।
সহস্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে।।
মুষল মুদগর জাঠি শূল ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সবে করে শরজাল।।
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্য বাণ।
সবাকার দিব্য অস্ত্র কৈল খান খান।।
গজেন্দ্র মণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী।।
সিন্ধু-জল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুবল মথে পার্থ হয়ে একেশ্বর।।
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে।
ভৈরব মূরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে।।
গাণ্ডীবের মূর্ত্তি অস্ত্র বিনা নাহি দেখি।
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মারে দিন কার ঢাকি।।
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ।।
তথাপিহ কুরুকুল যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল।।
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল।।
পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিলে বহুত।
না জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত।।
ছাড়ি গেলে, কৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি, ইহা সমস্যা হইল।।
তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন নামে অস্ত্র মাহে রিপুগণ।।
মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারিলেন বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ, নাহি কার জ্ঞান।।
রথে রথী পড়ে, অশ্বে পড়ে আসোয়ার।
গজেতে মাহুত পড়ে, নিদ্রিত আকার।।
সর্ব্বসৈন্য মোহপ্রাপ্ত, দেখিয়া অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ।।
উত্তরে বলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুত্তলী বসন।।
অনিহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে।।
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর।।
সবে মুগ্ধ হইয়াছে, নাহি তব ভয়।
যথাসুখে আন গিয়া, যাহা মনে লয়।।
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
উত্তম উষ্ণীষ উত্তর বাছিয়া লৈল।।
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূর কেশ মুক্ত করি।।
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে।।
এমত উত্তর করি বহু বহু জন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন।।
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি করে সেইক্ষণ।।
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণী-মণ্ডলে।
বিচিত্র কানন যেন বসন্তের কালে।।
পড়িল অনেক সৈন্য, লিখনে না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেই, সেও মৃতপ্রায়।।
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি, দেখি লাগে ভয়।
রক্ত মাংসাহারী ধায় সানন্দ হৃদয়।।

www.bengaliebook.com

শৃগাল কুক্কুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল।।
শোণিতে বহয়ে নদী, অতি বেগবতী।
হয় রথ পদাতিক ভাসে মত্ত হাতী।।
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
যোগিনী পিশাচ ভূত প্রেতগণ সাথে। ।

মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণব।
বিরাটপর্ব্বে অজ্ঞাতে বঞ্চিল পাণ্ডব।।
গবী-হরণ কাহিনী সুধাসিন্ধু মত।
শ্রবণে ঘুচয়ে তার পাপ তাপ যত।।
গো-রক্ষায় ধনঞ্জয়ের রণ অভিসার।
রণক্ষেত্রে চামুণ্ডা হইল আগুসার।।

রণভূমে চামুণ্ডার আগমন

আইল চামুণ্ডা, করে খর খাণ্ডা,
গলে দোলে মুণ্ডমালা।
লহ লহ জিহ্বা, বিদ্যুতের প্রভা,
ঘন বদন করালা।।
বিকট দশানা, শোণিত রসনা,
ভৈরবী ভৈরব ডাকে।
সঙ্গে শত শিবা, অতিশয় শোভা,
ভূত প্রেতগণ থাকে।।
সবার কুণ্ডল, মিহির কুণ্ডল,
দোলয়ে যুগল গণ্ডে।
দনুজ-দলনী, সক্রোধে চাহনি,
গলে নরমালা মুণ্ডে।।
যুগ্ম পয়োধর, জিনিয়া ভূধর,
দশ অষ্ট চতুর্ভূজা।।
অধরে বারুণী, সদা মুক্তবেণী,
সর্ব্বদেব করে পূজা।।
উদর সমুদ্র, সশঙ্কিত রুদ্র,
গম্ভীর উচ্চ শবদা।
পর্ব্বত-কন্দর, সদৃশ খর্পর,
সদাই আনন্দ-হ্রদা।।
চিরদিন কৃষ্ণা, সাতিশয় তৃষ্ণা,

সংগ্রাম শুনিয়া আইসে।
দেখি কুতূহলে, হাসে খল খল,
কম্পে সুরাসুর ত্রাসে।।
সঙ্গে সহচর, ভূচর খেচর,
ধেয়ে চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
ফেলি নরমুণ্ডে, তুলি ধরে তুণ্ডে,
যেমন গেন্দুয়া পড়ে।।
করতালি বাদ্যে, রণভূমি মধ্যে,
নাচয়ে বিহ্বল মতি।
কটিতে সুন্দর, ব্যাঘ্র-চর্ম্মম্বর,
চরণে বিদরে ক্ষিতি।।
ঘোর রণস্থলী, আথালি পাথালি,
পড়িল তুরঙ্গ-সেনা।
নদী বহে রক্তে, খরতর স্রোতে,
পর্ব্বত সদৃশ ফেনা।।
তুরঙ্গম সব, সদৃশ কচ্ছপ,
কুম্ভীর মকর গজ।
রথ সহ রথী, যেন যুথপতি,
ভাসি যায় রথধ্বজ।।
ছত্র হৈল পত্র, পুষ্প হৈল বস্ত্র,
ভুজ কমলের দণ্ড।
সদৃশ জলধি, তৃণ কাষ্ঠ আদি,
ভাসে কর-পদ খণ্ড।।
কাটা পদ কর, ছিন্ন কলেবর,
শত শত ছত্র দণ্ড।
দীঘল কুন্তল, শ্রবণে কুণ্ডল,
ভাসি যায় নরমুণ্ড।।
প্রলয় গম্ভীর, বহিছে রুধির,
ক্রীড়য়ে কালীর গণ।

কত উঠে ডুবে, ধরি আনি সবে,
ভক্ষয়ে মেলি বদন।।
খর্পর ভরিয়া, উদর পূরিয়া,
করিয়া রুধির পান।
অর্জ্জুনে কল্যাণ, করি নিজ স্থান,
কালিকা কৈল প্রয়াণ।।
ভারত-অমৃত, পিয়ে অনুব্রত,
শ্রুতিযুগে সাধুজন।
কালী-পদযুগে, কাশীদাস মাগে,
দাসার্থে নন্দ-নন্দন।।

দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের নানা দুরবস্থা

সৈন্য হৈতে বাহিরায় তবে পার্থ বীর।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।।
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গীয়ান যত সেনাগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে, শ্বাস ঘনে ঘন।।
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয়।।
আজ্ঞা কর, কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতা পিতামহ সবে সেবক তোমার।।
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমর।।
অর্জ্জুন কহেন, তোরা না করিস ভয়।
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক হৃদয়।।
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি, বিনয়ী যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন।।
তবে কতদূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ।।
একজন-মুখ আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায়।।
কার শিরে নাহি পাগ, কার শিরে বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ।।
দূরে থাকি ধনঞ্জয় মারে দশ বাণ।
গুরু-বৃদ্ধ-পদরজে করিতে প্রণাম।।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটি।
দুর্য্যোধনের মুকুট পাড়িলেন কাটি।।
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায়।।
দ্রোণাচার্য্য বলেন, না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয়।।
তোমারে অর্জ্জুন যদি নিশ্চয় মারিবে।
মস্তক থাকিতে কেন মুকুট কাটিবে।।
বিশেষে নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোমা করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মানিতে না পারে।।
সে হেতু ক্ষমিল তোমা, করি অনুমান।
বৃকোদর হৈলে নিত সবাকার প্রাণ।।

www.bengaliebook.com

চল চল হেথা হৈতে, বিলম্ব না সয়।
মনে হয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায়।।
হেনকালে বলিতেছে শকুনি-সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি।।
শুনি, কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ।।
কেহ বলে, তারে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল।।
কেহ বলে, যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে, আগু পলাইল হেন জানি।।
রাজা বলে, মাতুলেরে খুঁজ, কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল।।
অনেক ভ্রমই করি সবে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত।।
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাতে পায়।
ডাক দিয়া বলে মোর প্রাণ বাহিরায়।।
মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ।
নৃপতিরে কহে গিয়া সব বিবরণ।।
শকুনির দুরবস্থা সভামধ্যে দেখি।
কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ ঠারে আঁখি।।
সহসা সুশর্ম্মা রাজা আসি উপনীত।
আপনা হৈতে দেখে রাজাকে দুঃখিত।।
কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নরপতি, দেরী নাহি সয়।।
বিরাট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া।।
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একাকী পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে।।
বড় ধর্ম্মশীল রাজ-সভাসদ্ কঙ্ক।
দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক।।
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য নিপাত করিবে।।
কোথা আছে দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন।
এইমাত্র শুনি রাজা তাহার বচন।।
গজ শুণ্ডে ধরি তুলি অন্য গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ, রথ রথেতে প্রহারে।।
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা, হেন মনে লয়।।
কৃপাচার্য্য বলিল, এ কিছু অন্য নয়।
কীচকে মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব- আলয়।।
ভীষ্ম বলে, সুশর্ম্মা যে কহে সত্য কথা।
তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা।।
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর।
আসিলে সে জন ভাল নহে নৃপবর।।
যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সদয় হৃদয়।।
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত ইহার।
আজিকার মধ্যে হৈত সবার সংহার।।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয়।।
শরণ লইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে।
চল চল শীঘ্র, সেই আসিবারে পারে।।
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনা নগরে সবে গেল দুঃখমনে।।
আকাশে অমরবৃন্দ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজ নিজ স্থানে যান পার্থে বাখানিয়া।।

www.bengaliebook.com

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্ববৎ বান্ধি রাখে সব ধনুর্গুণ।।
দুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল।।
হনূমন্ত-ধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
সারথি হইয়া পার্থ নিল কড়িয়ালী।।
উত্তরে চাহিয়া তবে বলে ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয়।।
লোকে যেন নাহি জানে, এ সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন।।
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন।।
পিতার সম্মান হবে, লোকেতে পৌরুষ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ।।
উত্তর বলিল, ইহা কিমতে হইবে।
কহিলে কি লোকে ইহা প্রত্যয় করিবে।।
যে কর্ম্ম করিলে তুমি আজকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন নাহি ত্রিভুবনে।।
আমি করিলাম, ইহা কহিব স্বমুখে।
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত হাসিবেক লোকে।।
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে।।
তবে পার্থ কহিলেন, যাব সন্ধ্যাকালে।
জয়বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে।
রণজয় বার্ত্তা তব দিবে অন্তঃপুরে।
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তরে।।
উত্তর দূতেরে তবে করেন প্রেরণ।
দ্রুতগতি দূত পুরে চলিল তখন।।
মহাভারতের কথা বর্ণিতে কে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে।।
শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার।।
সাধুলোক গুণকথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয়।
অতএব করি আশা, মোরে সাধুজনে।
মূর্খ জন জানি ক্ষমা দিবে নিজগুণে।।
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়।
পাইব পরম পদ যাঁহার কৃপায়।।

বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা-ক্রীড়া

হেথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া।।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট ভূপতি।
আগুসারি নিল আসি যতেক যুবতী।।
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তর না দেখি রাজা বলিছে বচন।।
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর।।
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন।।
গোপেরা আসিয়া তবে দিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার।।
দ্বিতীয় নাহিক রথী, সারথি না ছিল।
সারথি করিয়া বৃহন্নলা পুত্র গেল।।
ইহা শুনি নরপতি শিরে হানে ঘাত।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তে মুখে দিয়া হাত।।
এমত কুবুদ্ধি কেন পুত্রের হইল।
কুরুসৈন্য মধ্যে পুত্র একা রণে গেল।।
যেই সৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন।
ইন্দ্র জিনিবারে পারে এক এক জন।।
হেন সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
তাহাতে সারথি বৃহন্নলা নপুংসক।।
এহেতু আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস।
বৃহন্নলা কৈল যাত্রা, লোকে উপহাস।।
যত যোদ্ধাগণ সবে যাহ শীঘ্রগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি।।
এতক্ষণ জীয়ে, কি না জীয়ে, নাহি জানি।
শীঘ্র শুভবার্ত্তা মোরে পাঠাবেক শুনি।।
এতেক বচন রাজা বলে বার বার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার।।
চিন্তা না করহ রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি।।
যদি সাথে আনে দেব ইন্দ্রাদি কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব।।
এইরূপে বিরাটেরে কহে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত।।
প্রণমিয়া নৃপবরে বলে যোড় করে।
উত্তম কুমার রাজা পাঠাইল মোরে।।
কুরুসৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল।।
আসিছে সারথি সহ কুমার উত্তর।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার।।
শুনিয়া আনন্দে মোহে বিরাট নৃপতি।
ধর্ম্মপুত্র তবে কহিছেন তাঁর প্রতি।।
বড় ভাগ্যে নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলে।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিলেক হেলে।।
পূর্ব্বে কহিয়াছি, বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে ইহা বিচিত্র কি কথা।।
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ প্রতি।
দূতগণে পুরস্কার কর শীগ্রগতি।।
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধে আজি জিনে একেশ্বর।।
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটি সব কর সমসর।।
দিব্য দিব্য গন্ধ-বৃক্ষ রোপহ দুসারি।
মঙ্গল বাজনা কর নাচুক নরনারী।।

www.bengaliebook.com

যতেক কুমার যাহ সুসজ্জ হইয়া।
আগুবাড়ি উত্তরেরে আন সবে গিয়া।।
উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শীঘ্রতর।
বৃহন্নলে আন সবে করিয়া আদর।।
এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
নৃপ-আজ্ঞা মত কাজ করিল তখন।।
হৃষ্ট হয়ে বলে রাজা চাহি ধর্ম্মকারী।
খেলিব সম্প্রতি, শীঘ্র আন পাশা-সারি।।
ধর্ম্ম বলিলেন, রাজা নহে এ সময়।
হর্ষকালে পাশাতে যে চিত্ত স্থির নয়।।
বিশেষে দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ।।
লক্ষ্মী ভ্রষ্ট, রাজ্য নষ্ট, শত্রু হয় বলী।
নানামত দুঃখ লোক পায় পামা খেলি।।
শুনিয়াছ তুমি পাণ্ডবের বিবরণ।
এই পাশা হেতু হারাইল রাজ্য ধন।।
বিরাট কহিল কঙ্ক, কহ না বুঝিয়া।
কোন্ শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া।।
রাজচক্রবর্ত্তী কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন।।
ভুবন মণ্ডলে এই শব্দ প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল।।
আর কোন্ জন আছে পৃথিবী ভিতরে।
হইয়া আমার বৈরী যাবে যমঘরে।।
যুধিষ্ঠির বলে, রাজা উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরবে, যার আছে বৃহন্নলা।।
এত শুনি রোষভরে বিরাট নৃপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি।।
কুলের তিলক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল সেই কুরু-নরবর। ।
একবার তার তুই না কহিস্ গুণ।
বৃহন্নলা ক্লীবে বাখানিস্ পুনঃ পুনঃ।।
কোন্ ছার বৃহন্নলা বাখানিস্ তারে।
তার মত কত জন আছে মম পুরে।।
কেবল সহায় মাত্র হইল সংগ্রামে।
কোন্ গুণে ধন্যবাদ দিস্ নরাধমে।।
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃ পুনঃ কহিছিস্ , কত দেহে সহে।।
মম কথা কঙ্ক নাহি শুন ভালমতে।
কিমতে এ ভাষা কহ আমার অগ্রেতে।।
কহিতে কহিতে রাজা হৈল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা, মারে শীগ্রগতি।।
অক্ষপাটী প্রহারিল রাজার বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে।।
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে নিজ রক্ত ধরেন তখন।।
নিকটে আছিলা কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লয়ে রাজারে যোগায়।।
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে।।
হেনকালে দ্বারদেশে উত্তর আগত।
দ্বারীরে বলিল, নৃপে জানও ত্বরিত।।
উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি।।
অবধান নরপতি শুভ সমাচার।
বৃহন্নলা সহ এল উত্তর কুমার।।
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হৈলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে।।

বার্ত্তা পেয়ে নরপতি কহে হরষেতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে।।
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি।।
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে।
শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে।।
বৃহন্নলা হেথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ।।
সারথি শুনিয়া তবে চলে সেইক্ষণে।
কুমারে বলিল, চল রাজ-সম্ভাষণে।।
বৃহন্নলা এবে যাক আপনার স্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজ-সম্ভাষণে।।
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন।।
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ।
বাপে নমস্করি চাহে ধর্ম্মের বদন।।
রক্তধারা বহে মুখে, দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হয়ে চমৎকার।।
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত।।
মুখে রক্তধারা বহিতেছে কি কারণ।
কিবা হেতু কহ তাত হইল এমন।।
মৎস্যরাজ বলে, পুত্র গুনহ কারণ।
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করি অবহেলা।।
পুনঃ পুনঃ বলে ধন্য ক্লীব বৃহন্নলা।
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত।
অক্ষপাটী প্রহারিনু, হৈল রক্তপাত।।
উত্তর বলিল, তাত কুকর্ম্ম করিলে।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলে।।
এক্ষণে ইহারে যদি শান্ত না করিবে।
নিশ্চিত জানিহ তাত সর্ব্বনাশ হবে।।
ইন্দ্র যম বৈরী হৈলে আছে প্রতিকার।
কঙ্ক ক্রোধ হৈলে রক্ষা নাহিক তাহার।।
শীঘ্র উঠ তাত, আগে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে।।
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
বিনয় পূর্ব্বক কহে ধর্ম্মরাজ প্রতি।।
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অত্যন্ত অজ্ঞান আমি ক্ষমহ আমারে।।
ধর্ম্ম বলিলেন, ব্যস্ত না হও রাজন।
তোমাতে আমার ক্রোধ নাহি কদাচন।।
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত।।
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন।
অক্ষপাটী যেই কালে করিলে যাতন।।
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতন পূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল।।
শোণিত যদ্যপি সেই পড়িত ভূতলে।
তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতে কুশলে।।
আমার শোণিত বিন্দু যেই স্থলে পড়ে।
সেই স্থলের রাজা প্রজা সকলেই মরে।।
উত্তর বলিল, তাত কঙ্ক দয়াবান।
কঙ্কের ক্ষমাতে হৈল সবার কল্যাণ।।
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আসিবারে কঙ্ক নিষেধিল।।
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
তবে সে জনক বড় অনর্থ ঘটিত।।
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণব।

যাহার প্রসাদে জীব তরে ভবার্ণব।।

বিরাট রাজার নিকট উত্তরের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণন

তবে মৎস্য-নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ-সমাচার।।
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্দ্ধর্ষ যে কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে।।
তোমার সমান পুত্র নহিল নহিবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারে ঘোষিবে।।
কহ তাত কিরূপে জিনিলে কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর বলি বিখ্যাত ভুবনে।।
দেব দৈত্য অগ্রে যার যুদ্ধে নহে স্থির।
কিরূপে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর।।
দ্রোণ গুরু বলি যিনি প্রতাপে অপার।
ক্রোধ কৈলে জিনিবারে পারয়ে সংসার।।
কালাগ্নি সমান শিক্ষা ভীষ্ম মহাবীর।
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুর্জ্জয় শরীর।।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ তা সবার সহ।
প্রত্যক্ষে সে সব কথা শুনি, মোরে কহ।।
অদ্ভুত লাগিছে মোর এই সব কথা।
যেই কুরুসৈন্যে আছে মহা মহা-রথা।।
ব্যাঘ্রমুখ হৈতে যেন আমিষ আনিলে।
সেইমত কুরু হৈতে গোধন ছাড়ালে।।
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি, তোমার জনক।।
উত্তর বলিল, তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ।।
বহু সৈন্য দেখি চিত্তে লাগে মোর ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয়।।
আপনি হইয়া রথী করিলেক রণ।
কুরুবল রণে সেই জিনিল তখন।।
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, নাহি দেখি শুনি।
এক মুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী।।
লণ্ড ভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত কে করে গণনা।।
দয়া করি তোমা আমা সঙ্কটেতে তারি।
কুরুসৈন্য হৈতে গবী দিলেন উদ্ধারি।।
নাহি জিনিয়াছি আমি কুরুসৈন্যগণ।
নাহি মুক্ত করিয়াছি একটি গোধন।।
শুনিয়া বিরাট কহে, কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে।।
কোথায় নিবাস তাঁর, গেল কোথাকারে।
দেখিতে কি কভু নাহি পাব আমি তাঁরে।।
উত্তর বলিল, তাত আছে এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে।।
হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট হন আনন্দিত মন।।
অন্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন।।
যার যে নিবাস-স্থানে নিবসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া।।
যতনে ধেয়ায় সাধু যাঁরে নিরবধি।
যাদব-কুলেতে যেই দয়াময় নিধি।।
জলধর-কান্তি মুখ-চন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণ-নিন্দিত।।

www.bengaliebook.com

মকর কুণ্ডল কর্ণে মস্তকে মুকুট।
বান্ধুলি বরণ ওষ্ঠাধর করপুট।।
যে মুখ দর্শনে জন্ম জন্ম পাপ খণ্ডে।
জরা-শোক ভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে।।

বিরাট-সিংহাসন পার্ষতী সহ যুধিষ্ঠিরের উপবেশন

রজনীতে পাণ্ডবেরা মিলিল ছজন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন।।
শুনিলাম, বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে।
পরকার্য্যে কেন এত জ্ঞাতিবধ কৈলে।।
অর্জ্জুন বলেন, অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন-দোষে সৈন্য হইল নিপাত।।
এতেক দুর্গতি পেয়ে শান্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য, রণ করিবে নিশ্চয়।।
যুধিষ্ঠির কহেন, কি প্রকারে জানিলে।
না দিবে সে রাজ্য তোমা, কোন্ জন বলে।।
পার্থ বলে, অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিনু দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি, জানি দ্রোণের বচনে।।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ন বদন।
এ কর্ম্ম করিলে ভাই কিসের কারণ।।
না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিনে হয়।
ইতিমধ্যে কি প্রকারে দিলে পরিচয়।।
কহ সহদেব শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা।
দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা।।
অজ্ঞাত বৎসর শেষ পদি কিছু থাকে।
তবে মোরা পুনরায় যাব অরণ্যেতে।।
সহদেব বলে, প্রভু হইয়াছে শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ।।
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্ব্বের নির্ণিত।
তব আজ্ঞা লৈতে আছে হইতে উদিত।।
যুধিষ্ঠির মহানন্দে কহে সহদেবে।
শুভ দিনে সমুদিত হবে ভাই কবে।।
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ।।
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া, ইন্দ্র নামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরেতে, মাস অর্দ্ধ ভোগ।।
সহদেব বাক্যে ধর্ম্ম হলেন সর্ম্মত।
যথাস্থানে যান সবে, নিশা অর্দ্ধগত।।
তদন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
পূণ্য তীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে।।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ।।
বিরাট রাজার রাজ-সিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝি তবে বসে ধর্ম্মকারী।।
ভস্ম হৈতে মুক্ত যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল তপন।।
বামভাগে বসিলেন দ্রুপদ-দুহিতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ডছাতা।।
করযোড়ে পুরোভাগে রহে ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়।।
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন।।
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজারে কহিল।।
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে।।

শ্বেত শঙ্খ আসে দোঁহে রাজার নন্দন।
কুমার উত্তর শুনি ধায় সেইক্ষণ।।
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধেয়ে সবে আসিল তখন।।
পাণ্ডবেরে দেখি সবে বিস্ময়ে মগন।
পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন।।
জলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া।।
উত্তর পড়িল কত দূরে ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে।।
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তর।।
হে কঙ্ক, কি হেতু তব হেন ব্যবহার।
কিমতে বসিলে তুমি আসনে আমার।।
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন্ বুদ্ধে বৈস আসি মোর রাজপাটে।।
প্রথমে বলিলে তুমি, আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি, ফলমূলাহারী।।
কোন দ্রব্যে নাহি মম কিছু অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ।।
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হৈল মোর নিতে রাজপদ।।
না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর।।
আর দেখ মহাশ্চর্য্য সব সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইলে আপনার বামে।।
মোর ভয় নাহি কিছু, নাহি লোকলাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বসে রাজসভা মাঝ।।
কহ বৃহন্নলা, কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যুড়ি।।
হে বল্লব সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা।।
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়।।
হে সৈরিন্ধ্রী, জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র।।
এখন কঙ্কের সহ হেন ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার।।
বাপের বচনে উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ।।
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন।।
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মোর পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত।।
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতিবাক্য, ঘন ঘন প্রণিপাত।।
সেই দিন হৈতে তোর বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হৈতে যেই দিন গোধনের ত্রাণ। ।
আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কেতে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কাহার শকতি। ।
পুনঃ পুনঃ নরপতি কহে কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর।।
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে।।
যা বলিলে নরপতি, মিথ্যা কিছু নয়।
তোমার আসন নাহি এর যোগ্য হয়।।
যে আসনে ত্রিভুবনে সবে নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণাগত ডরে।।

অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত।।
সে আসনে নিরন্তর বসে যেই জন।
কিমতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন।।
অন্ধক কৌরব বৃষ্ণি ভোজ আদি করি।
সপ্তবিংশ সহ সুখে খাটেন শ্রীহরি।।
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর।।
দশ কোটি হস্তী যাঁর প্রতি দ্বার রাখে।
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে। ।
দানেতে দরিদ্র নাহি রহে পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে।।
অথর্ব্ব অকৃতী অন্ধ খঞ্জ অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ।।
অষ্টাদশ সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা, পায় সর্ব্ব নরে।।
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাঁহার।
দুইভিতে রাম-কৃষ্ণ মাতুল কুমার। ।
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থ বনে।।
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার।।
শুনিয়া বিরাট রাজা মানে চমৎকার।
সম্ভ্রমে অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসিল আরবার।।
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি।।
কোথায় দ্রুপদ-কন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এই ধর্ম্ম যদি।।
অর্জ্জুন বলেন, এই দেখ পরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লব খেয়াতি।।
যাঁহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
সিংহ ব্যাঘ্র মল্ল আদি তোমার বিদিত।।
মারিল কীচকে যেই তোমার শ্যালক।
এই দেখ বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক।।
অশ্বপাল গোপালক যেই দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন।।
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু হাসিনী।
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী।।
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল।।
আমি ধনঞ্জয়, ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন।।
উত্তর বলয়ে, তবে করিয়া বিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায়।।
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত।।
দেখিয়া না দেখ পিতা, হইলে অজ্ঞান।
যাঁর দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হয় ম্লান।।
মহাবল কীচকেরে হেলায় মারিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল।।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায়।
তরিলাম যেই কর্ণধারের সহায়।।
ভুজবলে জিনিলেক যত যোদ্ধাগণ।
রাজ্যরক্ষা কৈল তব, রাখিল গোধন। ।
যাঁর শঙ্খনাদে তিন লোক কম্পমান।
বধির রয়েছে অদ্যাবধি মম কাণ।।
সেই ইন্দ্রদেব পুত্র এই ধনঞ্জয়।
এই রথে যে করিল কুরুসৈন্য জয়।।

পূর্ব্বে এই ধর্ম্মরাজ রাজসূয়-কালে।
বহুদিন কর লয়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে।।
সহস্র সহস্র রাজা সঙ্গে লয়ে কর।
দ্বারিগণ প্রহারেতে জীর্ণ কলেবর।।
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পূণ্য কৈল।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আসিল।।
চরণে শরণ লহ, শীগ্রগতি তাত।
এত বলি রাজপুত্র করে প্রণিপাত।।
শুনিয়া বিরাট রাজা সজললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল গদগদ বচন।।
ঊর্দ্ধবাহু করি তবে পড়ে কত দূর।
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে ধুলায় ধূসর।।
সবিনয়ে বলে রাজা যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি।।
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র ভাগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে।।
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের তনয়।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে, তুলহ রাজায়।।
অর্জ্জুন ধরিয়া নৃপে তোলে সেইক্ষণে।
সান্ত্বাইলা নরপতি মধুর বচনে।।
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয়।
তোমার পুরেতে আসি লইনু আশ্রয়।।
বিরাট কহিল, যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি, অপকারী নহ।।
বৎসরেক তব গৃহে ছিলাম অজ্ঞাত।
গর্ভবাসে যথা সবাকার বাস খ্যাত।।
নিজগৃহ হৈতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই।।
বিরাট বলিল, যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান।।
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
বিবাহ করুন তারে বীর ধনঞ্জয়।।
শুনি যুধিষ্ঠির, চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন কহেন, কন্যা মম যোগ্য নয়।।
শুনিয়া বিরাট রাজা হলেন ব্যথিত।
সবিনয়ে অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত।।
কহ মহাবীর কিবা আছে মম বাদ।
দারা পুত্র দোষী কিবা কন্যা অপরাধ।।
অর্জ্জুন বলেন, রাজা না কহ বুঝিয়া।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া।।
শিক্ষা দীক্ষা জন্মদাতা একই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে আচার্য্যের জ্ঞানে।।
কন্যাবত আমি তারে বিদ্যা শিখাইল।
এই হেতু তব কন্যা অযোগ্য হইল।।
কিন্তু দুষ্ট লোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক পার্থ ছিল নারীবেশ ধরি।।
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে।।
এই হেতু মোর বড় ভয় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বচনে।।
অতীব পবিত্র তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি।।
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্যা উত্তরা সুন্দরী।।
অভিমন্যু যোগ্য পাত্র, ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নরপতি কর কন্যাদান।।

বধূ করি তব কন্যা করিব গ্রহণ।
শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত মন।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকা নগরে দূত পাঠাও সত্বরে।।

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞা পেয়ে যায় দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্যে যথা যথা বৈসে বন্ধুজন।।
পাণ্ডবের কথা শুনি যত বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্র মৎস্যদেশে করিল গমন।।
দ্বারকা হইতে যদু সপ্তবংশ লয়ে।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়ে।।
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী।।
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবার আসিলেন শীঘ্রগতি।।
আসিল পাঞ্চাল হৈতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন।।
কাশীরাজ আদি আর কেকয় নৃপতি।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা দোঁহার সংহতি।।
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর।।
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্ল উপঝিল্ল তথা এল শীঘ্রগতি।।
মাতা সহ অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন।
চিত্রসেন সারথি যে আসে সেইক্ষণ।।
বৃষ্ণি ভোজ উলূকান্দি যত সেনাপতি।
পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আসিলেন তথি।।
মাতঙ্গ সহস্র দশ, অশ্ব তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথে চড়ি আসে সর্ব্ব পক্ষ।।
দশ লক্ষ চর আসে পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আসিলেন বিরাট-ভবন।।
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র।।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেন।।
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য, গদগদ ভাষ।।
প্রণমিয়া শ্রীগোবিন্দ বলে মৃদুভাষা।
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষা।।
সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
থাকিতে সবারে দেন উত্তম আলয়।।
উৎসব করিল তবে বিবিধ কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন।।
নানা বৃক্ষ রোপে আর নানা পুষ্পমালা।
প্রতি দ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কলা।।
নানা বস্ত্র বিভূষণ কন্যারে পরাল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল।।
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে মিলে যেন রতি কাম।।
অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণ-ভাগিনেয়, বসুদেবের যে নাতি।।
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান।।
এক লক্ষ দিল গজ রত্ন-সিংহাসন।
প্রবাল মুকুট রত্ন দিল নানা ধন।।

www.bengaliebook.com

হেনমতে সবান্ধবে কুতূহলী মনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাট ভবনে। ।
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজগণ।
যে যাহার দেশে সবে করিল গমন।।
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য।।
যত যদুনারী গেল দ্বারকা নগর।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমার।।
পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার ব্যাসের বচন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।।

ব্যাস-বর্ণন ও ফলশ্রুতি কথন

বন্দি মহামুনি ব্যাস তপস্বী তিলক।
তপোধন পরাশর যাঁহার জনক।।
বেদশাস্ত্র পরায়ণ শুদ্ধ বুদ্ধি ধীর।
নীরপদ্ম আভা যেন কোমল শরীর।।
যুগল নয়ন দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির।।
ভাগবত পুরাণাদি যতেক গ্রন্থন।
যাঁহার তপো প্রভাবে হয়েছে নির্ম্মাণ।।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান।।
মৎস্যগন্ধা গর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি।।
দ্বীপেতে জনম তাই নাম দ্বৈপায়ন।
কৃষ্ণ তাঁর কায় কৃষ্ণ নাম সঞ্চায়ণ।।
চারিবেদ বিভাগেতে নাম বেদব্যাস।
প্রণতি করি ভারত রচে কাশীদাস।।
সংক্ষেপে বর্ণিনু বিরাটপর্ব্ব কথা।
সাধুর সমান মহাভারতের কথা।।
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা।।
সুবর্ণ মণ্ডিত শৃঙ্গে ধেনু শত শত।
সুপণ্ডিত দ্বিজে দান দেয় অবিরত।।
নিত্য নিত্য শুনে পুণ্য ভারতের কথা।
নিশ্চয় জানহ তুল্য ফল লভে দাতা। ।
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধুজন।।
সুবৃষ্টি করয়ে কালে মেঘ সর্ব্ব দেশে।
পরিপূর্ণ হয় পৃথ্বী শস্য সমাবেশে।।
অক্ষয় হউক লোক ব্রাহ্মণ নির্ভয়।
ভক্তজনে কৃতার্থ করুণ কৃপাময়।।
ধন্য হৈল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস।
চারি পর্ব্ব ভারত করিল সুপ্রকাশ।।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
কৃষ্ণ-পদাম্বুজে অলি হৈব অভিলাষ।।
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে।।
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরি নাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ।।
পাঁচালী বলিয়া কেহনা করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপা নাশে গোবিন্দের লীলা।।

www.bengaliebook.com

থাকিলে ভারত নীচগৃহে নহে দুষ্ট।
শুনিলে পাতক হয় সমূলে বিনষ্ট।।
পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখ তরে সেই ব্যাসের বচন।।
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্ব পাপ যায়।
আদ্য মধ্য অন্তে যেবা হরিগুণ গায়।।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
বিরাট পর্ব্বের কথা হৈল সমাপিত।।

।। বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।।

www.bengaliebook.com